মাসিক

আত-তাহরীক

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘অবশ্যই তোমাদের হৃদয়ে ঈমান জীর্ণ হয়, যেমন জীর্ণ হয় পুরানো কাপড়। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা কর, যাতে তিনি তোমাদের হৃদয়ে তোমাদের ঈমান নবায়ন করে দেন’ *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৫৮৫)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web : www.at-tahreek.com

২৫তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

জানুয়ারী ২০২২

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية و أدبية
جلد : ٢٥، عدد : ٤، جُمادى الأولى وجُمادى الآخرة ١٤٤٣هـ/ يناير ٢٠٢٢م
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

পরিচিতি : হাসান আল-বলকিয়াহ মসজিদ। ব্রুনেই-এর রাজধানী বন্দর সেরী বেগওয়ানে অবস্থিত এই মসজিদটিতে ৫ হাযার মুছল্লী একত্রে ছালাত আদায় করতে পারে।

دعوتنا

١- تعالوا نبن حياتنا على بناء التوحيد الخالص ونقتبس من أضواء الكتاب والسنة الصحيحة على فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من المحدثين رحمة الله عليهم أجمعين-
٢- نتبع قوانين الوحى الختامى فى جميع نواحي حياتنا الدينية والدنيوية-
٣- نعيش الحياة الإسلامية الخالصة من أدران الشرك والبدع والخرافات والعقائد الباطلة والنظريات المضادة للتوحيد الخالص وللشريعة الغراء-

"التحريك" مجلة شهرية ترجمان جمعية تحريك أهل الحديث بنغلاديش

Monthly **AT-TAHREEK**
Chief Editor : Professor Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Editor : Dr. Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadeeth Foundation Bangladesh, Rajshahi, Bangladesh.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK Nawdapara (Aam Chattar, Airport Road), P.O. Sapura, Rajshahi. Ph. : 0247-860861. Mobile: 01715-002380, 01919-477154,
Circulation Department : 01558-340390, E-mail: tahreek@ymail.com

Monthly AT-TAHREEK has been running since September 1997 from Rajshahi, Bangladesh. It is a reputed Islamic research Journal of Bangladesh, preaches true features of Islam based on the way pious predecessors (Salaf Saleheen). This journal is enriched with valuable writings of renowned columnists and writers of home and abroad, directed to establish a pure Islamic society in Bangladesh based upon the pure Tawheed and Sunnah.

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন- ০১৭৮২ ৪৬৪০৯৮

লাইসেন্স নং : রাজশাহী-৫৫১৮

মৌচাক মধু

বি.এস.টি.আই অনুমোদিত

১০০% খাঁটি মৌচাক মধু, কালোজিরা তেল এবং ভাল মানের বিদেশী জয়তুন তেল পাইকারী বিক্রয় করা হয়।

যোগাযোগ

লাইফ এন্টারপ্রাইজ
শালবাগান, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

প্রত্যাশা এন্টারপ্রাইজ
প্রসাদপুর বাজার, মান্দা, নওগাঁ।
মোবাইল : ০১৭১৪-৯২৯৯৭৭

দেশের প্রতিটি যেলা, উপযেলা ও বিভাগীয় শহরে ডিলারশীপ দেওয়া হচ্ছে

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية و أدبية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৫তম বর্ষ | ৪র্থ সংখ্যা

জুমাঃ উলাঃ-জুমাঃ আখেরাহ ১৪৪৩ হিঃ
পৌষ-মাঘ ১৪২৮ বাং
জানুয়ারী ২০২২ খৃঃ

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া (আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০
(আছর থেকে মাগরিব)

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
রাজশাহী অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯

হাদিয়া : ২৫ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ		৪০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮৬০/-	২১০০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১২০০/-	২৪৫০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৫০০/-	২৭৫০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮৬০/-	৩১০০/-

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০২
- **প্রবন্ধ :**
  - তাহরীকে জিহাদ : আহলেহাদীছ ও আহনাফ *(৮ম কিস্তি)* ০৩
    -অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
  - নববী চিকিৎসা পদ্ধতি *(আগস্ট'২১ সংখ্যার পর)* ০৮
    -ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী
  - দ্বীনের পথে ত্যাগ স্বীকার *(২য় কিস্তি)* ১৩
    -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ
  - স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসাশিক্ষার বৈষম্য ১৯
    -ড. মুহাম্মাদ কামরুয্যামান
  - মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ)-এর জীবনের কতিপয় শিক্ষণীয় ঘটনা ২৩
    -ড. নূরুল ইসলাম
- **মনীষী চরিত :**
  - যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) *(৪র্থ কিস্তি)* ২৯
    -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব
- **সাময়িক প্রসঙ্গ :**
  - বাংলা ভাষা ও বাংলা একাডেমী নিয়ে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র অগ্রন্থিত বক্তৃতা ৩৫
    -সংগ্রহ : মামুন সিদ্দিকী।
- **অমর বাণী :** *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ৩৭
- **চিকিৎসা জগৎ :**
  - ক্যান্সার প্রতিরোধে টমেটো ৩৮
- **কবিতা :** ৩৯
  - নতুন বছরের শুভেচ্ছা
  - বিলাল (রাঃ)
  - সময়ের জাগরণ
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৪০
- **মুসলিম জাহান** ৪২
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪২
- **সংগঠন সংবাদ** ৪৩
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৮

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

যেকোন নাগরিকের ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করুন!

দেশের প্রত্যেক নাগরিকের ধর্মীয় স্বাধীনতা তাদের মৌলিক মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত। অথচ বর্তমানে আমাদের মত অনেকেরই মৌলিক অধিকার ভূলুণ্ঠিত। বাংলাদেশের সংবিধানে বলা হয়েছে- **'ধর্মীয় স্বাধীনতা**। ৪১। (১) আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা সাপেক্ষে (ক) প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে। (খ) প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রহিয়াছে। (২) কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম-সংক্রান্ত না হইলে তাঁহাকে কোন ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করিতে হইবে না'। এছাড়া সংবিধানের ২৭, ২৮, ৩১ ও ৪৪ ধারায় সকল নাগরিকের সমানাধিকার বর্ণিত হয়েছে।

উপরোক্ত ধারাগুলি মূলতঃ সংখ্যালঘুদের জন্য নিরাপত্তার গ্যারাণ্টি। কিন্তু তিক্ত বাস্তবতা এই যে, ধারাগুলি দেশের আহলেহাদীছদের ক্ষেত্রে প্রায়ই লংঘিত হচ্ছে। এতদিন এ বিষয়ে আমাদের কোন কথা বলতে হয়নি। কিন্তু এখন বাধ্য হয়ে কথা বলতে হচ্ছে। বিভিন্ন স্থানে যখনই কোন ভাই শিরক ও বিদ'আত ছেড়ে 'আহলেহাদীছ' হচ্ছেন, তখনই তার বিরুদ্ধে অন্যেরা বিশেষ করে কথিত আলেম সমাজ ও পীর-মাশায়েখরা খড়্গহস্ত হয়ে উঠছেন। কখনও তাদেরকে মসজিদ থেকে বা সমাজ থেকে বিতাড়িত করছেন। অতঃপর নানাবিধ নামে ব্যানার নিয়ে হামলে পড়ছেন উগ্র ও হিংসাত্মক শ্লোগান সমূহ নিয়ে। প্রশাসন দেখেও না দেখার ভান করছে। অথবা আপোষ করে দেওয়ার নাম করে আহলেহাদীছদেরকে বলছেন, সবাই যা করে আপনারা তা করেন না কেন? অথবা তাদের মসজিদ-মক্তব-মাদ্রাসা আপাতত বন্ধ রাখার কথা বলছেন। পুলিশের অনুমতি ছাড়া তারা কোন সমাবেশ বা ইসলামী সম্মেলন করতে পারেন না। অথচ একবারও সংখ্যাগুরু পক্ষকে ধমক দিয়ে বলছেন না যে, যার যার ধর্মীয় বিধান পালন ও তা প্রচারের অধিকার রয়েছে। আপনারা বাধা দিবেন না। দিলে আপনাদের বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা নেব'। তাদের এই দুর্বল ভূমিকার কারণে আহলেহাদীছগণ বা শিরক-বিদআত পরিত্যাগ করে বিশুদ্ধ আক্বীদা গ্রহণে ইচ্ছুক ভাইগণ সর্বদা আতংকের মধ্যে বাস করছেন।

বিগত ৫০ বছরের মধ্যে আহলেহাদীছগণ এরূপ বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হননি, যত না হয়েছেন দলীয় সরকারগুলির আমলে। ২০০৫ সালে তৎকালীন চার দলীয় জোট সরকারের প্রধান ইসলামী দলটির প্ররোচনায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীরকে বিনা অপরাধে গভীর রাতে বাসা থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে খুনের মামলা সহ দশ দশটি মিথ্যা মামলা চাপিয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর ৩ বছর ৬ মাস ৬ দিন পর হাইকোর্টের ডাইরেকশন মতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে তিনি যামিনে মুক্তি পান। ৮ বছর ৮ মাস ২৮ দিন পর সকল মামলা থেকে তিনি বেকসুর খালাস পান। তাঁর সাথী অন্যান্যদেরকেও বিভিন্ন মেয়াদে কারা নির্যাতন ও নানাভাবে হয়রানী করা হয়। অদ্যাবধি সেইসব মিথ্যা মামলার রেশ ধরে বর্তমান সরকারের দৃষ্টিতে তাদের অনেকে সর্বদা নযরদারীতে আছেন। যে এলাকার যে এসপি ভাল, সে এলাকায় তারা প্রোগ্রাম করতে পারেন। আর যে এলাকার এসপি আহলেহাদীছের বিরোধী, সে এলাকায় প্রোগ্রাম করতে পারেন না। এমনকি দুস্থদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণের কার্যক্রমও করতে পারেন না।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' একটি সংগঠিত আদর্শবাদী জনশক্তির নাম। আনুমানিক সাড়ে ৩ কোটি আহলেহাদীছের মুখপাত্র রূপে অন্যেরা এই সংগঠনকে গুরুত্ব দেন। ফলে বিরোধীরা এই সংগঠনকে ধ্বংস করার জন্য মাল ও মর্যাদা লোভীদের নিয়ে সর্বদা অন্তর্ঘাত মূলক অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা ভালভাবেই জানেন যে, এই সংগঠনকে শেষ করতে পারলে বিচ্ছিন্ন আহলেহাদীছদেরকে বিভিন্ন নামধারী ইসলামী সংগঠনে অথবা সেক্যুলার সংগঠনে সহজে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে এবং তাদেরকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করা যাবে। বাংলাদেশে এমন কোন পার্লামেন্ট যায় না, যেখানে আহলেহাদীছ এমপি বা মন্ত্রী থাকেন না। কিন্তু তাদের অধিকাংশই চেতনাহীন। বরং সোজা কথায় বলতে হয় তারা কদাচিৎ আহলেহাদীছের স্বার্থ দেখেন। যদিও তারা ভোটের আগে দো'আ চান, কিন্তু ভোটের পর ভুলে যান। বরং অন্যেরা উপকার করলেও তারা এড়িয়ে যেতে চান। এমতাবস্থায় সংখ্যালঘুদের সেফগার্ড হিসাবে সংবিধানের উপরোক্ত ধারাগুলির বাস্তবায়নকারী কারা হবেন? আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তাগণ সংখ্যাগুরুদের ভয়ে গভীর রাতে এসে আহলেহাদীছ মসজিদের ইমামকে উঠিয়ে নিয়ে বহু দূরে তার বাড়ীতে রেখে আসেন। হামলাকারী সংখ্যাগুরুদের বিরুদ্ধে তাদের কার্যকর কোন তৎপরতা দেখা যায় না। অথচ আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ) তার ইহূদী গোলামকে মুসলমান হওয়ার জন্য চাপ দেননি। খলীফা ওমর (রাঃ) বৃদ্ধা খৃষ্টান নারীকেও চাপ দেননি।

আশার কথা এই যে, সম্প্রতি ধর্মপ্রতিমন্ত্রী ফরিদুল হক খান বিভিন্ন যেলায় সফর করে হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ও আহলেহাদীছ প্রতিনিধিদের নিয়ে সম্প্রীতি বৈঠক করছেন। তিনি নিজে জামালপুর-২ আসনের আহলেহাদীছ অধ্যুষিত ইসলামপুর থানার এমপি। আমাদের প্রশ্ন, সারা দেশে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কর্মসূচীতে যেভাবে বাধা প্রদান করা হচ্ছে, তাতে এরূপ বাধা-বিঘ্নের মধ্যে কিভাবে সরকারের সঙ্গে আহলেহাদীছদের সম্প্রীতির বৈঠক সফল হবে? আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলতে চাই যে, মিথ্যা পরাজিত হবে এবং সত্যের জয় হবেই। এই সংগঠন সর্বদা সত্যের অনুসারী। মিথ্যার সঙ্গে কোন আপোষ ইতিপূর্বেও ছিল না, আগামীতেও থাকবে না ইনশাআল্লাহ।

অতি সম্প্রতি ভোলায় পুরানো অত্যাচারের নতুন আবির্ভাব ঘটেছে। তথাকথিত 'ঈমান-আক্বীদা সংরক্ষণ কমিটি' নামক কথিত পীর-মাশায়েখদের অনুসারী উচ্ছৃংখল কিছু লোক স্থানীয় আহলেহাদীছ মসজিদ ও মক্তবের বিরুদ্ধে মিছিল-মিটিং করেছে। প্রশাসন তাদের প্রতি নমনীয় থেকে সংখ্যালঘু আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে কঠোরতা প্রদর্শন করছে। ফলে তারা আতংকিত জীবন যাপন করছেন। যদিও গত ২০১৮ সালের ১১ই জুলাই তাদের মসজিদ পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় ২০১৮ সালের ১১০৩৩ নং রিট পিটিশনের বিপরীতে যেলা প্রশাসন ও আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি সংখ্যালঘুদের জান-মাল ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য হাইকোর্টের কঠোর নির্দেশনা রয়েছে। যেমন বলা হয়েছে- Direction upon the respondent Nos. 1-7 to take necessary steps to secure the petitioner's his family members' and his companions' fundamental right to establish, maintain and manage their religious institutions upon restraining the Respondent Nos. 8-31 (The 13th day of March, 2019).

আমরা আশা করব যে, ভোলা সহ দেশের সর্বত্র সরকারী প্রশাসন ও আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী হাইকোর্টের উপরোক্ত নির্দেশনা মেনে চলবেন এবং সংবিধানের ধারাগুলির প্রতি অনুগত থাকবেন। সর্বোপরি একজন হ'লেও নির্যাতিত যেকোন ব্যক্তির মৌলিক অধিকার রক্ষায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে যাবেন ও প্রতি পদে আল্লাহকে ভয় করবেন। তাতে তারা পরকালে পুরস্কৃত হবেন। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন! *(স.স.)*।

তাহরীকে জিহাদ : আহলেহাদীছ ও আহনাফ

*মূল (উর্দূ): হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফ**

*অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক***

(৮ম কিস্তি)

শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)-এর উপর আরোপিত কিছু মিথ্যা অপবাদ ও অভিযোগ পর্যালোচনা

[নিম্নের নিবন্ধটি লাহোর থেকে প্রকাশিত 'বাদবান' পত্রিকায় মুদ্রিত একটি সাক্ষাৎকারের জওয়াব। যে সাক্ষাৎকারে হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)-এর বিরুদ্ধে নানা ভিত্তিহীন অভিযোগ আরোপ করা হয়েছে। নিবন্ধটি 'বাদবান' ও 'আল-ই'তিছাম' পত্রিকায় ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। সর্বসাধারণের উপকারের কথা ভেবে এখন তা অত্র বইয়ে সংযুক্ত করা হ'ল।-লেখক]

বিগত দিনে এক বন্ধু আমাকে 'বাদবান' পত্রিকার একটি সংখ্যা দিয়েছিলেন। তাতে আব্দুস সাত্তার নিয়াযী ছাহেবের একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছিল। উক্ত সাক্ষাৎকারে নিয়াযী ছাহেব ধর্মীয় দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার মানসে চার দফা ফর্মুলা তুলে ধরেন। তাতে তিনি যে স্বীয় মাযহাব হানাফী ও দেওবন্দী আলেমদের প্রতি ঝুঁকে পড়েছেন তা স্পষ্ট। আমরা সেদিকটা উপেক্ষা করে উক্ত সাক্ষাৎকারের একটি দিক নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই। যা নিয়াযী ছাহেবের ভুল বর্ণনা তথা মিথ্যা অভিযোগ ও অপবাদের বেসাতির সাথে জড়িত।

উক্ত সাক্ষাৎকারে জিহাদ আন্দোলনের প্রধান সেনাপতি, প্রাণপুরুষ ও নেতা শাহ ইসমাঈল শহীদের বিরুদ্ধে যাচ্ছে-তাই বলা হয়েছে। সাক্ষাৎকারের সেদিকটার ভাষা নিম্নরূপ- 'শাহ অলিউল্লাহ্র খান্দান ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের ফৎওয়া দিয়েছিলেন। কিন্তু তার খান্দানেরই ইসমাঈল নামক এক ব্যক্তি নাজদী দ্বীন গ্রহণ করেন। তিনি নবী (ছাঃ)-এর পবিত্র সত্তার উপর হামলা করেছিলেন। ১২৪৮ হিজরীতে এ নিয়ে এক বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। তাতে আহলে সুন্নাত তার মুকাবিলা করেছিল। তারপর এই ইসমাঈলই ইংরেজদের সহযোগিতা করতে আরম্ভ করেন। এটা ছিল সেই যুগ যখন ইসমাঈল ও দেওবন্দী আলেমগণ জিহাদের বিরুদ্ধে ফৎওয়া দিয়েছিলেন...। ইংরেজরা এই দুই শ্রেণীকেই ব্যবহার করেছিল'।

ধর্মীয় দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার আলোচনা আপাতত শিকেয় তুলে রাখুন। যিনি ঐক্যের আহ্বায়ক তিনিই যদি অন্য দলের মুরব্বী-আকাবেরদের বিরুদ্ধে কেবল ঔদ্ধত্যপূর্ণ ভাষাই নয়; বরং সুস্পষ্ট মিথ্যাচার করেন, তবে কি এই ব্যক্তিকে ঐক্যের আহ্বানে আন্তরিক ভাবা যায়? আর তার আলোচিত ঐক্যের দফা সমূহের কি কোন গুরুত্ব অবশিষ্ট থাকে? যেখানে দু'পক্ষের ঐক্য স্থাপনে অন্তরে আঘাতকারী কথা থেকে বিরত থাকা, পরস্পরে মিথ্যারোপ ও অপবাদ দেওয়া থেকে বেঁচে থাকা এবং এক পক্ষ কর্তৃক অন্য পক্ষের নেতাদের সম্মান বজায় রাখা প্রথম শর্ত, সেখানে অবাক করা ব্যাপার হ'ল, ঐক্যের এই আহ্বায়কের ঐক্য সম্পর্কিত অ আ ক খ জ্ঞানও নেই।

যাহোক ঐক্যের এ আহ্বানকারী উক্ত সাক্ষাৎকারে নিম্নোক্ত মনগড়া মিথ্যা অভিযোগ সমূহ উত্থাপন করেছেন :

১. শাহ ইসমাঈল শহীদ নাজদী দ্বীন গ্রহণ করেছিলেন।

২. তিনি নবী (ছাঃ)-এর পবিত্র সত্তার উপর হামলা করেছিলেন।

৩. ১২৪৮ হিজরীতে এ বিষয়ে এক বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়।

৪. মুনাযারার পর থেকে তিনি ইংরেজদের সহযোগিতা করতে আরম্ভ করেছিলেন।

৫. ঐ একই সময় থেকে দেওবন্দী আলেমগণও ইংরেজদের সহযোগিতা করা শুরু করেন।

৬. ইংরেজ এই দুই শ্রেণীকেই তাদের স্বার্থে ব্যবহার করেছিল।

অভিযোগগুলির জওয়াব

১ম অভিযোগ সম্পর্কে সর্বপ্রথমে নিয়াযী ছাহেবের নিকট জিজ্ঞাস্য যে, 'নাজদী দ্বীন'-এর পরিচয় কি? তার চৌহদ্দীই বা কি?

যদি তার এ কথার উদ্দেশ্য শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব নাজদীর সংস্কার আন্দোলন ও দ্বীন পুনরুজ্জীবিতকরণের দাওয়াত হয় এবং তা দ্বারা শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)-এর প্রভাবিত হওয়াকে বুঝায়, তাহ'লে প্রথমতঃ তার দাওয়াতে শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)-এর প্রভাবিত হওয়াটা কোন অপরাধ নয়। কেননা মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাবের দাওয়াত কুরআন ও হাদীছের নির্ভেজাল দাওয়াত থেকে মোটেও পৃথক কোন দাওয়াত ছিল না। মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব শরী'আত বিরোধী রসম-রেওয়াজ, নানাবিধ বিদ'আত, কবরপূজা এবং সমজাতীয় অন্যান্য অনৈসলামী আক্বীদা ও আমলের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন। তিনি মুসলিম উম্মাহকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগের খাঁটি ও নির্ভেজাল দ্বীনের দিকে ফিরে আসার দাওয়াত দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ ঐতিহাসিকভাবে শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)-এর নাজদী দাওয়াতে প্রভাবিত হওয়ার কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেননা তারা সমসাময়িক ছিলেন না। মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাবের সময়কাল ছিল ১১১৫ হিজরী থেকে ১২০৬ হিজরী পর্যন্ত এবং হযরত শাহ শহীদের সময়কাল ছিল ১১৯৩ হিজরী থেকে ১২৪৬ হিজরী পর্যন্ত। শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাবের মৃত্যুর সময় শাহ শহীদের বয়স ছিল মাত্র নয় বছর। পরিচিত অর্থে এ বয়সকে সমসাময়িকতা ও শিক্ষালাভ কাল বলা চলে না।

* *পাকিস্তান কেন্দ্রীয় শারঈ আদালতের আজীবন উপদেষ্টা, প্রখ্যাত আহলেহাদীছ আলেম, লেখক ও গবেষক; সাবেক সম্পাদক, সাপ্তাহিক আল-ই'তিছাম, লাহোর, পাকিস্তান।*

** *ঝিনাইদহ।*

উপরন্তু সে সময় এ যুগের মতো আমভাবে চিঠিপত্র ও বই-পুস্তক আদান-প্রদানের ব্যবস্থা ছিল না। এজন্যে এ কথাও বলার উপায় নেই যে, নাজদী আন্দোলনের সাহিত্য দ্বারা শাহ ইসমাঈল (রহঃ) প্রভাবিত হয়েছিলেন। হ্যাঁ এ কথা অবশ্যই ঠিক যে, ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাবের দাওয়াত ও সংস্কারের বুনিয়াদ ছিল যেমন কুরআন ও হাদীছ, ঠিক একইভাবে হযরত শাহ শহীদের দাওয়াতের ভিত্তিও ছিল এই দু'টি বস্তু। সেকারণ উভয়ের মৌলিক দাওয়াত ও চিন্তায় সাদৃশ্য থাকা খুবই স্বাভাবিক। কুরআন ও হাদীছ সম্পর্কে যারা অনবহিত তারা এখানে এসেই হোঁচট খান এবং ভুল করে বসেন। আমরা এক্ষেত্রে নিজেদের পক্ষ থেকে বেশী কিছু না বলে চারিদিকের খবর রাখেন এমন এক বিদগ্ধজন মাওলানা মাসউদ আলম নাদভী মরহূমের একটি বিশ্লেষণ তুলে ধরছি। এমনি ধরনের এক ভুল ভাঙাতে এ বিশ্লেষণ তিনি করেছিলেন। তিনি বলেন,

'নাজদী আন্দোলন বা শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব নাজদী (১১১৫-১২০৬ হিঃ)-এর তাওহীদের দাওয়াতের কেন্দ্রবিন্দু ছিল কেবল সেই দু'টি পবিত্র বস্তু, যাকে আমরা কিতাব ও সুন্নাহ নামে স্মরণ করি। শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব নাজদী (রহঃ) ছিলেন হযরত শাহ অলিউল্লাহ দেহলভীর (১১১৪-১১৭৬ হিঃ) সমসাময়িক। দু'জনেই দু'-চার বছর আগে-পিছে মসজিদে নববীতে শিক্ষালাভ করেছিলেন। দু'জনেই সময়ের অবর্ণনীয় প্রতিকূল অবস্থা দ্বারা জর্জরিত ছিলেন এবং দু'জনেই তা কাটিয়ে উঠতে একই ধরনের পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। অর্থাৎ দু'জনেই বিদ'আত ও কুসংস্কারের ময়লা-আবর্জনা থেকে দ্বীন ইসলামকে পরিচ্ছন্ন করার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। কিতাব ও সুন্নাতের নির্মল ঝর্ণাধারার দিকে আহ্বান জানাতেও দু'জন সমান ভাগীদার ছিলেন। গোঁড়া তাক্বলীদের শৃঙ্খল ভাঙতেও দু'জনে একই পথের পথিক ছিলেন।

এজন্য এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মূলনীতির দিক দিয়ে হিন্দুস্থানী ও নাজদী আন্দোলন এক ও অভিন্ন। এই অভিন্নতার কারণেই ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে এবং অনেকে সাইয়েদ আহমাদ ব্রেলভীর সংস্কার ও জিহাদ আন্দোলনের ঝাণ্ডা নাজদের তাওহীদী দাওয়াতের সাথে একাকার করে ফেলেছেন। প্রোপাগাণ্ডা এতটাই বিস্তার লাভ করে যে, হজ্জের সময়ে নাজদী প্রচারকদের সাথে সাইয়েদ ছাহেবের সাক্ষাৎ এবং তাদের প্রচারে প্রভাবিত হওয়ার কল্পকাহিনী মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। অথচ এসব কথার পিছনে পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকদের মস্তিষ্কপ্রসূত আবিষ্কার বৈ সত্য কিছু নেই। নাজদ ও হিন্দুস্থানের সংস্কার আন্দোলন স্ব স্ব স্থানে বৃদ্ধি লাভ করেছে এবং ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়েছে। হিন্দুস্থানের তাওহীদী দাওয়াত অর্থাৎ সাইয়েদ আহমাদ শহীদ (রহঃ) ও মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)-এর দাওয়াত শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব নাজদী (রহঃ)-এর দাওয়াত দ্বারা মোটেও প্রভাবিত হয়নি'।[১] তবে এই মৌলিক ঐক্য ও বাহ্যিক সাদৃশ্য সত্ত্বেও দুই আন্দোলনের মাঝে কিছু পার্থক্যও রয়েছে। স্থানীয় পরিবেশ-পরিস্থিতি ও স্বভাব-প্রকৃতির তারতম্য হেতু এতটুকু পার্থক্য না হয়ে যায় না'।

সামনে গিয়ে তিনি আরো লিখেছেন, 'এটাই সঠিক কথা যে, নাজদ ও ভারতের আন্দোলন এক নয়। তবে কিছু শাখা বা অমৌলিক বিষয়গত পার্থক্যের কারণে আমরা উভয়কে একে অপরের বিরোধীও মনে করি না। যখন তাওহীদের দাওয়াত দু'টি আন্দোলনেই মওজুদ রয়েছে এবং কিতাব ও সুন্নাতের অনুসরণে দু'পক্ষই দৃঢ়সংকল্প, তখন অমৌলিক বিষয়ের পার্থক্যকে এত গুরুত্ব দেওয়ার কি আছে? আমাদের নিকটে ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আমীর ছান'আনী (১০৯৯-১১৮২ হিঃ), হযরত শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (১১১৪-১১৭৬ হিঃ) ও শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব নাজদী (১১১৫-১২০৬ হিঃ) তিনজনই হিজরী দ্বাদশ শতাব্দীতে মুহাম্মাদী আদর্শের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন। তৎকালীন অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজে তারা আলোকবর্তিকার ভূমিকা পালন করেছেন। আপনি চাইলে তাদের 'মুজাদ্দিদ' বা সংস্কারকও বলতে পারেন। তারা সবাই আপন আপন পরিবেশে দ্বীনের পুনর্জাগরণ ঘটিয়েছেন। সুন্নাতে মুহাম্মাদীর নির্মল নিষ্কলুষ ঝর্ণাকে শিরক ও বিদ'আতের আবর্জনা থেকে পরিচ্ছন্ন করেছেন। এ সকল পবিত্রাত্মাদের গৃহীত পদক্ষেপ সমূহের ফলশ্রুতিতেই আজ আমরা নিঃসঙ্কোচে কিতাব ও সুন্নাতের নাম উচ্চারণ করছি। কুরআন-সুন্নাহ অনুসারে আমলকে আমাদের প্রতীক বা নিদর্শন বলতে পারছি। এই বুযর্গদেরই কাতারে আছেন তাদের থেকে উপকৃত ক্বাযী মুহাম্মাদ বিন আলী শাওকানী (১১৭৩-১২৫০ হিঃ), সাইয়েদ আহমাদ ব্রেলভী (১২০১-১২৪৬ হিঃ) ও মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল শহীদ দেহলভী (১১৯৩-১২৪৬ হিঃ)।

উম্মতের এসব সংস্কারকদের চেষ্টা-সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু ছিল একটাই। সকলেই ছিলেন রিসালাতের আলোর পতঙ্গ এবং কুরআন ও সুন্নাহ্র প্রেমিক। এখানে হয়তো কোথাও ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ্র রঙের প্রাধান্য ছিল, কোথাও হিন্দুস্থানী তাছাউওফের চিহ্ন থেকে গিয়েছিল, কোথাও তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়ার প্রশিক্ষণ চলছিল, কোথাও শাহাদাত লাভের তামান্না অগ্রাধিকার পাচ্ছিল, কেউ গোঁড়া তাক্বলীদের বিরুদ্ধে খোলা তরবারির অবস্থানে ছিলেন, কারো মধ্যম মেযাজ ফিক্বহ থেকে তাছাউওফ পর্যন্ত সব কিছুতে সমন্বয় করে চলার পক্ষপাতী ছিল। ঝোঁকের তারতম্যের দরুন এমনটা হয়ে থাকে। এটা কোন মৌলিক মতপার্থক্য নয়। মেযাজ ও মতাদর্শের এতটুকু মামুলী পার্থক্যের জন্য একদলকে অপর দলের বিরোধী বলা যায় না। আর এক আন্দোলন কিংবা দাওয়াতের সাথে যুক্তদের জন্য অন্য আন্দোলন কিংবা দাওয়াতের সাথে সম্পর্ক রক্ষা হারাম গণ্য করা যেতে পারে

১. *বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: 'আল-হারাকাতুল ওয়াহহাবিয়াতুল হিন্দিয়াতুস সিয়াসিয়াহ': আয-যিয়া, ৪র্থ বর্ষ ৮ম সংখ্যা; 'ওয়াহাবিয়াত এক দ্বীনী ওয়া সিয়াসী তাহরীক', আল-হেলাল, পাটনা, এপ্রিল-জুন, ১৯৩৭; সীরাতে সাইয়েদ আহমাদ শহীদ, পৃ. ২৩৭-২৪৩।*

না। একজন অলিউল্লাহী চিন্তাধারার অনুসারী ইমাম শাওকানী ও তার শিষ্যদের থেকে উপকৃত হ'তে পারেন। একজন নাজদী একজন অলিউল্লাহী চিন্তাধারার অনুসারীর ছাত্রত্ব অক্লেশে গ্রহণ করতে পারেন। অনুরূপভাবে একজন ইয়ামানী বিদ্যার লায়লার তালাশে নাজদের মরুবিয়াবানে ঠোক্কর খেয়ে বেড়ানোর কষ্ট সইতে পারেন। ইলম ও আমলের এই লেনদেনে লাভ ছাড়া লোকসানের কোন দিক তো আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। এ কথা আমাদের কোনক্রমেই বুঝে আসে না যে, একজন হিন্দুস্থানী যদি কোন ইয়ামানী কিংবা নাজদী আলেমের ছাত্রত্ব গ্রহণ করেই থাকেন, তবে তাকে কেন এত অভিশপ্ত ও ঘৃণ্য গণ্য করতে হবে? ইসলাম কি এহেন সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও ভৌগলিক সীমাবদ্ধতার শিক্ষা দেয়?[২]

মোটকথা মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)-এর চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি নাজদী আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত ছিল বলে যে দাবী তোলা হয়, তার পিছনে ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত কোন প্রমাণ নেই। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)-এর জিহাদ আন্দোলন এবং শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহঃ)-এর তাওহীদ কেন্দ্রিক দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল কুরআন ও হাদীছ। উভয় আন্দোলনের মাধ্যমে মানুষ তাওহীদের প্রকৃত পরিচয় জানতে পেরেছে। শিরক ও বিদ'আত থেকে তওবা করে ইসলামের মূল রূপে ফিরে আসতে পেরেছে। কুরআন ও হাদীছের সাথে তাদের একাত্মতা ও সংযোগ মযবুত হয়েছে।

২য় অভিযোগ : তিনি নবী (ছাঃ)-এর পবিত্র সত্তার উপর হামলা করেছিলেন। আমরা মনে করি, ইসলামের ইতিহাসের এক মহান মনীষী ও মর্যাদাবান ব্যক্তিত্ব, যার আন্দোলন ও রচনাবলী থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ হেদায়াতের আলো পেয়েছেন, তাঁকে নবী (ছাঃ)-এর শানে অভদ্র আচরণকারী আখ্যা দেওয়া ইতিহাসের জঘন্যতম মিথ্যাচার। হযরত শাহ শহীদ (রহঃ)-এর এই মযলূম অবস্থা সম্পর্কে মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদভীর মুক্তবর্ষী কলমে রক্তঝরা যে কথা উঠে এসেছে আমরা এখানে সেটা তুলে ধরছি।-

'মাওলানা (শাহ ইসমাঈল শহীদ)-এর অন্যান্য মাহাত্ম্য এক পাশে থাক, কিন্তু তার শাহাদাত লাভ তো একটি স্বীকৃত বিষয়। আর শহীদগণ যে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে ক্ষমাপ্রাপ্ত তাও স্বীকৃত বিষয়। অথচ ১২৪৬ হিজরীর ২৪শে যুলক্বা'দাহ থেকে আজ পর্যন্ত কমবেশী ১৩৬ বছরের (বর্তমানে প্রায় ২০০ বছর) দীর্ঘ সময় ধরে সম্ভবতঃ এমন একটা সকালও যায়নি, যেদিন ইসলামের এই শহীদের নামে 'কাফের ও পথভ্রষ্ট' বলে ফৎওয়া প্রকাশ পায়নি। অভিশাপ ও গালাগালির কোন শব্দ তাকে লক্ষ্য করে বর্ষিত হয়নি। ফিক্বহ ও ফৎওয়ার এমন কোন দলীল নেই যা তাকে 'কাফের' সাব্যস্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়নি। তিনি আবু জাহল, আবু লাহাবের চাইতেও ইসলামের বড় দুশমন, খারেজী ও মুরতাদদের চাইতেও বেশী ধর্মচ্যুত, ইসলাম থেকে খারিজ এবং ফেরাউন ও হামানের চাইতেও জাহান্নামের বেশী উপযুক্ত, কুফর ও গুমরাহীর প্রতিষ্ঠাতা, বেআদব ও অভদ্রদের দলনেতা, নাজদী শায়েখের মুক্বাল্লিদ ও শিষ্য ইত্যাদি ইত্যাদি বিশেষণ তার নামে অহরহ আরোপ করা হয়েছে এবং হচ্ছে। এসব ফৎওয়াবাযী ও গালাগালি তারা করেছেন, যাদের তুলতুলে শরীরে আজ অবধি আল্লাহ্র জন্য একটা কাঁটার আঁচড় লাগেনি, আল্লাহ্র পথে চলতে গিয়ে পায়ে একটা কাঁটা পর্যন্ত বিঁধেনি, সত্যিকার অর্থে ইসলামের খেদমত করতে গিয়ে এক বিন্দু ঘাম ঝরানোর সৌভাগ্য হয়নি। রক্ত ঝরানোর কথা আর কি বলব! এসব কথা তারাই বলেছেন, যাদের মা-বোন-বেটির ইয্যত রক্ষার্থে তিনি তার মাথা তলোয়ারের নিচে পেতে দিয়েছিলেন। এই কি ছিল তার অপরাধ? দুনিয়াতে এর চাইতে বড় কোন অকৃতজ্ঞতার নযীর আছে কি?

যে সময়ে পাঞ্জাবে মুসলমানদের দ্বীন-ঈমান, জান-মাল, ইয্যত ও আব্রু নিরাপদ ছিল না, শিখরা মুসলিম নারীদের ধরে ধরে এনে নিজেদের শয্যাসঙ্গিনী করছিল, মসজিদগুলোর বেইয্যতী করা হচ্ছিল এবং সেগুলিকে ঘোড়ার আস্তাবলে পরিণত করা হচ্ছিল, সে সময়ে ইসলামের এই দাবীদারদের ঈমানী উত্তেজনা ও ইসলামী ক্ষোভ কোথায় ছিল'?[৩]

হযরত শাহ শহীদ (রহঃ)-এর বিরোধিতাকারী, তার সঙ্গে শত্রুতাকারী এবং তার নামে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে অভদ্রতার অপবাদ দানকারীদের দৈর্ঘ-প্রস্থ ও চৌহদ্দী তো আপনাদের জানা হয়ে গেল। এখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে তথাকথিত অভদ্রতাকারী সেই মানুষটির (অর্থাৎ হযরত শাহ শহীদ-এর) আক্বীদা ও ভালবাসার কিছু নমুনাও দেখুন, যা তিনি উর্দূ ও ফার্সী ভাষায় তার রচিত প্রশস্তিগাথায় রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি নিবেদন করেছেন। হযরত শাহ শহীদ (রহঃ) তার উর্দূ মছনবী 'সালকে নূর' বইয়ে আল্লাহ্র প্রশংসার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রশংসায় বলেন,

خصوصا جو اکمل انسان ہے + وہ سارے صحیفوں کا عنوان ہے
وہ انسان اکمل ہے سنتے ہو کون + ہوئے مفتخر جس سے یہ دونوں کون
نبی البرایا رسول کریم + نبوت کے دربار کا دُرِّ یتیم
حبیب خدا سیّد المرسلین + شفیع الوری ہادیٔ راہ دین
محمد ہے نام اس کا احمد لقب + بیاں ہو سکے منقبت اسکے کب
دل اس کا جو ہے مخزن سرِّ غیب + مبرّا خطا سے ہے بے شک وریب
زبان اس کی ہے ترجمانِ قدم + ہوا باغ دین جس سے رشک اِرم
بظاہر ہے جو مقطع انبیاء + حقیقت میں ہے مطلع اصفیاء

(১) 'বিশেষত যিনি পূর্ণতম মানব; যিনি সকল গ্রন্থের শিরোনাম (২) সেই পূর্ণতম মানব শুনেছ কি তিনি কে? ইহ-পরকাল যার গর্বে গর্বিত হয়েছে তিনি কে? (৩) সৃষ্টিকুলের নবী,

২. *মাওলানা সিন্ধী আওর উন কে আফকার ও খিয়ালাত পর এক নযর, পৃ. ১০২-১০৯, পাটনা, ইণ্ডিয়া।*

৩. *সীরাতে সাইয়েদ আহমাদ শহীদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫১-৪৫২।*

রাসূলে করীম, নবুঅতের দরবারের অতুল্য মুক্তা (৪) আল্লাহ্র হাবীব, নবীকুলের সরদার, মাখলূকের সুফারিশকারী, দ্বীনের পথপ্রদর্শক (৫) মুহাম্মাদ তাঁর নাম, আহমাদ তাঁর লকব। তাঁর মর্যাদার বর্ণনা শেষ হ'তে পারে কবে? (৬) হৃদয় তাঁর অদৃশ্য রহস্যের ভাণ্ডার; সকল দোষ-ত্রুটি থেকে তিনি মুক্ত, তাতে নেই কোন দ্বিধা-সংশয়। (৭) তাঁর জিহ্বা মহান আল্লাহ্র ভাষ্যকার, দ্বীনের বাগিচা যাঁর জন্য হ'ল ঈর্ষাতুর। (৮) বাহ্যিক ভাবে তিনি শেষনবী, বাস্তবে তিনি সাধকদের প্রেরণা উৎস'।

ফার্সী ভাষায় তাঁর এমনই এক দীর্ঘ কবিতা রয়েছে, যা একান্ত ভাবেই কেবল নবী করীম (ছাঃ)-এর প্রশংসায় নিবেদিত।

হযরত শাহ শহীদ (রহঃ)-এর এ সকল উর্দূ ও ফার্সী রচনা 'সমগ্র' আকারে মুদ্রিত হয়েছে, যা পড়ে দেখা যেতে পারে।[৪]

নবী করীম (ছাঃ)-এর পবিত্র শানে যিনি এহেন ভক্তির অর্ঘ এবং ভালবাসার ডালি উপহার দিতে পারেন, তাকেই নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে বেআদবী ও গোস্তাখী করার দায়ে দায়ী করা হঠকারিতা ও নির্লজ্জতার নিকৃষ্টতম বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কবির ভাষায়-

شرم تم کو مگر نہیں آتی

'তারপরও তো তোমাদের শরম আসে না'!

৩য় অভিযোগ : ১২৪৮ হিজরীতে তাঁর সাথে বিতর্ক সভার কথা বলা হয়েছে। অথচ হযরত শাহ শহীদ (রহঃ) ১২৪৬ হিজরীতে শাহাদাতের পেয়ালা পান করেছিলেন। অথচ তার উপর এ ধরনের যুলুম করা হয়েছে এবং এখনও অব্যাহত আছে। তার লেখা আগে-পিছে কেটে-ছেঁটে নিজেদের মর্যি মতো ভ্রান্ত অর্থ করা হচ্ছে। ওলামায়ে কেরাম বিভিন্ন গ্রন্থে তাদের এহেন কদর্য আচরণ পরিষ্কার ভাষায় বর্ণনা করেছেন। যেমন, আকমালুল বায়ান ফী তায়ীদে তাক্বিয়াতিল ঈমান, তাহযীরুন্নাস মিন শার্রিল খান্নাস (কলকাতা থেকে প্রকাশিত), ছিয়ানাতুল ইনসান 'আন লাম্মাতিশ শায়ত্বান (মাতবা' আহমাদী, ১৩০৩ হিজরী), 'হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ আওর মু'আনিদীনে আহলে বিদ'আত কে এলযামাত' প্রভৃতি গ্রন্থে এ প্রচেষ্টা দেখা যেতে পারে। যাতে অপবাদ দানকারীদের সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ ও জাল-জোচ্চুরির পর্দা খুব ভালভাবে উন্মোচন করা হয়েছে। তাদের দলীল-প্রমাণ ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া হয়েছে এবং বিদ'আতীদের বেলুন থেকে সমস্ত হাওয়া বের করে দেওয়া হয়েছে। ফালিল্লাহিল হামদ, সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য।

৪র্থ. ইংরেজদের সহযোগিতার অভিযোগ : এটি সত্য হ'লে প্রশ্ন দাঁড়ায়, এত বড় জিহাদ আন্দোলন তাহ'লে কাদের বিরুদ্ধে ছিল? ইংরেজরাই বা এ আন্দোলনের সাথে জড়িত ছাদেকপুরী আলেমকুল ও অন্যান্য মুজাহিদদের সাথে যেরূপ আচরণ করেছিল তা কেন করেছিল?[৫] কোন গভর্ণমেন্ট কি তার অনুগত ও সাহায্যকারীদের শিরচ্ছেদ করে? তাদের কি জেলখানায় পুরে কষ্ট দেয়? তাদের সহায়-সম্পত্তি ধ্বংস ও বাযেয়াফ্ত করে? তাদেরকে উত্যক্ত ও হয়রানি করার জন্য বিভিন্ন মিথ্যা মামলায় ফাঁসায়? রাষ্ট্রের অনুগতদের কি এমন অবস্থা হয়, যা ইংরেজ শাসনামলে ঐ মুজাহিদদের হয়েছিল? তাদেরকে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়েছিল, সাগর পার করে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল, বুলডোজার দিয়ে সহায়-সম্পত্তি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের জীবিকার পথ রুদ্ধ করা হয়েছিল।

১৮৬৪-১৮৭১ সাল পর্যন্ত সাত বছরে বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের অজুহাতে তাদের নামে পাঁচটি বড় মামলা দায়ের করা হয়েছিল। যাতে হাযার হাযার মুজাহিদকে নানাবিধ সাজা দেওয়া হয়েছিল। ১৮৬৩ সালে আম্বালায় ইংরেজ সৈন্য ও মুজাহিদদের মধ্যে তুমুল সম্মুখ যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধের প্রেক্ষিতে এবং মোকদ্দমা ও অন্যান্য কারণে ধর-পাকড় কালে মুজাহিদদের উপর অত্যাচার ও নির্যাতনের যে তাণ্ডব চলেছিল, সেই বেদনাবিধুর কাহিনী যে কেউ পড়লে বা শুনলে ভয়ে ও বেদনায় তার গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে। নিজেকে সংবরণ করা মুশকিল হয়ে পড়ে। এগুলি ছিল মুজাহিদদের সেই অনমনীয় দৃঢ়তা ও অতুলনীয় সাহসের পরাকাষ্ঠা, যা তারা জিহাদের জাযবা এবং আল্লাহ্র বাণীকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে সহ্য করেছিলেন। এত কষ্টের পরেও তাদের মধ্যে কোন ভাবান্তর দেখা দেয়নি, মানসিক শক্তি অবদমিত হয়নি। তাদের উৎসাহে কোন ভাটা পড়েনি। কবি বলেন,

بنا کردند خوش رسمے بخاک وخون غلطیدن

خدا رحمت کند ایں عاشقانِ پاک طینت را

'রক্তে-মাটিতে গড়াগড়ি যাওয়ার এক সুন্দর রেওয়াজের বুনিয়াদ তারা গড়েছিলেন। পাক-পবিত্র স্বভাবের এই প্রেমিকজনদের উপর মহান আল্লাহ রহম করুন'।

তাজ্জবের বিষয় যে, আজকের এই দল, যারা এখন ইসলামের ঐ মহান মুজাহিদদেরকে ইংরেজদের ভক্ত প্রমাণ করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছেন, তারা ঐ যুগে কেন আবির্ভূত হননি? তাহ'লে এই দল ইংরেজদের বুঝাতে পারতেন যে, রে মূর্খের দল, দুশমন মনে করে যাদের উপর তোমরা যুলুম-অত্যাচারের স্টীম রোলার চালাচ্ছ তারা তো আসলে তোমাদের অনুগত ভক্ত! তাহ'লে বেচারারা ইংরেজদের যুলুম থেকে তো অন্তত রক্ষা পেতেন!

আবার জিহাদ আন্দোলনের ফলে ইংরেজ সরকারের কি বিপদ হ'তে পারে, তা কতদূর গড়াতে পারে এবং হিন্দুস্থানী প্রজা সাধারণের মনোভাব কোন দিকে যেতে পারে, তা যাচাই ও তদন্তের জন্য তৎকালীন ইংরেজ সরকার তাদেরই একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়োগ দিয়েছিলেন। সেই রিপোর্টই 'দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান্স' নামে উইলিয়াম হান্টার গ্রন্থাকারে উপস্থাপন করেছেন। আমাদের উক্ত দলের কথা মতো জিহাদ আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে এ তদন্তও তো তাহ'লে এক আজীব ও নিষ্ঠুর তামাশা হবে।

৪. *মাজমূ'আ কালামে শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ), তারেক একাডেমী, ফয়ছালাবাদ, পাকিস্তান।*

৫. *'হিন্দুস্তান কী পহেলী ইসলামী তাহরীক' গ্রন্থে এর বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।*

ঐ রিপোর্টেও কিন্তু জিহাদ আন্দোলনের সাথে জড়িত ওহাবীদেরকে বার বার রাষ্ট্রবিরোধী ও বিদ্রোহী বলা হয়েছে এবং অবশিষ্ট সকল শ্রেণী ও মাযহাবের মুসলিমদের অনুগত ভক্ত বলা হয়েছে। কিন্তু একশত বছর পরে এসে আজ আবিষ্কার হ'ল যে, ইংরেজদের এই বিশেষ প্রতিনিধির চোখে দেখা রিপোর্টও ভুল ছিল এবং উইলিয়াম হান্টার যাদের ইংরেজদের একক দুশমন, বিদ্রোহী ও বিরোধী বলেছিলেন তারা আসলে ছিল ইংরেজভক্ত!

কবি কতই না সত্য বলেছেন,

خرد کا نام جنوں رکھ دیا اور جنوں کا خرد

جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

'বুদ্ধিমানের নাম দিলেন পাগল, আর পাগলের নাম দিলেন বুদ্ধিমান। আপনার ক্যারিশম্যাটিক সৌন্দর্য যেভাবে ইচ্ছা যাহির করুন'।

৫ম ও ৬ষ্ঠ অভিযোগ : দেওবন্দী আলেমগণও ঐ একই সময় থেকে ইংরেজদের সহযোগিতা করা শুরু করেন এবং ইংরেজরা দুই শ্রেণীকেই তাদের স্বার্থে ব্যবহার করেছিল বলে যে অভিযোগ আনা হয়েছে সেক্ষেত্রে দেওবন্দী আলেমদের বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ সঠিক কি-না তা তারাই স্পষ্ট করবেন। তবে এতটুকু কথা অবশ্যই বলব যে, ঐ সময়ে 'ওলামায়ে দেওবন্দ' নামে আদতে কোন বস্তু ছিল না। দেওবন্দ মাদ্রাসার ভিত্তি স্থাপি ত হয়েছে ১৮৬৭ সালে। মাদ্রাসার একটা অবস্থান তৈরি হওয়া এবং তার সাথে জড়িতদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার লাভের জন্যও তো একটা সময় প্রয়োজন। যেখানে শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) ১৮৩১ সালে শাহাদাতের পেয়ালা পান করলেন, সেখানে ইংরেজরা কিভাবে শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) ও দেওবন্দী আলেমদের একই সময়ে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছিল তা বোধগম্য নয়। অভিযোগ আরোপকালে একটু হলেও তো আল্লাহ্র ভয়ে হুঁশ করে কথা বলা উচিত ছিল।

অভিযোগকারী যদি জিহাদ আন্দোলন দ্বারা শিখদের সাথে মুজাহিদদের সংঘর্ষের প্রতি ইঙ্গিত করেন এবং বুঝাতে চান যে, ইংরেজরা তাদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য পরস্পরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে উস্কে দিয়েছিল এবং মুজাহিদরা ইংরেজদের পলিসি অনুসারে শিখদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল, তাহ'লে সে কথাও ঐতিহাসিকভাবে সম্পূর্ণ ভুল। যারা সত্যকে বিকৃত করছেন এবং শাহ ইসমাঈল শহীদের বইয়ের ভাষা কাট-ছাঁট করে এসব কিছু প্রমাণের চেষ্টা করছেন তাদের আসল উদ্দেশ্য যে কি, তা মাওলানা গোলাম রসূল মেহের, মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদভীসহ আরো অনেকে পরিষ্কার করেছেন। সংবাদপত্রের পাতা এ আলোচনার জন্য যথেষ্ট নয়। উক্ত দু'জন মনীষী স্পষ্ট করেছেন যে, জিহাদ আন্দোলন ছিল একান্তভাবেই ইংরেজ কাফেরদের বিরুদ্ধে এবং খাঁটি ইসলামী সালতানাত প্রতিষ্ঠার জন্য। অন্য কোন উদ্দেশ্য মুজাহিদদের সামনে ছিল না।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্ত)

নববী চিকিৎসা পদ্ধতি

*-ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী**

(আগস্ট'২১ সংখ্যার পর)

খ. মধু দ্বারা চিকিৎসা :

ইতিপূর্বে ডায়রিয়ার চিকিৎসা ও বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক হিসাবে মধুর ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষণে মধু দ্বারা আর কোন্ কোন্ রোগের চিকিৎসা করা যায়, সে সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হ'ল।-

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الشِّفَاءُ فِى ثَلاَثَةٍ شَرْبَةِ عَسَلٍ، وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ، وَكَيَّةِ نَارٍ، وَأَنْهَى أُمَّتِى عَنِ الْكَىِّ. 'রোগমুক্তি রয়েছে তিনটি জিনিসে- মধু পানে, শিঙ্গা লাগানোতে এবং আগুন দিয়ে দাগ দেওয়াতে। আর আমি আমার উম্মতকে আগুন দিয়ে দাগ দিতে নিষেধ করছি'।[১]

মধুর মধ্যে রোগ নিরাময় ক্ষমতা আছে একথা আল্লাহ তা'আলা এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন।[২] কিন্তু মধু দিয়ে কোন্ কোন্ রোগের চিকিৎসা করা যায় সে বিষয়ে কুরআন-হাদীছে বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখিত হয়নি। চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, ডায়রিয়া ছাড়াও মধু দিয়ে নিম্নোক্ত রোগ সমূহের চিকিৎসা করা যায়।

সর্দি, কাশি ও স্বরভঙ্গ : চায়ের সঙ্গে মধু ও আদার রস (১ চামচ মধু, ১ চামচ আদার রস) মিশিয়ে খেলে সর্দি ও শ্লেষ্মার উপশম হয়। দুই চা চামচ মধু ও সমপরিমাণ বাসকপাতার রস মিশিয়ে খেলে সর্দি ও কাশি সেরে যায়।

তুলসী পাতার রস এক চা চামচ ও সমপরিমাণ মধু মিশিয়ে খেলে অল্প সময়ের মধ্যেই কাশি দূর হয়। সৈন্ধব লবণ, আমলকী, পিপুল, মরিচ ইত্যাদির সঙ্গে সমপরিমাণ মধু মিশিয়ে এক চা চামচ করে খেলে কফ ও স্বরভঙ্গ ভাল হয়। মধুর সঙ্গে হরিতকীর চূর্ণ মিশিয়ে চেটে খেলে শ্বাসকষ্টে দ্রুত উপকার পাওয়া যায়।

২ চা চামচ মধু ১ গ্লাস গরম দুধের সঙ্গে সকালে ও সন্ধ্যায় খেলে সর্দি-কাশি দূর হয়। হাল্কা গরম পানি সহ মধু মিশিয়ে গড়গড়া করলে গলার স্বর বৃদ্ধি পায়।

আমাশয়ে মধু : রক্তমিশ্রিত পায়খানা, তৈলাক্ত পায়খানা এবং সঙ্গে পেট কামড়ানি থাকলে তাকে আমাশয় বলে। কচি বেল ও আমগাছের কচি চামড়া (বাকল) বাটার সঙ্গে গুড় ও মধু মিশিয়ে খেলে আমাশয় ভালো হয়ে যায়। কুল বা বরই গাছের ছাল চূর্ণের সঙ্গে মধু মিশিয়ে খেলে আমাশয় ভাল হয়। ৫০০ গ্রাম আতপ চাল ভেজে গুঁড়া করে এর সঙ্গে ১২৫ গ্রাম ঘি, ২৫০ গ্রাম খাঁটি মধু, ১২৫ গ্রাম চিনি এবং ২০টি সবরি কলা ভালভাবে মিশিয়ে (চটকে) জ্বাল দিয়ে খাবার উপযোগী করে ৩/৪ দিন নিয়মিত খেলে সব ধরনের আমাশয় নিরাময় হয়। আমাশয় ও পাতলা পায়খানা হ'লে গরম পানিতে আড়াই চা চামচ মধু মিশিয়ে শরবত বানিয়ে বারবার সেবন করতে হবে।

শিশুদের দৈহিক গড়ন, রুচি বৃদ্ধি, ওযন বৃদ্ধি ও পেট ভাল রাখার জন্য প্রত্যহ এক চা চামচ মধু গরম দুধ ও গরম পানির সঙ্গে নাশতা ও রাতের খাবারের সঙ্গে দিতে হবে।

প্রতিদিন হাতের তালুতে অল্প পরিমাণ মধু নিয়ে চেটে খেলে হৃদরোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। জার্মান হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ড. ইকচ বলেছেন, 'উপযুক্ত ঘাস খেয়ে ঘোড়া যেমন তেযী হয়, তেমনি নিয়মিত সকালে এক চা চামচ করে খাঁটি মধু খেলে হৃৎপিণ্ড শক্তিশালী হয়।

কোষ্ঠকাঠিন্য থাকলে এক গ্লাস গরম দুধ বা গরম গানিতে ২ চা চামচ মধু মিশিয়ে কয়েকবার খেতে হবে।[৩]

গ. কালোজিরা দ্বারা চিকিৎসা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কালোজিরা মৃত্যুছাড়া সকল রোগের মহৌষধ।[৪] কালোজিরা সকল রোগের প্রতিষেধক হ'লেও চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ এখনো পর্যন্ত সকল রোগে কালোজিরার প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত হ'তে পারেননি। তবে গবেষণার মাধ্যমে যেসব রোগের চিকিৎসায় কালোজিরার প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। সেগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

মাথা ব্যথা : মাথা ব্যথায় কপালে, উভয় চিবুকে ও কানের পার্শ্ববর্তী স্থানে দৈনিক ৩-৪ বার কালোজিরার তেল মালিশ করুন। তিন দিন খালি পেটে এক চা চামচ করে তেল পান করুন উপকার পাবেন।

স্নায়ুবিক দুর্বলতা : কালোজিরা চূর্ণ ও অলিভ অয়েল ৫০ গ্রাম হেলেঞ্চার রস ও ২০০ গ্রাম খাঁটি মধু এক সঙ্গে মিশিয়ে সকালে খাবারের পর এক চামচ করে খেলে স্নায়ুবিক দুর্বলতায় উপকার হবে।

চুলপড়া : লেবু দিয়ে সম্পূর্ণ মাথার খুলি ভালোভাবে ঘষুন। ১৫ মিনিট পর শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলুন ও ভালোভাবে মাথা মুছে ফেলুন। তারপর মাথার চুল ভালোভাবে শুকানোর পর সম্পূর্ণ মাথার খুলিতে কালোজিরার তেল মালিশ করুন। এতে এক সপ্তাহেই চুলপড়া কমে যাবে।

কফ ও হাঁপানী : বুকে ও পিঠে কালোজিরার তেল মালিশ করুন। এক্ষেত্রে হাঁপানীতে উপকারী অন্যান্য মালিশের সঙ্গে এটি মিশিয়েও নেয়া যেতে পারে।

স্মৃতিশক্তি বাড়ে ও অ্যাজমায় উন্নতি ঘটে : এক চামচ মধুতে একটু কালোজিরা দিয়ে খেলে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায়। হালকা উষ্ণ পানিতে কালোজিরা মিলিয়ে ৪৫ দিনের মতো খেলে অ্যাজমা সমস্যার উন্নতি ঘটে।

ডায়াবেটিস : কালোজিরার চূর্ণ ও ডালিমের খোসা চূর্ণ মিশ্রণ এবং কালোজিরার তেল ডায়াবেটিসে উপকারী।

---

* মুহাদ্দিছ, বেলটিয়া কামিল মাদ্রাসা, সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

১. বুখারী হা/৫৬৮১, ৫৬৮০, ৫৬৮৩; মুসলিম হা/২২০৫।

২. সূরা নাহল ৬৯; বুখারী হা/৫৬৮১।

৩. কৃষিবিদ মো. সিরাজুল ইসলাম, মধু : গুণাগুণ ও উপকারিতা, কৃষিতথ্য সার্ভিস, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

৪. বুখারী হা/৫৬৮৭, ৫৬৮৮; মুসলিম হা/২২১৫; ইবনু মাজাহ হা/৩৪৪৭।

মেদ ও হৃদরোগ : চায়ের সঙ্গে নিয়মিত কালোজিরা মিশিয়ে অথবা এর তেল মিশিয়ে পান করলে হৃদরোগে যেমন উপকার হয়, তেমনি মেদ কমে যায়।

অ্যাসিডিটি ও গ্যাস্ট্রিক : এক কাপ দুধ ও এক টেবিল চামচ কালোজিরার তেল দৈনিক তিনবার ৫-৭ দিন সেবন করলে গ্যাস্ট্রিক কমে যাবে।

উচ্চ রক্তচাপ : গরম পানী বা গরম খাদ্য বা ভাত খাওয়ার সময় কালোজিরার তেল অথবা ভর্তা খেলে রক্তচাপ স্বাভাবিক থাকবে।

জ্বর : সকাল-সন্ধ্যায় লেবুর রসের সঙ্গে এক টেবিল চামচ কালোজিরা তেল পান করুন।

স্ত্রীরোগ : প্রসব ও ভ্রূণ সংরক্ষণে কালোজিরা, মৌরী ও মধু দৈনিক ৪ বার খান। নারীর ঋতুস্রাবজনিত সমস্যায় কালোজিরা বাটা খেলে উপকার পাওয়া যায়।

সৌন্দর্য বৃদ্ধি : অলিভ অয়েল ও কালোজিরা তেল মিশিয়ে মুখে মেখে এক ঘণ্টা পর সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

বাত : পিঠে ও অন্যান্য বাতের বেদনায় কালোজিরার তেল মালিশ করুন।

দাঁত শক্ত করে : দই ও কালোজিরার মিশ্রণ প্রতিদিন দু'বার দাঁতে ব্যবহার করুন। এতে দাঁতে শিরশিরে অনুভূতি ও রক্তপাত বন্ধ হবে।

ফোঁড়া : কালোজিরায় রয়েছে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এজেন্ট, অর্থাৎ শরীরের রোগ-জীবাণু ধ্বংসকারী উপাদান। এই উপাদানের জন্য শরীরে সহজে ঘা, ফোঁড়া, সংক্রামক রোগ হয় না। তিলের তেলের সাথে কালোজিরা বাঁটা বা কালোজিরার তেল মিশিয়ে ফোঁড়াতে লাগালে ফোঁড়ার উপশম হয়।

ঘ. চন্দন কাঠ দ্বারা চিকিৎসা :

চন্দন কাঠ মানব স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী। এতে সাতটি রোগের চিকিৎসা রয়েছে।[৫] দুই ধরনের চন্দন কাঠ পাওয়া যায়। ভারতীয় চন্দন কাঠ[৬] ও সামুদ্রিক চন্দন কাঠ।[৭]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ يُسْتَعَطُ بِهِ مِنَ الْعُذْرَةِ، وَيُلَدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ 'তোমরা ভারতীয় চন্দন কাঠ ব্যবহার কর। কেননা তাতে সাতটি আরোগ্য রয়েছে। শ্বাসনালীর ব্যথার জন্য এর ধোঁয়া নাক দিয়ে টেনে নেয়া যায়, পাঁজরের ব্যথা বা পক্ষাঘাত রোগ দূর করার জন্যও তা ব্যবহার করা যায়'।[৮]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ وَقَالَ لاَ تُعَذِّبُوْا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ مِنَ الْعُذْرَةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْقُسْطِ– 'তোমরা যেসব জিনিস দিয়ে চিকিৎসা কর, সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হ'ল হিজামা তথা শিঙ্গা লাগানো এবং সামুদ্রিক চন্দন কাঠ। তিনি আরো বলেছেন, তোমরা তোমাদের বাচ্চাদের জিহ্বা তালু টিপে কষ্ট দিও না। বরং চন্দন কাঠ দিয়ে চিকিৎসা কর'।[৯]

চন্দনের উপকারিতা ও ব্যবহার : (১) শিশুদের নাভিতে অনেক সময় ঘা দেখা যায়। তখন শ্বেতচন্দন গুঁড়ো করে নাভিতে লাগালে ঘা শুকিয়ে যায়। (২) চোখের রোগে লালচন্দন ও দুধ দিয়ে মিশিয়ে চোখ ধুলে এই রোগ সেরে যায়। (৩) মাথার যন্ত্রণায় রক্তচন্দনের গুঁড়ো প্রলেপ দিলে উপকার পাওয়া যায়। রোগীর জ্বর হ'লে, গা ব্যথা, মাথার যন্ত্রণা একসাথে দেখা দিলে এই চন্দনের প্রলেপ দিতে হয়।

(৪) রক্তচন্দন, বাসকমূল, মুথা, গুলঞ্চ ও দ্রাক্ষা এদের ক্বাথ তৈরী করে শীতকালে পান করলে বসন্ত রোগ দূর হয়। (৫) যে কোন রকমের চর্মরোগ দেখা দিলে শ্বেতচন্দন ঘষে প্রলেপ দিলে চর্মরোগ দূর হয়। খোস, পাঁচড়া, চুলকানি প্রভৃতি রোগে চন্দনের তেল লাগালে এই রোগ সেরে যায়।[১০]

(৬) গ্রীষ্মকালে শরীরে স্নিগ্ধতা আনার জন্য ঘষা চন্দন ঠাণ্ডা পানিতে মিশিয়ে খেলে উপকার হয়, এটাতে পেটও ঠাণ্ডা থাকে। (৭) ঘাম বেশী হ'লে এই ঘষা চন্দনের সঙ্গে বেনামূল বেটে একটু কর্পূর মিশিয়ে গায়ে মাখলে উপকার হয়।

(৮) সাদা চন্দন গুড়ার সঙ্গে হলুদবাটা ও অল্প একটু কর্পূর মিশিয়ে অথবা চন্দন ও দুরহরিদ্রা একত্রে ঘষে মাখলে ঘামাচি মরে যায়। (৯) ২ বা ৩ মাসের শিশুর মাথায় এক ধরনের চাপড়া ঘা হয় সেক্ষেত্রে শুধু শ্বেতচন্দন ঘষা লাগিয়ে দিলে অচিরেই সেরে যায়। (১০) চন্দন ঘষা ও বেনামূলের ক্বাথ (প্রত্যেকবার ১০ থেকে ১২ গ্রাম হিসাবে) ব্যবহার করলে বুকের আকস্মিক শূল রোগ উপশম হয়।[১১]

ঙ. মাশরুম দ্বারা চিকিৎসা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ، 'মাশরুম (ছত্রাক) মান্নের অন্তর্ভুক্ত। এর পানি চোখের আরোগ্যকারী'।[১২] অন্য বর্ণনায় এসেছে, أَنَّ الْكَمْأَةَ مِنْ الْمَنِّ الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَمَاؤُهَا شِفَاءُ الْعَيْنِ، 'মাশরুম হ'ল মান্ন-এর অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ বনী ইসরাঈলের আহারের জন্য নাযিল করেছিলেন। এর নির্যাস চক্ষুরোগের নিরাময়'।[১৩]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কয়েকজন ছাহাবী তাঁকে বললেন, কাম'আত (মাশরুম) হ'ল যমীনের বসন্ত। তখন রাসূলুল্লাহ

৫. *বুখারী হা/৫৬৯২, ৫৭১৩; মুসলিম হা/২২১৪; আবূদাঊদ হা/৩৮৭৭।*
৬. *বুখারী হা/৫৭১৩; মুসলিম হা/২২১৪।*
৭. *বুখারী হা/৫৬৯৬; মুসলিম হা/১৫৭৭; আহমাদ হা/১২০৪৫।*
৮. *বুখারী হা/৫৬৯২, ৫৭১৩; মুসলিম হা/২২১৪; আবূ দাঊদ হা/৩৮৭৭।*
৯. *বুখারী হা/৫৬৯৬, ২১০২; মুসলিম হা/১৫৭৭।*
১০. *ayurplant. চন্দন গাছের উপকারিতা।*
১১. *আয়ুর্বেদাচার্য শিবকালী ভট্টাচার্য, চিরঞ্জীব বনৌষধি (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৮৩) ১/৮২-৮৪ পৃঃ।*
১২. *বুখারী হা/৪৪৭৮, ৪৬৩৯, ৫৭০৮; মুসলিম হা/২০৪৯; তিরমিযী হা/২০৬৬, ২০৬৭।*
১৩. *ইবনু মাজাহ হা/৩৪৫৪, সনদ ছহীহ।*

(ছাঃ) বললেন, الْكَمْأَةُ مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجْوَةُ مِنْ الْجَنَّةِ وَهِيَ شِفَاءٌ مِنْ السُّمِّ মাশরুম তো মান্ন সদৃশ। এটার পানি চক্ষু রোগের ঔষধ বিশেষ। আর 'আজওয়াহ' (খেজুর) জান্নাতী ফল, যা বিষ নাশক। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, আমি তিনটি অথবা পাঁচটি অথবা সাতটি মাশরুম দিয়ে তার রস নিংড়িয়ে একটি শিশির মধ্যে রাখলাম। অতঃপর আমার এক রাতকানা দাসীর চোখের মধ্যে সে পানি সুরমার সাথে ব্যবহার করলাম। তাতে সে আরোগ্য লাভ করল'।[১৪]

ইমাম নববী (রহঃ)-এর শারহু মুসলিমে এসেছে, বলা হয়ে থাকে, চোখের উত্তাপ হ'তে ঠাণ্ডা করার জন্য কেবলমাত্র মাশরুমের পানি আরোগ্য স্বরূপ। আর যদি অন্য অসুখের জন্য হয়, তবে এ পানির সাথে অন্য ঔষধ মিশানো যায়। চোখের অসুখের জন্য কেবল এ পানি ব্যবহার করা উপযোগী এটিই সঠিক কথা। আমিও আমার যুগের একজনকে দেখেছি, যার চোখের দৃষ্টি চলে যাওয়ার কারণে সুরমার সাথে এ পানি ব্যবহার করত, ফলে সে আরোগ্য লাভ করে, তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসে।[১৫]

মাশরুমের রয়েছে বিভিন্ন উপকারী দিক। বেশ কয়েক প্রজাতির মাশরুম মানুষ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে থাকে। মাশরুমে প্রচুর পরিমাণে শর্করা ও প্রোটিন জাতীয় খাদ্য উপাদান এবং নানা ধরনের খনিজ লবণ থাকে। নানা প্রকার ইস্ট জাতীয় ছত্রাক পাওরুটি, কেক, পনির ইত্যাদি তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন মাশরুম থেকে বিভিন্ন রকমের অ্যান্টিবায়োটিক (জীবাণু প্রতিরোধী) উৎপাদন করা হচ্ছে।

চ. মেহেদী পাতা দ্বারা চিকিৎসা :

মেহেদী সাধারণত মহিলাদের সাজসজ্জা ও পুরুষের চুল ও দাড়ি রাঙানোর কাজে ব্যবহৃত। কিন্তু এর অনেক ঔষধি গুণ রয়েছে যা অনেকেরই অজানা। আলী ইবনু ওবায়দুল্লাহ তার দাদী সালমা (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেছেন,

وَكَانَتْ تَخْدُمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ مَا كَانَ يَكُونُ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُرْحَةٌ وَلاَ نَكْبَةٌ إِلاَّ أَمَرَنِى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَضَعَ عَلَيْهَا الْحِنَّاءَ.

'তিনি (সালমা) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সেবা করতেন। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দেহে কোন তলোয়ার বা দা-এর আঘাতে ক্ষত হ'ত, তিনি তাতে মেহেদী লাগাতে আমাকে নির্দেশ দিতেন'।[১৬]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, كَانَ لاَ يُصِيبُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرْحَةٌ وَلاَ شَوْكَةٌ إِلاَّ وَضَعَ عَلَيْهِ الْحِنَّاءَ. 'নবী করীম (ছাঃ) কখনো আঘাত পেলে অথবা কাটাবিদ্ধ হ'লে তিনি আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে মেহেদী লাগাতেন'।[১৭]

সালমা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, مَا كَانَ أَحَدٌ يَشْتَكِى إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَجَعًا فِى رَأْسِهِ إِلاَّ قَالَ احْتَجِمْ وَلاَ وَجَعًا فِى رِجْلَيْهِ إِلاَّ قَالَ اخْضِبْهُمَا. 'কেউ মাথা ব্যথার অভিযোগ নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে আসলে তিনি বলতেন, শিঙ্গা লাগাও এবং পায়ের ব্যথার অভিযোগের ক্ষেত্রে বলতেন, মেহেদী পাতার রস লাগাও'।[১৮]

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) মেহেদী পাতার উপকারিতা সম্পর্কে 'আত-তিব্বুন নববী (ছাঃ)' গ্রন্থে লিখেছেন- ১. মেহেদী আগুনে পোড়া ক্ষতের জন্য বেশ উপকারী। ২. যদি কোন শিরা বা অঙ্গে মেহেদীর প্রলেপ দেওয়া হয়, তাহ'লে শিরার শক্তিতে সজীবতা আনে। ৩. যদি তা চাবানো হয়, তাহ'লে মুখের জখম ও দাঁতের মাড়ির ক্ষত উপশম হয়। ৪. জিহ্বার উপরিভাগের ক্ষত দূর করে। ৫. বিশেষত শিশুদের জিহ্বায় যে দানা দানা দেখা দেয়, তার জন্য মেহেদী খুবই উপকারী। ৬. ফোঁড়া ও যন্ত্রণাদায়ক আগুনের দগ্ধে মেহেদীর প্রলেপ দিলে স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ হয়। ৭. জখমে দামুল আখওয়াইন (এক প্রকার লাল আঠালো ঔষধ)-এর ন্যায় উপকার দেয়। ৮. মেহেদী ফুলের সাথে খাঁটি মোম এবং গোলাপের তৈল মিলিয়ে মালিশ করলে নিউমোনিয়া এবং পাঁজরের ব্যথা চলে যায়।[১৯]

ছ. সুরমা দ্বারা চোখের রোগের চিকিৎসা :

সুরমা (Kohl) ব্যবহারে চোখের দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায়। সুরমা ব্যবহারের দ্বারা চোখ পরিষ্কার হয়। চোখের খারাপ ও ক্ষতিকর পদার্থ বের করে দেয় এবং চোখে উজ্জ্বলতা নিয়ে আসে। এছাড়াও সুরমা চোখের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। আর ঘুমের আগে সুরমা ব্যবহারের আলাদা উপকারিতা রয়েছে। তখন সুরমা চোখে আবদ্ধ থাকে। সমস্ত চোখে ছড়িয়ে পড়ে। ঘুমন্ত অবস্থায় চোখ নড়াচড়া থেকে বিরত থাকে। সর্বপ্রকার ক্ষতি থেকে চোখ সুরক্ষিত থাকে। মানবপ্রকৃতি যথাযথভাবে নিজ কাজ সম্পন্ন করে। এছাড়াও 'ইছমিদ' সুরমার বিভিন্ন কার্যকারিতা আছে।[২০]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَإِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ: يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ، 'সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সুরমা হচ্ছে ইছমিদ। এটা দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে এবং চুল (ভ্রূ) গজায়'।[২১] অন্যত্র তিনি বলেন, عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ عِنْدَ النَّوْمِ، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ،

১৪. *তিরমিযী হা/২০৬৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৪৫৩; ইবনু শায়বা হা/২৩৬৯৬; মিশকাত হা/৪৫৬৯, সনদ ছহীহ।*
১৫. *মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৪৫৬৯ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।*
১৬. *তিরমিযী হা/২০৫৪; ইবনু মাজাহ হা/৩৫০২, সনদ ছহীহ।*
১৭. *ইবনু মাজাহ হা/৩৫০২; আহমাদ হা/২৭০৭০, সনদ হাসান।*
১৮. *আবুদাঊদ হা/৩৮৫৮; আহমাদ হা/২৭৬১৭; ছহীহাহ হা/২০৫৯; ছহীহুত তারগীব হা/৩৪৬১, সনদ হাসান ছহীহ।*
১৯. *আত-তিব্বুন নববী, ১৫০ পৃঃ।*
২০. *প্রাগুক্ত, ৪৩৪ পৃঃ।*
২১. *আবুদাঊদ হা/৩৮৭৮, ৪০৬১; ইবনু মাজাহ হা/৩৪৯৭; আহমাদ হা/২০৪৭, ২২১৯, ২৪৭৯, সনদ ছহীহ।*

وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ، ‘তোমরা ঘুমানোর সময় অবশ্যই ইছমিদ সুরমা ব্যবহার করবে। কেননা তা দৃষ্টিশক্তিকে প্রখর করে এবং চোখের পাতায় লোম গজায়’।[২২]

জ. উটের দুধ ও পেশাব দ্বারা চিকিৎসা :

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَنَّ نَاسًا اجْتَوَوْا فِى الْمَدِينَةِ فَأَمَرَهُمُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَلْحَقُوا بِرَاعِيهِ يَعْنِى الإِبِلَ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَلَحِقُوا بِرَاعِيهِ فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، حَتَّى صَلَحَتْ أَبْدَانُهُمْ، ‘কতকগুলো লোক মদীনায় তাদের প্রতিকূল আবহাওয়া অনুভব করল। তখন নবী করীম (ছাঃ) তাদের হুকুম দিলেন, তারা যেন তাঁর রাখাল অর্থাৎ তাঁর উটগুলোর নিকটে যায় এবং উটের দুগ্ধ ও প্রস্রাব পান করে। তারা রাখালের সাথে গিয়ে মিলিত হ’ল এবং উটের দুধ ও পেশাব পান করতে লাগল। অবশেষে তাদের শরীর সুস্থ হ’ল’।[২৩]

হাদীছে বর্ণিত লোকগুলো ছিল উরাইনা গোত্রের। তাদের শোথরোগ হয়েছিল। কারণ তাদের অভিযোগে এই শব্দগুলো ছিল,. إِنَّا اجْتَوَيْنَا الْمَدِينَةَ فَعَظُمَتْ بُطُونُنَا وَارْتَهَشَتْ أَعْضَاؤُنَا ‘বেদুইনরা বলল, ‘আমরা মদীনাতে থাকতে অপসন্দ করছি। (কারণ এখানকার পরিবেশে) আমাদের পেট ফেঁপে উঠছে। আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাঁপছে’।[২৪]

শোথ রোগকে ‘জলউদরী’ বা ‘পেটফোলা’ রোগও বলা হয়। এ রোগে জলীয় পদার্থ জমে শরীরের কোন অংশ ফুলে ওঠে। এটি লিভারকে তার কার্যসম্পাদনে অক্ষম করে দেয়, পেটের ভিতরের শিরাগুলি ফুলে ওঠে। ফলে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে।

এই রোগের প্রয়োজনীয় ওষুধ হ’ল, হাল্কা রেচক (জোলাপ) এবং মূত্রবর্ধক ওষুধ, যা দেহকে তরল পদার্থ থেকে মুক্ত করবে। এটা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান আছে উটের দুধ ও পেশাবে। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেই বেদুইনদেরকে উটের দুধ ও মূত্র পান করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। উটের দুধে হাল্কা রেচক ও মূত্রবর্ধক উপাদান থাকায় এটি বদ্ধ তরল পদার্থ পরিস্কার করে। জমাটবদ্ধ পদার্থ খুলে দেয়। প্রতিবন্ধকতা দূর করে দেহের উপশম করে। এর কারণ উট সাধারণত ঔষধি গাছ ও তৃণলতা খেয়ে থাকে। যেমন শিহ, কাইসুম, বাবুনাজা, উকহুয়ানা এবং ইজখির বা লেমন গ্রাস। এই উদ্ভিদ এবং তৃণলতাগুলো শোথরোগের জন্য উপকারী ওষুধ।[২৫]

শোথরোগ সাধারণত লিভার আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ। বিশেষত, লিভারে অত্যধিক রক্তজমাট হওয়ার কারণে এটি হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে উটের দুধ রক্ত জমাট হ’তে বাধা দেয়। কারণ এর মধ্যে এমন এক উপাদান রয়েছে, যা দেহের বিভিন্ন অঙ্গে জমা থাকা অপ্রয়োজনীয় তরল পদার্থগুলো বিক্ষিপ্ত করে দেয়।

ইমাম রাযী বলেন, উটনীর দুধ লিভারের ব্যথা প্রশমিত করে এবং মেজাযে ভারসাম্য রাখে। আল্লামা ইসরাঈলী (রহঃ) বলেন, উটনীর দুধ সবচেয়ে নরম, পাতলা ও খুব কম ঘনীভূত হয়। খাদ্য হিসাবে খুবই ন্যূনতম। এ কারণে এটা দেহের উদ্বৃত্তাংশ নরম করে পেটকে স্বাভাবিক করে তুলে এবং জমাটবদ্ধ পদার্থের বাঁধ খুলে দেয়। জৈবিক তাপ বেশী থাকার ফলে এতে সামান্য লবণাক্ততা রয়েছে। যার কারণে উটনীর দুধ লিভারের সর্বোত্তম ওষুধ বলে প্রমাণিত। প্লীহার কাঠিন্য বেশী পুরোনো না হ’লে উটনীর দুধ পানে তা নরম করা সহজ হয়ে যায়। এতে শোথরোগ থেকে আরোগ্য লাভ করা যায়।[২৬]

ঝ. ছাই দ্বারা চিকিৎসা

সাহল ইবনু সা‘দ আস-সাঈদী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত,

لَمَّا كُسِرَتْ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْبَيْضَةُ، وَأُدْمِىَ وَجْهُهُ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ، وَكَانَ عَلِىٌّ يَخْتَلِفُ بِالْمَاءِ فِى الْمِجَنِّ، وَجَاءَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُ عَنْ وَجْهِهِ الدَّمَ، فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ الدَّمَ يَزِيدُ عَلَى الْمَاءِ كَثْرَةً عَمَدَتْ إِلَى حَصِيرٍ فَأَحْرَقَتْهَا وَأَلْصَقَتْهَا عَلَى جُرْحِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَقَأَ الدَّمُ

তিনি বলেন, ‘যখন নবী করীম (ছাঃ)-এর মাথায় লৌহ শিরস্ত্রাণ চূর্ণ করে দেয়া হ’ল, আর তাঁর মুখমণ্ডল রক্তাক্ত হয়ে গেল এবং তাঁর রুবাঈ দাঁত ভেঙ্গে গেল, তখন ‘আলী (রাঃ) ঢাল ভর্তি করে পানি দিতে থাকলেন এবং ফাতেমা (রাঃ) এসে তাঁর চেহারা থেকে রক্ত ধুয়ে দিতে লাগলেন। ফাতেমা (রাঃ) যখন দেখলেন যে, পানি ঢালার পরেও অনেক রক্ত ঝরে চলছে, তখন তিনি একটি চাটাই নিয়ে এসে তা পোড়ালেন এবং নবী করীম (ছাঃ)-এর যখমের উপর ছাই লাগিয়ে দিলেন। ফলে রক্ত বন্ধ হয়ে গেল’।[২৭]

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) ‘আত-তিব্বুন নববী’ গ্রন্থে লিখেছেন, রক্ত বন্ধ করার জন্য এটি দ্রুত কার্যকরী। ছাই যদি স্বতন্ত্রভাবে অথবা সিরকার সাথে মিশিয়ে ‘নাসা’ রুগীদের নাকে ফুঁক দেওয়া হয়, তাহ’লে নাক দিয়ে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যায়।

‘কানূন ফিত তিব্ব’ গ্রন্থপ্রণেতা ইবনু সীনা (রহঃ) বলেন, ‘বারদি’ রক্ত প্রবাহ বন্ধ করে দেয় এবং এতে উপকার সাধিত হয় এবং তাযা ক্ষতের উপর দিলে উপকার করে। পুরাতন মিসরী কাগজ এটা থেকে বানানো হয়, তার প্রকৃতি ঠাণ্ডা এবং শুকনো। এর ছাই বদহজমে উপকার করে এবং ক্ষত বেশী ছড়াতে দেয় না’।[২৮] *[ক্রমশঃ]*

---

২২. ইবনু মাজাহ হা/৩৪৯৬, সনদ ছহীহ।
২৩. বুখারী হা/৫৬৮৬, ২৩৩, ১৫০১, ৩০১৮; তিরমিযী হা/২০৪২।
২৪. আহমাদ হা/১৪১১৮, সনদ ছহীহ।
২৫. আত-তিব্বুন নববী, পৃঃ ৯০-৯১ ।
২৬. আত-তিব্বুন নববী, পৃঃ ৯১-৯২।
২৭. বুখারী হা/৫৭২২, ৫২৪৮, ৪০৭৫; তিরমিযী হা/২০৮৫; ইবনু মাজাহ হা/৩৪৬৪।
২৮. আত-তিব্বুন নববী, পৃঃ ৯৫।

مدرسة دار الوحي النموذجية
Darul Oahi Ideal Madrasah
দারুল ওহী আইডিয়াল মাদরাসা
ESTD : 2014
We are committed to announce the Quranic knowledge - কুরআনের জ্ঞান প্রচারে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ
ইসলামী ও সাধারণ শিক্ষা-সমন্বিত একটি যুগোপযোগী আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান : আলহাজ্জ মো: ইমাম হোসেন

ভর্তি চলছে ২০২২

প্লে থেকে অষ্টম শ্রেণী এবং হিফয বিভাগ

জেনারেল ▶ বালক বিভাগ- প্লে থেকে অষ্টম শ্রেণী
বালিকা বিভাগ- প্লে থেকে পঞ্চম শ্রেণী
তাহফীযুল কুরআন বিভাগ (বালক)

আবাসিক
অনাবাসিক
ফুলটাইম ডে-কেয়ার

দারুল ওহী জামিলা খাতুন আইডিয়াল মহিলা মাদ্রাসা
(২০২৩ সাল থেকে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হবে ইনশাআল্লাহ)

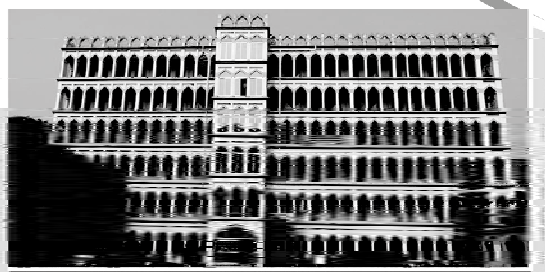
বর্তমান মাদরাসার প্রশাসনিক/আবাসিক ভবন

একাডেমিক ভবন

যোগাযোগ : বেলাটি, পোঃ আমদিয়া, থানা ও যেলা : নরসিংদী
০১৭৯৭-৫০৯৯১০, ০১৭৯৭-৫০৯৯১১, ০১৭৯৭-৫০৯৯১২
info@daruloahi.com Darul Oahi www.daruloahi.com

মাসিক আত-তাহরীক জানুয়ারী ২০২২ ২৫তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

দ্বীনের পথে ত্যাগ স্বীকার

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*

(২য় কিস্তি)

ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা কেন?

জান্নাতের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। এই পথ বড়ই দুর্গম ও কণ্টকাকীর্ণ। এ পথে চলতে গেলে বাধা আসে। কষ্ট পেতে হয়, বিষময় কাঁটার আঘাত সহ্য করতে হয়। নবী-রাসূল, ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের আলোকিত জীবনের দিকে তাকালে এটা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। তারা এই পথে ত্যাগ স্বীকার করেছেন, নিজেদের সবকিছু বিলিয়ে দিয়েছেন। উদ্দেশ্য ছিল একটাই; আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করে জান্নাত লাভ করা। সুতরাং ফেরদাউসের রাজপথে চলতে হ'লে আমাদেরকেও দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা আলোকপাত করা হ'ল-

১. আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন :

আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। জীবনের যাবতীয় ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে হ'লেও সেই ইবাদত প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য। কেননা আল্লাহ্‌র দ্বীনকে গ্রহণ ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জান্নাত পিয়াসী বান্দাকে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। যুলুম-অপবাদ সহ্য করে তাকে ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে হয়। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল যখন আল্লাহ্‌র নির্দেশে মক্কায় দাওয়াতী কাজ শুরু করেন, তখন তাকে সহ্য করতে হয়েছিল অবর্ণনীয় শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। এমনকি তাকে বেশ কয়েকবার হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে এবং ১৬ রকমের অপবাদ দেওয়া হয়েছিল। দ্বীনের পথে এসে ছাহাবীগণও সেই নির্যাতন ও কষ্টের সম্মুখীন হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা কখনো আল্লাহ্‌র দ্বীন থেকে সরে যাননি; বরং মযবূত ঈমান নিয়ে অহি-র নির্দেশ বাস্তবায়ন করেছেন।

আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، 'হে রাসূল! তোমার প্রতি তোমার প্রভুর পক্ষ হ'তে যা নাযিল হয়েছে (অর্থাৎ কুরআন), তা মানুষের কাছে পৌঁছে দাও। যদি না দাও, তাহ'লে তুমি তাঁর রিসালাত পৌঁছে দিলে না। আল্লাহ তোমাকে মানুষের হাত থেকে রক্ষা করবেন' *(মায়েদা ৫/৬৭)*। এই আয়াতে রাসূল (ছাঃ)-এর মাধ্যমে আমাদের সবাইকে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, বিশুদ্ধ দ্বীনের দাওয়াত দিলে মানুষের পক্ষ থেকে অবশ্যই বাধা আসবে, যেমনভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনে এসেছিল। তবে সেই বাধা-বিপত্তি থেকে আল্লাহ রক্ষা করবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ، وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثُونَ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَا لِي وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَيْءٌ يُوَارِيهِ إِبْطُ بِلَالٍ، 'আমাকে আল্লাহ্‌র পথে যেভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত করা হয়েছে, অন্য কাউকে সেরূপ ভীত-সন্ত্রস্ত করা হয়নি। আমাকে আল্লাহ্‌র পথে যেভাবে কষ্ট দেয়া হয়েছে, আর কাউকে সেভাবে কষ্ট দেওয়া হয়নি। আমার উপর দিয়ে ত্রিশটি দিন-রাত এমনভাবে অতিবাহিত হয়েছে যে, বিলালের বগলের মধ্যে রক্ষিত সামান্য খাদ্য ছিল আমার ও বিলালের সম্বল। তাছাড়া এতটুকু আহারও ছিল না, যা কোন প্রাণধারী প্রাণী খেয়ে বাঁচতে পারে'।[1]

মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় আগমন করার পর রাতে ভালোভাবে ঘুমাতে পারতেন না। তিনি বলতেন, 'আহা! যদি আমার কোন সৎকর্মশীল ছাহাবী আজকের রাতটুকু আমাকে পাহারা দিত! তিনি বলেন, আমরা এই চিন্তায় ছিলাম, হঠাৎ অস্ত্রের শব্দ শুনতে পেলাম। রাসূল (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, কে? উত্তর এলো, আমি সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি কি কারণে এসেছ? সা'দ (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্‌র রাসূলের নিরাপত্তার ব্যাপারে আমার মনে শঙ্কা জাগ্রত হওয়ায় আমি তাঁকে পাহারা দিতে এসেছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর জন্য দো'আ করেন। তারপর তিনি এমন প্রশান্তির ঘুম দিলেন যে, আয়েশা (রাঃ) তাঁর নাক ডাকার আওয়াজ শুনতে পেলেন'।[2]

আল্লাহ্‌র দ্বীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কত পেরেশানির মধ্যে দিনাতিপাত করতেন, এই হাদীছগুলোর মাধ্যমে তা কিছুটা হ'লেও অনুমান করা যায়। সুতরাং আল্লাহ্‌র দেওয়া এই জীবনকে তাঁর নির্দেশে তাঁরই পথে উৎসর্গ করা মুমিন বান্দার প্রধান কর্তব্য। আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، 'বল, আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ, সবই বিশ্বপালক আল্লাহ্‌র জন্য' *(আন'আম ৬/১৫২)*।

২. রিসালাতের আমানত রক্ষা :

মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমনের মাধ্যমে নবী-রাসূলের সিলসিলা বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু ক্বিয়ামত পর্যন্ত একদল হকপন্থী আলেম দ্বীনের হাতলকে মযবূতভাবে ধারণ করে থাকবেন এবং কুরআন-হাদীছের স্বচ্ছ সলিলে বিধৌত বিধান অনুযায়ী মানুষকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করতে থাকবেন। কেননা হকপন্থী মুখলেছ আলেমগণই নবীদের ইলমের ওয়ারিছ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا، وَلَا دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ

---

* এম.এ (অধ্যয়নরত), আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. *তিরমিযী হা/২৪৭২; ইবনু মাজাহ হা/১৫১; ইবনু হিব্বান হা/৬৫৬০।*
২. *মুসলিম হা/২৪১০; তিরমিযী হা/৩৭৫৬।*

www.at-tahreek.com

أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، ‘নিশ্চয়ই আলেমগণ নবীদের ওয়ারিছ। আর নবীগণ উত্তরাধিকার হিসাবে কোন দীনার-দিরহাম রেখে যাননি; বরং তারা মীরাছ হিসাবে রেখে গেছে ইলম। কাজেই যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করল, সে যেন ইলমের একটি পূর্ণ অংশ লাভ করল’।[৩]

এই হাদীছের ব্যাখ্যায় শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, ‘আলেম এবং তালেবুল ইলমদের আবশ্যকীয় কর্তব্য হ’ল- তারা শরী‘আতের কল্যাণকর দিকগুলো মানুষের সামনে বর্ণনা করবে এবং সেই পথে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে। আর অকল্যাণকর বিষয়গুলো তাদের সামনে তুলে ধরবে এবং তা থেকে সতর্ক করবে। কেননা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পরে আর কোন নবী আসবে না এবং তাঁর মাধ্যমে নবুঅতের সিলসিলা বন্ধ হয়ে গেছে। তাই নবীদের অবর্তমানে এই উম্মতের আলেমগণই নবীদের ওয়ারিছ। শরী‘আতের বিধি-বিধান বর্ণনার ক্ষেত্রে নবীদের ওপর যে দায়িত্ব অর্পিত ছিল, আলেমদের জন্য সেই দায়িত্ব পালন করা ওয়াজিব’।[৪] ফলে নবীগণ তাদের দাওয়াতী যিন্দেগীতে যেভাবে যুলুম নির্যাতনের স্বীকার হয়েছেন, প্রকৃত হকপন্থী আলেমগণ সেভাবে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বাধার সম্মুখীন হবেন এটাই স্বাভাবিক। কারণ যে আলেম যত সনিষ্ঠভাবে রাসূলের আদর্শের অনুসারী হবেন, তার বিপদটা তত ভারী হবে। ফলে তার ত্যাগ স্বীকারের মাত্রাটাও বেশী হবে।

একবার সা‘দ ইবনে আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) বললেন, يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ ‘হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! মানুষের মধ্যে কারা সবচেয়ে বেশী বিপদাপদের সম্মুখীন হয়? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, الأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ، فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، ‘নবীগণ (সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন)। তারপর যারা নেককার, এরপর যারা নেককার (তাদের বিপদের পরীক্ষা)। মানুষকে তার দ্বীনদারীর অনুপাতে পরীক্ষা করা হয়। যার দ্বীন যত বেশী মযবূত হয়, তার পরীক্ষাটাও তত কঠিন হয়ে থাকে। আর সে যদি তার দ্বীনের ক্ষেত্রে শিথিল হয়ে থাকে, তাহ’লে তাকে সে অনুযায়ী পরীক্ষায় ফেলা হয়’।[৫] সুতরাং বুঝা গেল, রাসূলের আদর্শ এবং অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠায় যার ঈমান যত বেশী মযবূত হবে, তাকে তত বেশী ত্যাগ স্বীকার করতে হবে এবং ঈমানের কঠিন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হ’তে হবে।

৩. ইসলামকে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করা :

ইসলাম পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। মহান আল্লাহ্র একমাত্র মনোনীত জীবন ব্যবস্থা। এই দ্বীনকে দুনিয়ার সকল বাতিল ধর্মের উপর বিজয়ী করার জন্য আল্লাহ যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ বলেন, هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، ‘তিনিই সেই সত্তা, যিনি স্বীয় রাসূলকে হেদায়াত (কুরআন) ও সত্য দ্বীন (ইসলাম) সহ প্রেরণ করেছেন, যেন তাকে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করে দেন। যদিও মুশরিকরা তা অপসন্দ করে’ *(তওবাহ ৯/৩৩; ছফ ৬১/০৯)*।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, ‘এই আয়াত নাযিলের পর আমি মনে করতাম মূর্তিপূজার দিন শেষ হয়ে গেছে। তখন আল্লাহ্র রাসূল বললেন, لَا يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّاتُ وَالْعُزَّى...إِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ رِيحًا طَيِّبَةً فَتُوُفِّيَ كُلُّ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَيَبْقَى مَنْ لَا خَيْرَ فِيهِ فَيَرْجِعُونَ إِلَى دِينِ آبَائِهِمْ، ‘লাত ও ‘উযযা মূর্তিদ্বয়ের উপাসনা করা পর্যন্ত দিন ও রাত শেষ হবে না (অর্থাৎ ক্বিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত মূর্তিপূজা চলতে থাকবে)। অতঃপর যতদিন আল্লাহ ইচ্ছা করবেন, ততদিন এ অবস্থায় থাকবে। তারপর আল্লাহ একটি সুগন্ধময় বাতাস প্রেরণ করবেন, তাতে ঐ সকল লোকেদের মৃত্যু ঘটবে, যাদের অন্তরে সরিষা পরিমাণও ঈমান থাকবে। অতঃপর কেবলমাত্র ঐ সমস্ত লোকই অবশিষ্ট থাকবে, যাদের মধ্যে সামান্য পরিমাণও ঈমান থাকবে না। তখন তারা তাদের বাপ-দাদার ধর্মের দিকে ফিরে যাবে’।[৬] এই হাদীছের মাধ্যমে বোঝা যায়, ক্বিয়ামত পর্যন্ত বাতিল ধর্ম বিদ্যমান থাকবে এবং হক্ব ও বাতিলের সংঘাত থাকবে। কাজেই দ্বীনদার মানুষের কর্তব্য হ’ল নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডাকে সর্বদা সমুন্নত রাখা এবং ইসলামের সুমহান আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, لا بد لكل جماعة مسلمة من العمل بحق لإعادة حكم الإسلام ليس فقط على أرض الإسلام بل على الأرض كلها، ‘প্রত্যেক মুসলিম জামা‘আতের অবশ্য কর্তব্য হ’ল ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য যথাযথভাবে কাজ করে যাওয়া। আর সেই কার্যক্রম শুধু ইসলামী ভূখণ্ডে নয়; বরং সারা বিশ্বে ব্যাপৃত রাখা’।[৭]

হকপন্থী জামা‘আতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ দ্বীনের দাওয়াত পৃথিবীর আনাচে-কানাচে পৌঁছে দিবেন এবং তাদের মাধ্যমেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সেই ভবিষ্যদ্বাণী সত্যায়িত হবে। তিনি বলেছেন, لا يَبْقى على ظَهْرِ الأرضِ بَيْتُ مَدَرٍ ولا وَبَرٍ؛ إلا أَدْخَلَهُ اللهُ كَلِمَةَ الإسلامِ، بعِزِّ عزيزٍ وذُلِّ ذليلٍ: إمّا يُعِزُّهُمُ اللهُ فيَجْعَلُهُم من أهلِها، أو يُذِلُّهُم فيَدِينُونَ لها،

---

৩. *আবূদাঊদ হা/৩৬৪১; তিরমিযী হা/২৬৮২; মিশকাত হা/২১২, সনদ ছহীহ।*
৪. *উছায়মীন, শারহু রিয়াযিছ ছালেহীন ৩/৬৬২।*
৫. *তিরমিযী হা/২৩৯৮; ইবনু মাজাহ হা/৪০২৩; দারেমী হা/২৮২৫; মিশকাত হা/১৫৬২, সনদ হাসান।*
৬. *মুসলিম হা/২৯০৭; মিশকাত হা/৫৫১৯।*
৭. *নাছিরুদ্দীন আলবানী, ফিতনাতুত তাকফীর, পৃ. ১১।*

www.at-tahreek.com

قلتُ: فيكونُ الدِّينُ كُلُّهُ لله، ‘ভূ-পৃষ্ঠে এমন কোন মাটির (বা ইটের) ঘর অথবা পশমের ঘর (অর্থাৎ তাঁবু) বাকী থাকবে না, সেখানে আল্লাহ ইসলামের বাণী প্রবেশ করাবেন না; সম্মানী লোকের ঘরে সম্মানের সাথে এবং অপমানিতের ঘরে অসম্মানের সাথে। তখন আল্লাহ যাদেরকে সম্মানিত করবেন, তাদেরকে ইসলামের অনুসারী করবেন। আর যাদেরকে তিনি অপমানিত করবেন, তারা ইসলামের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হবে। রাবী মিক্বদাদ (রাঃ) বলেন, (একথা শুনে) আমি বললাম, তখন তো পুরো দ্বীনই আল্লাহ্র জন্য হয়ে যাবে’ (অর্থাৎ সকল দ্বীনের উপর ইসলাম বিজয়ী হবে)।[৮] মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের সূরা ছফে সেই ইসলামী বিজয়ের স্বরূপ আলোকপাত করেছেন। মুহাম্মাদ আলী ছাবূনী (রহঃ) এই সূরার তাফসীর করতে গিয়ে বলেন, لما بيَّن تعالى أن المشركين يريدون إطفاء نور الله، أمر المؤمنين بمجاهدة أعداء الدين، ودعاهم إلى التضحية بالمال والنفس والجهاد في سبيل الله، وبيَّن لهم أنها التجارة الرابحة لمن أراد سعادة الدارين، ‘মহান আল্লাহ তাঁর নূর নিভিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে মুশরিকদের মনোবাসনার কথা বর্ণনা করে মুমিনদেরকে দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর তাদেরকে আল্লাহ্র পথে জিহাদ ও জান-মাল উৎসর্গ করতে বলেছেন। এরপর যারা দুনিয়া ও আখেরাতের সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করতে চায়, তাদের জন্য এটাকে (অর্থাৎ জান-মাল উৎসর্গ করাকে) লাভজনক ব্যবসা হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন’।[৯] সুতরাং আমাদের কর্তব্য হ’ল ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য সাধ্যমত নিজেদের জান-মাল, সময়-শ্রম উৎসর্গ করা এবং তাওহীদ প্রতিষ্ঠার ময়দানে আপতিত সকল বাধা-বিপত্তিকে ধৈর্যের মাধ্যমে মোকাবেল করা। কেননা দ্বীনের জন্য ত্যাগ স্বীকার করা ছাড়া প্রকৃত বিজয় হাছিল করা সম্ভব নয়।

৪. আল্লাহ্র দাসত্ব প্রতিষ্ঠা :

মহান আল্লাহ যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন তাওহীদে ইবাদত বা আল্লাহ দাসত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য। আল্লাহ বলেন, شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ، ‘তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ তিনি দিয়েছিলেন নূহকে এবং যা আমরা প্রত্যাদেশ করেছি তোমার প্রতি ও যার আদেশ দিয়েছিলাম আমরা ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর ও তার মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করো না। তুমি মুশরিকদের যে বিষয়ের দিকে আহ্বান কর, তা তাদের কাছে অত্যন্ত কঠিন মনে হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন। আর তিনি পথ দেখান ঐ ব্যক্তিকে, যে তাঁর দিকে প্রণত হয়’ *(শূরা ৪২/১৩)*। অত্র আয়াতে ‘দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করা’-এর অর্থ হ’ল তাওহীদকে প্রতিষ্ঠিত করা, ‘হুকূমত প্রতিষ্ঠিত করা’ নয়।[১০]

নূহ (আঃ) থেকে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূল সার্বিক জীবনে তাওহীদে ইবাদত প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। এই তাওহীদ প্রতিষ্ঠিত করার পথ আদৌ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না; বরং যুলুম-নির্যাতন সহ্য করে অবিচল ঈমানী শক্তি ও ত্যাগের সুমহান আদর্শ দিয়ে তাঁরা ধরার বুকে আল্লাহ্র দাসত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর সত্যনিষ্ঠ ছাহাবায়ে কেরাম মাক্কী ও মাদানী জীবনে ত্যাগ স্বীকারের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন, ইতিহাসে তা নযীরবিহীন। তাইতো বিদ্যানগণ বলেছেন, দ্বীনের পথে অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকারের বদৌলতে মহান আল্লাহ মুমিনদেরকে মক্কা বিজয় দান করেছিলেন। গতকাল যেই মুহাজিরগণ দ্বীন নিয়ে মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় চলে গিয়েছিল, তারাই আজকে বিজয়ী বেশে মক্কায় ফিরে আসল। মক্কা বিজয়ের কাহিনীতে মুসলিম জামা‘আতের জন্য উপদেশ রয়েছে যে, তারা যদি সমাজে আল্লাহ্র দাসত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য একনিষ্ঠভাবে নিজেদের জান-মাল ও সময়-শ্রম উৎসর্গ করে এবং দ্বীনের পথে ত্যাগ স্বীকার করতে পারে, তাহ’লে অচিরেই দুনিয়ার ও আখেরাতের বিজয় তাদের পদচুম্বন করবে।[১১]

সুতরাং মুমিনের কর্তব্য হ’ল মানব রচিত সকল বিধান ছুঁড়ে ফেলে আল্লাহ প্রেরিত অভ্রান্ত সত্যের চূড়ান্ত উৎস পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সার্বিক জীবন পরিচালনা করা এবং নবীগণের তরীকায় দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ সংশোধ করে আল্লাহ্র দাসত্ব প্রতিষ্ঠিত করা। পাশাপাশি জান্নাতের পথে যে কোন ধরনের ত্যাগ স্বীকারের জন্য সদা প্রস্তুত থাকা।

৫. দ্বীনের উপর অবিচল থাকা :

ইস্তিক্বামাত বা দ্বীনের উপর অবিচল থাকার জন্য ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন হয়। আম্মার ইবনু ইয়াসির, বেলাল, খাব্বাব, আব্দুল্লাহ ইবনে মাস‘ঊদ (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীদের উপর আসা প্রবল নির্যাতনের পরেও দুর্বল এই মানুষগুলোই সবচেয়ে বেশী দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন। তারা সরল পথ থেকে কখনও এক বিন্দুও বিচ্যুত হননি। শত যুলুম নির্যাতনের পরেও দ্বীনের দাওয়াত ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছিলেন তাঁরা। শি‘আবে আবু তালিবে রাসূল (ছাঃ) ও

৮. আহামাদ হা/২৩৮৬৫; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৬৭০১; ছহীহাহ হা/৩।
৯. মুহাম্মাদ আলী ছাবূনী, ছাফওয়াতুত তাফাসীর ৩/৩৫২।

১০. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: ‘মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব’ প্রণীত এবং ‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ কর্তৃক প্রকাশিত ‘ইক্বামতে দ্বীন: পথ ও পদ্ধতি’ ও ‘তিনটি মতবাদ’ বই দু’টি।
১১. সাঈদ বিন আলী ছাবেত, আল-জাওয়ানিবুল ইলামিয়্যাহ ফী খিতাবির রাসূল (ছাঃ), (সঊদী আরব: ওযারাতুশ শুঊনিল ইসলামিয়্যাহ, ১ম মুদ্রণ, ১৪১৭হি.) পৃ. ৫১।

তাঁর ছাহাবীদের নিদারুন কষ্টের পরেও তারা ছিল দ্বীনকে বিজয়ী করতে অবিচল। তাঁরা তাদের সমাজে ছিল সবচেয়ে তুচ্ছ, স্বল্পসংখ্যক ও দুর্বল। কিন্তু যখন সবাই জাহেলিয়াতের সমুদ্রে নিমজ্জিত ছিল, তখন এই দুর্বল মানুষগুলোই ছিল আলোকিত চিন্তার অধিকারী, আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। মূলত বৈরী পরিবেশে ছিরাতে মুস্তাক্বীমের আলোকিত পথে অবিচল থাকার শক্তিই হ'ল ইস্তিক্বামাত। ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, أَعْظَمُ الْكَرَامَةِ لُزُومُ الِاسْتِقَامَةِ '(আল্লাহ্র কাছে) শ্রেষ্ঠ পদমর্যাদার জন্য প্রয়োজন ইস্তিক্বামাত'।[১২] দ্বীনের উপর দৃঢ় ও অবিচল থাকার জন্যই ছাহবায়ে কেরাম আল্লাহ্র কাছে শ্রেষ্ঠ পদমর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন।

আজকের এই পুঁজিবাদী সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে বিভিন্নভাবে আক্রমণের স্বীকার হ'তে হবে। কেননা পশ্চিমারা চায়, বিশুদ্ধ ইসলাম যেন কখনই আবার ফিরে না আসতে পারে। তাই একে ধ্বংস করার জন্য তারা বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করছে। মুমিনদের দ্বীন ও আক্বীদাকে ধ্বংস করতে তারা প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। তাদের কুফরী মতবাদ ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে অশ্লীলতা ও হারামের সয়লাব ঘটেছে। ফলে সেই সমাজে ঈমান ধরে রাখা হাতে জ্বলন্ত কয়লা ধরে রাখার চেয়েও কঠিন হয়ে পড়েছে। তাই ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে যাবতীয় কষ্ট সহ্য করে এবং ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে হ'লেও ঈমানের উপর কায়েম-দায়েম থাকতে হবে।

ত্যাগ স্বীকারের জন্য ধৈর্য ধারণের গুণ অর্জন করা অবশ্যক। কেননা ইস্তিক্বামাত তথা দ্বীনের উপর অটল থাকার ব্যাপারে ধৈর্য বিশেষ গুরুত্ব রাখে। ছাহাবায়ে কেরাম যে ঈমান ও আমলের উপর অটল থাকতে সক্ষম হয়েছিলেন, তার বড় কারণ ছিল ধৈর্য। ওমর বিন খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, وَجَدْنَا خَيْرَ عَيْشِنَا بِالصَّبْرِ 'আমাদের জীবনের কল্যাণ পেয়েছিলাম ধৈর্যের মাধ্যমে'।[১৩] আলী বিন আবী ত্বালিবকে একদা কেউ জিজ্ঞেস করল, হে আমীরুল মুমিনীন! ঈমান কাকে বলে? তিনি উত্তরে বললেন, الْإِيْمَانُ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمَ : عَلَى الصَّبْرِ، وَالْعَدْلِ، وَالْيَقِيْنِ، وَالْجِهَادِ، 'ঈমান চারটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। (১) ধৈর্য (২) ন্যায়পরায়ণতা (৩) দৃঢ় বিশ্বাস (৪) জিহাদ'।[১৪] আলী (রাঃ) বলেন, ধৈর্যের সম্পর্ক ঈমানের সাথে তেমন, যেমন শরীরের সাথে মাথার সম্পর্ক। যদি মস্তিষ্ক কেটে দেওয়া হয় তাহ'লে শরীর অকেজো হয়ে যায়। ঠিক সেভাবে যদি ধৈর্য শেষ হয়ে যায়, তাহ'লে ঈমানও শেষ হয়ে যায়।[১৫]

সুতরাং পশ্চিমা আদর্শ এবং বিজাতীয় মতবাদের ধূম্রজালে আমরা যেন নিজেদের আদর্শ ভুলে গিয়ে ঈমানহারা না হই, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। ঈমান ও আক্বীদার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। শরীরে ময়লা লাগুক, আঘাত লাগুক; কিন্তু ঈমান যেন অক্ষত থাকে। ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) সালাফদের উক্তি উল্লেখ করেছেন, كُنْ صَاحِبَ الِاسْتِقَامَةِ، لَا طَالِبَ الْكَرَامَةِ. فَإِنَّ نَفْسَكَ مُتَحَرِّكَةٌ فِي طَلَبِ الْكَرَامَةِ، وَرَبُّكَ يُطَالِبُكَ بِالِاسْتِقَامَةِ. 'অবিচলতার সাথী হও, (মানুষের কাছে) সম্মান-মর্যাদা তালাশ করো না। কেননা তোমার অন্তর মর্যাদা পেতে চায়, কিন্তু তোমার রব ইস্তিক্বামাতের মাধ্যমে সেই মর্যাদা লাভ করতে বলেন'।[১৬]

সুতরাং দ্বীনের উপর অবিচলতা বা ইস্তিক্বামাত থাকার মাঝেই সম্মান-মর্যাদা এবং আল্লাহ্র সাহায্য নিহিত রেখেছেন। তাই দুনিয়া ও আখেরাতে মুক্তির জন্য দ্বীন ইসলামের অবিমিশ্র আদর্শের উপর অটল থাকতে হবে এবংত্মাসূল (ছাঃ)-এর তরীকা অনুযায়ী সেই আদর্শ বাস্তবায়নের আপ্রাণ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। আর এপথে যে কোন ধরনের ত্যাগ স্বীকারের জন্য সর্বদা প্রস্তুত তাকতে হবে।

৬. হেদায়াতের পথে পরিচালিত হওয়া :

মুমিনের জীবনে সবচেয়ে বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার হ'ল হেদায়াতপ্রাপ্ত হওয়া। যারা হেদায়াত লাভ করে ছিরাতে মুস্তাক্বীমে পরিচালিত হয়, তারাই দুনিয়া ও আখেরাতের সফল মানুষ। আর সেই হেদায়াত লাভের অন্যতম বড় উপায় হ'ল দ্বীনের পথে ত্যাগ স্বীকার করা। মহান আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ جَاهَدُوْا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ، 'আর যারা আমাদের পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, তাদেরকে আমরা আমাদের পথ সমূহের দিকে পরিচালিত করব। বস্তুতঃ আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মশীলদের সাথে থাকেন' *(আনকাবূত ২৯/৬৯)*।

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'এই আয়াতে মহান আল্লাহ হেদায়াতকে জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। কেননা হেদায়াতের দিক থেকে তারাই সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, যারা উত্তমভাবে জিহাদ করে। আর আল্লাহ চার প্রকারের জিহাদ ফরয করেছেন, তা হ'ল- (১) নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ, (২) প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ, (৩) শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ এবং (৪) পার্থিব মোহের বিরুদ্ধে জিহাদ। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে এই চার প্রকার জিহাদে আত্মনিয়োগ করবে, আল্লাহ তাকে তাঁর সন্তুষ্টির দিকে পথপ্রদর্শন করবেন। আর সেই সন্তুষ্টি তাকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করবে'।[১৭] অন্যত্র তিনি বলেন, وَكُلٌّ مِنْهُمْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَجَاهَدَ إِمَّا بِيَدِهِ أَوْ

---

১২. *ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালিকিন ২/১০৬।*
১৩. *বুখারী, 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়, 'আল্লাহ্র নিষেধাজ্ঞার প্রতি ধৈর্যধারণ করা' অনুচ্ছেদ।*
১৪. *শু'আবুল ঈমান ১/১৮২; লালাকাঈ, শারহুস সুন্নাহ ২/৮২২-৮২৩।*
১৫. *শু'আবুল ঈমান হা/৩৮; শারহুস সুন্নাহ ২/৮২২।*
১৬. *মাদারিজুস সালিকীন ২/১০৬।*
১৭. *ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফাওয়ায়েদ (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৩৯৩হি./১৯৭৩খ্রি.) পৃ. ৫৯।*

بِلِسَانِهِ، فَيَكُونُ اللهُ قَدْ هَدَاهُمْ، وَكُلُّ مَنْ هَدَاهُ فَهُوَ مُهْتَدٍ، 'যারাই আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করবে এবং হাত ও যবানের মাধ্যমে জিহাদ করবে, আল্লাহ তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন। আর আল্লাহ যাকে সঠিক পথ দেখান, সে-ই তো হেদায়াতপ্রাপ্ত'।[১৮] সুতরাং বোঝা গেল- যারা তাদের জান-মাল, হাত-যবান বা বক্তব্য-লেখনীর মাধ্যমে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করবে, আল্লাহ তাদেরকে হেদায়াতের পথে পরিচালিত করবেন। সেজন্য ইমাম আওযাঈ ও ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলতেন, إِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي شَيْءٍ فَانْظُرُوا مَا عَلَيْهِ أَهْلُ الثَّغْرِ، يَعْنِي أَهْلَ الْجِهَادِ، 'লোকেরা যদি কোন বিষয়ে এখতেলাফ করে, তাহ'লে তোমরা দেখ- মুজাহিদরা কোন মতের উপরে আছে, (কেননা তারা তাদের প্রচেষ্টার কারণে হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। ফলে তাদের সিদ্ধান্তই সঠিক হয়)'।[১৯]

ত্যাগের উপকারিতা

১. দ্বীনের দাওয়াত সম্প্রসারিত হওয়া :

নবী-রাসূল এবং তাঁদের একনিষ্ঠ অনুসারীদের ত্যাগপূত অবদানের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে পড়েছে। নূহ (আঃ) রাত-দিন সমানভাবে মানুষকে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দিয়েছেন। নির্যাতিত হয়েছেন, অপবাদগ্রস্ত হয়েছেন, তবুও দাওয়াতের ময়াদান থেকে পালিয়ে যাননি। অপঃপর মহাপ্লাবনের গযবের পরে তাঁর বংশধর এবং ঈমানদান অনুসারীদের মাধ্যমে সারা বিশ্ব ব্যাপী তাওহীদের দাওয়াত ছড়িয়ে পড়েছে।

এখানে সূরা বুরূযে আলোচিত আছহাবুল উখদূদের জনৈক ছোট্ট বালকের আত্মত্যাগের ইতিহাস উল্লেখযোগ্য। সে শিরক ছেড়ে তাওহীদবাদী ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করে। ফলে বাদশাহ যু-নুওয়াস বিন তুব্বা বিভিন্নভাবে তাকে হত্যার চেষ্টা করে, কিন্তু আল্লাহ্র অলৌকিক শক্তিতে সে বেঁচে যায়। পরে বালকটি বাদশাহকে বলে, আপনি আমাকে হত্যা করতে পারবেন না, যতক্ষণ না আপনি আমার নির্দেশিত পদ্ধতি অবলম্বন করবেন। বাদশাহ বললেন, সেটা আবার কি? বালক বলল, একটি ময়দানে শহরের লোকেদেরকে জমায়েত করুন। অতঃপর একটি কাঠের শুলীতে আমাকে উঠিয়ে আমার তুনির হ'তে একটি তীর নিয়ে সেটাকে ধনুকের মাঝে রাখুন। এরপর بِاسْمِ اللهِ رَبِّ الْغُلَامِ 'বালকের পালনকর্তা আল্লাহ্র নামে' বলে আমার দিকে তীর নিক্ষেপ করুন। এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে আপনি আমাকে হত্যা করতে পারবেন। বাদশাহ তা-ই করল। তীর তার কানের নিম্নাংশে গিয়ে বিধল। অতঃপর সে তীরবিদ্ধ স্থানে নিজের হাত রাখল এবং সাথে সাথে প্রাণত্যাগ করল। এ দৃশ্য দেখে উপস্থিত হাযার হাযার মানুষ সমস্বরে বলে উঠল, آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ 'আমরা বালকটির রবের উপরে ঈমান আলনাম'। এ সংবাদ বাদশাহকে জানানো হ'ল এবং তাকে বলা হ'ল, আপনি লক্ষ্য করেছেন কি? আপনি যে পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন, আল্লাহ্র শপথ! সে আশঙ্কাজনক পরিস্থিতিই আপনার মাথার উপর চেপে বসেছে। সকল মানুষই বালকের পালনকর্তার উপর ঈমান এনেছে।[২০]

এই ঈমানদার বালকের কাহিনীর মাধ্যমে দ্বীনের পথে ত্যাগ স্বীকার ও আত্মোৎসর্গের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ফুটে উঠেছে। সে যদি শুধু দাওয়াতী কাজ করত, তাহ'লে হয়ত স্বাভাবিকভাবে ধীরে ধীরে সেই দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছে যেত। কিন্তু তার আত্মত্যাগের মাধ্যমে মূহূর্তেই হাযার হাযার মানুষ ঈমানের পথ খুঁজে পেয়েছিল। যারা বাদশাহর অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, কিন্তু তাওহীদকে বর্জন করেনি। দাওয়াতী কাজে ছাহাবায়ে কেরামের নিরলস পরিশ্রম এবং পরবর্তী যুগের মুহাদ্দেছীনে কেরামের ইলমী খেদমতের মাধ্যমে বিশ্বের আনাচে-কানাচে ইসলামের বিশুদ্ধ দাওয়াত ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের এই বঙ্গদেশে এমনিতেই ইসলাম আসেনি; বরং কিছু ত্যাগী মানুষের নিরলস দাওয়াতের মাধ্যমেই ইসলাম আমাদের দোরগোড়ায় এসে পৌঁছেছে।

২. আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা :

আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী তাওহীদ ভিত্তিক আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য ত্যাগ স্বীকারের কোন বিকল্প নেই। ছাহাবায়ে কেরাম যদি দ্বীনের জন্য হিজরত, জিহাদ ও দাওয়াতের ময়দানে ত্যাগ স্বীকার না করতেন, তাহ'লে হয়ত মদীনায় আদর্শ রাষ্ট্র গঠিত হওয়া সম্ভব হ'ত না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ্র অনুগ্রহে মাত্র দশ বছরে যে ইনছাফ ভিত্তিক আদর্শ সমাজের গোড়াপত্তন করেছিলেন, তার উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল খোলাফয়ে রাশেদার বিশ্ব নন্দিত সমাজ ব্যবস্থা। যে সমাজ ব্যবস্থা নির্যাতিত মানবতার কথা বলে। মাযলূমের হৃদয়ের ভাষা বোঝে। যেখানে স্বাধীন-কৃতদাস, ধনী-গরীব সবার জন্য সমান অধিকার সুনিশ্চিত হয়। ফলে দুনিয়াব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল জাগরণের ঢেউ। মানুষ দলে দলে আশ্রয় নিয়েছিল ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে। মানুষের দাসত্ব ছেড়ে তারা আল্লাহ্র দাসত্বে প্রণত হয়েছিল। সুতরাং আজকের দিনেও বান্দা যদি সমাজে অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে পারে, তাহ'লে এই নব্য জাহেলিয়াতের ঘোর অমানিষা দূর হয়ে সাম্য-শান্তির রৌদ্রমাখা প্রভাতী সূর্যের উদয় হবে ইনশাআল্লাহ। কেননা নিঃস্বার্থ ত্যাগ ও কুরবানীর মাধ্যমেই একটি আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

---

১৮. ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন, মুহাক্কিক্ব: মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম ইবরাহীম (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, ১ম মুদ্রণ, ১৪১১হি./১৯৯১খ্রি.) খ. ৪, পৃ. ৯৯।

১৯. ইবনে তাইমিয়াহ, জামে'উল মাসায়েল, তাহক্বীক্ব: মুহাম্মাদ আযীয শাম্স (মক্কা: দারু আলামিল ফাওয়ায়েদ, ১ম মুদ্রণ, ১৪২২হি.) খণ্ড ৫, পৃ. ৮২। মাদারিজুস সালেকীন, ১/৫০৬।

২০. ছহীহ মুসলিম হা/৩০০৫

অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশ্ব নন্দিত মুজাদ্দিদ ও সমাজসংস্কারক মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহঃ) [১১১৫হি./১৭০৩খ্রি-১২০৬হি./১৭৯২খ্রি] আরব ভূ-খণ্ড থেকে শিরক ও বিদ'আতের মূলোৎপাটন করে নির্ভেজাল তাওহীদ ও ইসলামী তাহযীব-তামদ্দুনের যে ভীত গড়ে তুলেছিলেন, তার উপরেই 'বিলাদুত তাওহীদ' খ্যাত আধুনিক সঊদী আরব দাঁড়িয়ে আছে। এই মহান ইমামের অবদান আলোচনা করতে গিয়ে আব্দুল করীম আল-খত্বীব (১৯২১-২০০৮খ্রি.) বলেন, আল্লাহ্র দ্বীনের ঝাণ্ডাকে সমুন্নত ও সহযোগিতা করার সবচেয়ে বড় উপায় হ'ল ত্যাগ স্বীকার ও আত্মোৎসর্গ। সেকারণ ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহঃ) ঈমান, ধৈর্য, ত্যাগ ও উৎসর্গের বর্মে সজ্জিত হয়ে সমাজ সংস্কার, দাওয়াত ও জিহাদের ময়দানের অবতীর্ণ হয়েছিলেন'।[২১]

মাহমূদ শীছ খাত্ত্বাব বলেন, إن العودة إلى الإسلام بما فيه من تكاليف البذل والتضحية والفداء، يعيد إلينا مكانتنا بين الأمم، ويصون حقوقنا، ويجعل منا أمة لا تقهر أبدا. كما يعيد إلى بلادنا الأمن والاطمئنان، والرخاء والسعادة، 'ইসলামের প্রকৃত অবস্থার দিকে ফিরে যেতে হ'লে ত্যাগ, আত্মবিসর্জন ও উৎসর্গের কষ্ট স্বীকার করতে হবে। যা অন্যান্য জাতিসমূহের মাঝে আমাদের (হারানো) মর্যাদা আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনবে এবং আমাদের অধিকারগুলো সুপ্রতিষ্ঠিত করবে। আমাদের মাঝে এক অপরাজেয় জাতির উত্থান ঘটাবে। ফলশ্রুতিতে আমাদের সমাজে নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা, সমৃদ্ধি ও সুখ-শান্তি ফিরে আসবে'।[২২]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন, إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ، 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনছাফ ও সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছেন' *(নাহল ১৬/৯০)*। যুহাইলী (রহঃ) বলেন, 'নিজের মাঝে এবং সৃষ্টিকূলের মাঝে ইনছাফ প্রতিষ্ঠা করার উপায় হ'ল ত্যাগ স্বীকার করা এবং ছোট-বড় সব ধরনের খেয়ানত থেকে বিরত থাকা'।[২৩] সুতরাং অহি-র আলোকে ইনছাফপূর্ণ আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য ত্যাগ স্বীকার করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

৩. সফলতার সোপন :

যে কোন সফলতার জন্য ত্যাগ স্বীকার করা প্রয়োজন। একজন সফল শিক্ষার্থীর জীবনের পিছনে লুকিয়ে থাকে ত্যাগ স্বীকারের না বলা গল্প। কেননা সবাই শুধু তার সফলতার বাহ্যিক রূপ দেখে। কিন্তু তার নির্ঘুম রাতের অধ্যাবসয়ের গল্পটা তাদের কাছে গোপন থাকে। অনুরূপভাবে একজন মুমিনের ইহকালীন ও পরকালীন সফলতার জন্য ত্যাগ স্বীকার করা অপরিহর্য কর্তব্য। তবে মুমিনের কাছে পার্থিব সফলতা মূখ্য বিষয় নয়; বরং আখেরাতের সফলতাই তার মূল উদ্দেশ্য থাকে। আল্লাহ বলেন, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، 'অতঃপর যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে ও জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সেই-ই সফলকাম হবে। বস্তুতঃ পার্থিব জীবন ধোঁকার উপকরণ ছাড়া কিছুই নয়' *(আলে ইমরান ৩/১৮৫)*। মহান আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর ও দৃঢ় থাক এবং সদা প্রস্তুত থাক। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' *(আলে ইমরান ৩/২০০)*। অত্র আয়াতে আল্লাহ মুমিনদেরকে ধৈর্যের মাধ্যমে ত্যাগ স্বীকার করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারের পরস্পর প্রতিযোগিতা করতে বলেছেন। আর যারা হক্ব ও ইনছাফ প্রতিষ্ঠিত করার নিমিত্তে নিজেকে উৎসর্গ করবে এবং প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহকে ভয় করবে, তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতের মহান সফলতা।[২৪] মহান আল্লাহ আমাদেরকে ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে দোজাহানের সফলতা হাছিলের তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!

[চলবে]

---

২১. *আব্দুল কারীম আল-খত্বীব, আশ-শুবহাত (রিয়াদ: ইমাদাতুল বাহছিল ইলমী বিজামি'আতি মুহাম্মাদ বিন সঊদ আল-ইসলামী, ১৪১১হি./১৯৯১খ্রি.), পৃ: ১২৭, ১৪২।*

২২. *মাহমূদ শীছ খাত্ত্বাব, আহাম্মিয়্যাতুদ দাওয়াহ (মদীনা: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম সংস্করণ, তা.বি), পৃ. ২৩।*

২৩. *আত-তাফসীরুল মুনীর ১৪/২২৪।*

২৪. *আত-তাফসীরুল ওয়াযেহ ১/৩২৯-৩৩০।*

ডা. সাম্মী লিউনার্দ কেয়া

এম.বি.বি.এস, এম.এস, (অবস-গাইনী)
বি.সি.এস (স্বাস্থ্য)
স্ত্রী রোগ, প্রসূতি বিদ্যা বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
বি.এম.ডি.সি রেজি. নং- এ-৪৯৩১৫
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

চেম্বার :
সিল্ক সিটি ডায়াগনষ্টিক কমপ্লেক্স

ডক্টরস্ টাওয়ার, মেডিকেল কলেজ গেটের সামনে,
সিপাইপাড়া, জিপিও-৬০০০, রাজপাড়া, রাজশাহী।
রোগী দেখার সময়: বিকাল ৩টা থেকে
ফোন : ০৭২১-৭৭০০২৮ মোবাইল : ০১৩১১-০০৪৮৪৮

সিরিয়ালের জন্য : ০১৭৯৯-৮৯৫৪৮৮, ০১৩০৮-৬৩৫৫৭২

স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসাশিক্ষার বৈষম্য

*-ড. মুহাম্মাদ কামরুয্যামান**

দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১ লাখ ৩৪ হাযার ১৪৭ টি। এর মধ্যে সরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা হ'ল ৬৫ হাযার ৯০২টি। এ সমস্ত সরকারী স্কুলের শিক্ষার্থীরা সকলেই সরকারী সুযোগ সুবিধাপ্রাপ্ত। এর বিপরীতে বাংলাদেশে ইবতেদায়ী মাদ্রাসার সংখ্যা মাত্র ১৪ হাযার ৯৮৭টি। যার মধ্যে একটি মাদ্রাসাও সরকারী নয়। এসকল মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা সরকারী কোন সুযোগ-সুবিধাই পায় না। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে। মেধার ভিত্তিতে এসব স্কুল শিক্ষার্থীদের বৃত্তিব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। বিপরীতে ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের জন্য এরকম কোন ব্যবস্থা নেই। এ জাতীয় বিভিন্ন সুবিধাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে তারা শূন্যের কোঠায় রয়ে গেছে। অথচ মাদ্রাসার অধিকাংশ শিক্ষার্থী দরিদ্র পরিবারের সন্তান।

সরকারী এক হিসাব মতে, এত কিছুর পরেও সরকারী প্রাইমারী থেকে প্রতিবছর ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫২ থেকে ৫৫ শতাংশ। অন্যদিকে ইবতেদায়ী মাদ্রাসা থেকে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪০ থেকে ৪২ শতাংশ।[১] স্কুল ও কলেজ শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে সরকারী ব্যাপক সুযোগ সুবিধা। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় তাদের জন্য গড়ে উঠেছে ডিবেটিং সোসাইটি ও ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব। গড়ে উঠেছে নানা সাংস্কৃতিক কেন্দ্রসহ বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। তাদের জন্য রয়েছে বিনোদনের বিভিন্ন অনুষঙ্গ। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের জন্য এ জাতীয় কোন কিছুর ব্যবস্থা রাখা হয়নি। কোন সেক্টরেই তাদের জন্য এ জাতীয় কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। মাদ্রাসার এ সমস্ত বালক-বালিকা এবং কিশোর-কিশোরীরা বিনোদনের সকল সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তারা মানবিক গুণাবলী বিকাশে ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তারা শুধুমাত্র রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত কিছু অনুষ্ঠান পালনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সকল প্রতিষ্ঠানে আবার এ অনুষ্ঠান পালিত হয় না। গুটিকয়েক মাদ্রাসা রাষ্ট্রীয় কিছু অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। সেটাও আবার নিয়ম রক্ষা ও লোক দেখানোর জন্য।

মাদ্রাসাগুলো সবচেয়ে বঞ্চিত হচ্ছে জাতীয়করণের ক্ষেত্রে। প্রতিটি সরকার তার সময়কালে দেশের স্কুল এবং কলেজ জাতীয়করণের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। বর্তমান সরকার ২০১৩ সালের ৯ জানুয়ারী ২৬ হাযার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেছে। কিন্তু জাতীয়করণের এ তালিকায় কখনোই মাদ্রাসাকে যুক্ত করা হয়নি। বাংলাদেশে মাত্র তিনটি সরকারী আলিয়া মাদ্রাসা রয়েছে। এর প্রথমটি হ'ল মাদ্রাসা-ই-আলিয়া ঢাকা। এ মাদ্রাসাটি বাংলাদেশের কোন সরকার প্রতিষ্ঠা করেনি। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৮০ সালে। ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক কলকাতায় এটা প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদ্রাসাটি পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। দ্বিতীয় সরকারী আলিয়া মাদ্রাসাটি হ'ল সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্রাসা। এটিও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নয়। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রিটিশ আমলে তথা ১৯১৩ সালে। তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী খান বাহাদুর সৈয়দ আব্দুল মজিদ সরকারী উদ্যোগে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। তৃতীয় সরকারী আলিয়া মাদ্রাসাটি হ'ল সরকারী মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, বগুড়া। এটাও প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৫ সালে অর্থাৎ ব্রিটিশ পিরিয়ডে। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেব আবু বকর ছিদ্দীক (রহঃ)। ১৯৮৬ সালে প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মাদ এরশাদ এটাকে সরকারীকরণ করেন।

মাউশির তথ্য অনুযায়ী দেশে বর্তমানে সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬৬২টি। ২০১০ সালের আগে সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল ৩৪৮টি। অর্থাৎ গত ১২ বছরে দেশে ৩১৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সরকারী হয়েছে। সর্বশেষ ২০১৮ সালের ১২ই আগস্ট ২৭১টি কলেজকে সরকার সরকারী ঘোষণা করেছে। উল্লেখিত বর্ণনা এটাই প্রমাণ করে যে, বর্তমান সরকার শিক্ষা বান্ধব সরকার। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক সত্য হ'ল, দেশে মাদ্রাসা শিক্ষা উপেক্ষিত রয়ে গেছে। অথচ দেশে ইবতেদায়ী, দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল মাদ্রাসার শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় ৩০ লাখ। এ বিশাল শিশু ও যুবশক্তি সরাসরি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত। এছাড়া দেশে কওমী মাদ্রাসার সংখ্যা ১৪ হাযারের মতো। আর শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় ১৪ লাখ। এ বিশাল জনশক্তি একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে সক্ষম। ইতিপূর্বে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা দেশের শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছেন। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক উন্নয়নেও তাদের অবদান উল্লেখ করার মতো। স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীর পাশাপাশি তারাও দেশ গড়ায় অনন্য ভূমিকা রেখেছেন।

উদাহরণ হিসাবে আমরা নবাব আব্দুল লতিফের কথা উল্লেখ করতে পারি। বাংলার বিখ্যাত এ নবাব ফরিদপুর যেলার বোয়ালমারী থানার শ্রেষ্ঠ সন্তান হিসাবে পরিচিত। তিনি ছিলেন ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্র। কর্মজীবনে রয়েছে তার অভূতপূর্ব অবদান। ১৮৪৯ সালে তিনি ব্রিটিশ ভারতের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৮৭৭ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট পদে প্রমোশন পান। ১৮৬২ সালে তিনি বঙ্গীয় আইন পরিষদের সর্বপ্রথম মুসলিম সদস্য হিসাবে মনোনীত হন। ১৮৬৩ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো মনোনীত হন। একই সালে তিনি কলকাতা মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি গঠন করেন। তাঁর প্রচেষ্টাতে কলকাতা মাদ্রাসায় ফার্সী এবং বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। তাঁরই নেতৃত্বে হাজী মুহাম্মাদ মহসিন ফান্ডের টাকা মুসলিম সন্তানদের শিক্ষা খাতে ব্যয় করা হয়। তিনি 'আলিগড় বৈজ্ঞানিক সোসাইটি'র সদস্য ছিলেন।

* *অধ্যাপক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।*

১. *shikhabarta.com*, ১২ই সেপ্টেম্বর ২০২১।

উল্লেখ্য, তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সহপাঠী ছিলেন। তার অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৮৮০ সালে ইংরেজরা তাকে নবাব উপাধিতে ভূষিত করেন। পরবর্তীতে তিনি নবাব বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হন। ঢাকা আলিয়ার আরেকজন উল্লেখযোগ্য শিক্ষার্থী হ'লেন সৈয়দ আমীর আলী। তিনি উড়িষ্যার কটকে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকালে তিনি কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় (যেটা পরবর্তীতে ঢাকা আলিয়ায় রূপান্তরিত হয়) ভর্তি হন। তিনি আরবী ভাষা ও ব্যাকরণে যথেষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। ১৮৭৩ সাল থেকে ১৮৭৮ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে মুসলিম আইনের অধ্যাপক ছিলেন। ১৮৭৮-১৮৮১ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতার চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ১৮৮৪ সালে তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের ঠাকুর আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৯০ সালে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম মুসলিম বিচারপতি নিযুক্ত হন। অর্থাৎ বৃটিশ আমলে মাদ্রাসা শিক্ষা আর কলেজ শিক্ষার মধ্যে কোন বৈষম্য ছিল না।

ঢাকা আলিয়ার অন্য একজন উল্লেখযোগ্য শিক্ষার্থী হ'লেন মুহাম্মাদ ফখরুদ্দীন। তিনি ১৯৬৩ সালে ঢাকা আলিয়ায় কামিল হাদীছ বিভাগে ভর্তি হন। তিনি একই মাদ্রাসায় প্রভাষক এবং উপাধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শায়খুল হাদীছ। তিনি সিলেট সরকারী আলিয়ার ২৬তম অধ্যক্ষ ছিলেন। ২০০০ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এ দায়িত্ব পালন করেন। প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব পালনে তার সততা ও যোগ্যতা ছিল উল্লেখ করার মতো। আর একজন মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর নাম আমরা গর্বের সাথে উল্লেখ করতে পারি। তিনি হ'লেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও সিলেটের কৃতি সন্তান জনাব হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী। তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের সিলেট যেলায় ১৯২৮ সালে তার জন্ম। তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয় সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্রাসায়। তিনি এ মাদ্রাসায় হাই সেকশনে ভর্তি হয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। তিনি বাংলা, ইংরেজী, উর্দূ ও অন্যান্য ভাষার পাশাপাশি আরবী ভাষাতেও দক্ষ ছিলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদান রেখেছিলেন। ২০১৮ সালে তাঁকে স্বাধীনতা পদক প্রদান করা হয়। তিনি ছিলেন দেশের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও সংসদ সদস্য। ১৯৯৬ সালের ১৪ই জুলাই তিনি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পিকার নির্বাচিত হন। ২০০১ সালে মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত তিনি এ পদে বহাল ছিলেন।

এছাড়া সিলেট আলিয়া মাদ্রাসার উল্লেখযোগ্য আরো কয়েকজন ছাত্র হ'লেন- আবু সাঈদ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ। তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। সৈয়দ লোকমান হোসেন, তিনি ঢাকা যেলার অতিরিক্ত যেলা প্রশাসক হিসাবে সফলভাবে দায়িত্ব পালন করেন। একই মাদ্রাসার ছাত্র ফরিদ উদ্দিন চৌধুরী একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সাবেক সংসদ সদস্য। উক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, অতীতে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা দেশ ও জাতি গড়ায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন। তারা দেশ ও জাতির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রেখেছেন।

কিন্তু বর্তমানে এ শিক্ষাব্যবস্থাকে দুঃখজনকভাবে অবহেলা করা হচ্ছে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় একজন ছাত্রও পাস করেনি এমন কলেজকে সরকার জাতীয়করণ করেছে। অথচ দেশের নামকরা অসংখ্য মাদ্রাসা আছে যে সমস্ত মাদ্রাসার পাশের হার শতভাগ। এ মাদ্রাসাগুলো শুধু শতভাগ পাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এ মাদ্রাসা সমূহের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ জাতীয় বিভিন্ন ইস্যুতে সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে চলেছেন। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি পরীক্ষায় মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা আকাশচুম্বী সাফল্য দেখাচ্ছেন। তারপরও এসমস্ত মাদ্রাসার নাম জাতীয়করণের তালিকাভুক্ত হয় না। ফলে মাদ্রাসা সমূহের দরিদ্র শিক্ষার্থীরা যুগের পর যুগ বঞ্চিতই থেকে যাচ্ছে। মেধার স্বাক্ষর রেখেও তারা সরকারী কোন পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছে না। মাসিক বিভিন্ন হারে বেতন দিয়ে তাদেরকে লেখাপড়া চালাতে হচ্ছে। এসমস্ত গরীব শিক্ষার্থী মাসে সর্বনিম্ন ১০০ টাকা থেকে ৩০০ টাকা বেতন দিয়ে লেখাপড়া করছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এ বেতন ৩০০ থেকে ৫০০ পর্যন্ত বৃদ্ধি হচ্ছে।

অন্যদিকে স্কুল-কলেজের চিত্র সম্পূর্ণ উল্টো। সেখানে একদিকে সচ্ছল পরিবারের সন্তানরা লেখাপড়া করছে। আর জাতীয়করণের সুবিধা পেয়ে তারা মাসিক মাত্র ৭ টাকা হারে বেতন দিচ্ছে। মিড ডে মিল ও উপবৃত্তি উপভোগ করছে। ফ্রি ড্রেসসহ সরকারী অন্যান্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা লাভ করছেন।

বাংলাদেশের মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শতকরা ২৫ ভাগ হ'ল এমপিওভুক্ত মাদ্রাসা। এরপরেও এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা আজ চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী। সরকারী চাকুরি তাদের জন্য দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারী চাকুরিতে তাদের বিরুদ্ধে অঘোষিত নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে। দেশের সরকারী চাকুরির ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান ১০ শতাংশেরও নীচে। এ ১০ শতাংশের একজনও আবার পূর্ণাঙ্গভাবে মাদ্রাসার ছাত্র নয়। এদের সকলেই অনার্স ও মাস্টার্স করেছে কোন না কোন কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। অর্থাৎ সরকারী চাকরিরত এসব মাদ্রাসার শিক্ষার্থী হাফ মাদ্রাসা ও হাফ কলেজে পড়ুয়া। তাদের অর্ধেক সার্টিফিকেট মাদ্রাসার আর বাকী অর্ধেক কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের। দাখিল এবং আলিম পাশ করে তারা অনার্স ও মাস্টার্স করেছে কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। আর এই অনার্স এবং মাস্টার্স দিয়েই তারা চাকুরি করছে সরকারী কোন প্রতিষ্ঠানে। অর্থাৎ সরকারী চাকুরি পাওয়ার আশায় তারা মাদ্রাসাকে বাদ দিয়ে ছুটছে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। এতে ফাযিল এবং কামিল মাদ্রাসা সমূহ মেধাশূন্য হয়ে পড়েছে। এর অর্থ দাঁড়ায় মাদ্রাসায় উচ্চশিক্ষা থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র সরকারী চাকুরির আশায় তারা ছুটছে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। এতে স্পষ্টতই বলা যায় যে, মাদ্রাসা সমূহের উচ্চশিক্ষা লোক দেখানো মাত্র। এখানে গুণের এবং মানের কোন পৃষ্ঠপোষকতা নেই। মূলত: উচ্চ শিক্ষা বলতে জ্ঞানের

সৃজনশীলতা ও গবেষণাকে বুঝায়। প্রেষণা ও উন্নত প্রশিক্ষণও উচ্চশিক্ষার অন্যতম উপাদান ও অনুষঙ্গ। আর এ প্রেষণা ও প্রশিক্ষণ জ্ঞানের সীমারেখাকে বিস্তৃত করে। উন্নত প্রশিক্ষণ একজন শিক্ষার্থীকে উদ্ভাবক ও বিশ্লেষক তৈরিতে সহায়তা করে। জ্ঞানের এ বিস্তৃত ধারা মোটামুটিভাবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজে চালু আছে। কিন্তু মাদ্রাসা সমূহে এগুলোর কোন অস্তিত্ব নেই। এখানে স্কুল-কলেজের মত পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ নেই। প্রেষণার ধারণা নেই, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম নেই। নেই উন্নত গবেষণা জার্নাল ও শিক্ষা ছুটির কোন ব্যবস্থা। নেই কোন উন্নত অবকাঠামোগত ব্যবস্থাপনা। বিজ্ঞান বিভাগ থাকলেও সেখানে বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামাদি নেই। ২১৫টি কামিল মাদ্রাসার মধ্যে ৮২তে অনার্স কোর্স চালু আছে। তাও শুধু কুরআন, হাদীছ, দা'ওয়াহ এবং ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে অনার্স আছে। এর বাইরে মাদ্রাসাগুলোতে কোন অনার্স কোর্স নেই। অর্থাৎ যুগোপযোগী অন্য কোন বিষয়ে অনার্স কোর্স মাদ্রাসাগুলোতে পড়ানো হয় না। আবার এ সমস্ত বিষয়ে অনার্স-মাস্টার্স সম্পন্ন করে মাদ্রাসার প্রশাসনিক পদে চাকরি করার সুযোগ তাদের নেই। যা মাদ্রাসার জনবল কাঠামোতে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। এটা মাদ্রাসাশিক্ষার সাথে মারাত্মক বৈষম্যমূলক আচরণ।[২] অথচ এ আদেশটি বাংলাদেশ সংবিধানের ২৮(১), ২৮(৩), ২৯(১) ও ২৯(২) ধারার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

মাদ্রাসার কামিল ডিগ্রীকে মাস্টার্সের মান দেয়া হ'লেও তারা কলেজের ইসলামী শিক্ষার প্রভাষক হ'তে পারেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করার কথাতো তারা ভাবতেই পারেন না। আবার মাদ্রাসার প্রশাসনিক পদে চাকরির যোগ্যতায় তারা নিষিদ্ধ। সরকারী প্রশাসনের উচুঁ স্তরে আবেদনের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। এটা মাদ্রাসার সাথে এক ধরনের প্রহসন ছাড়া অন্য কিছু নয়। বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে মাদ্রাসা শিক্ষা একেবারেই বঞ্চিত। ডয়চে ভেলের তথ্যানুযায়ী দেশে দাখিল মাদ্রাসার সংখ্যা ৯,২২১টি। আলিম মাদ্রাসা ২,৬৮৮ টি। ফাযিল মাদ্রাসা ১,৩০০টি। আর কামিল মাদ্রাসা ১৯৪টি। এগুলো এমপিওভুক্ত এবং সরকারের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত। দেশে প্রতি বছর নিয়ম অনুযায়ী বাজেট ঘোষিত হয়। বছর যায় বছর আসে। প্রতি বছর কম-বেশী বাজেট বৃদ্ধি পায়। কিন্তু মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয় না। এ বছর বাজেট ঘোষণার তারিখ ছিল ১১ই জুন ২০২১। এটা ছিল দেশের ৪৯তম বাজেট। দেশে দুই শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ করা হয়ে থাকে। একটি হ'ল প্রাথমিক ও গণশিক্ষা খাত। আরেকটি হ'ল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত শিক্ষাখাত। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা খাতে বাজেট ধরা হয়েছে ২৪ হাযার ৯৪০ কোটি টাকা। কিন্তু এখানে ইবতেদায়ী মাদ্রাসার জন্য কোন বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়নি। অপরদিকে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা খাতে বাজেট নির্ধারণ করা হয়েছে ৩৩ হাযার ১১৭ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে দাখিল-আলিম তথা মাদ্রাসার জন্য স্বতন্ত্র কোন বাজেট নির্ধারণ করা হয়নি। শুধুমাত্র কারিগরি প্রতিষ্ঠানের সাথে মাদ্রাসা বিভাগের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৮,৩৪৪ কোটি টাকা। ২০২০-২১ বাজেটে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক খাতে বাজেট বেড়েছে ৫,৪০৭ কোটি টাকা। বিপরীতে মাদ্রাসার জন্য বাজেট বেড়েছে মাত্র ৮৯৪ কোটি টাকা! সরকার স্বীকৃত ও নিয়ন্ত্রিত একটি শিক্ষা বাজেটের এই হাল সত্যি জাতির জন্য লজ্জাজনক। এটা মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য অত্যন্ত অপমানজনক একটি প্রবৃদ্ধি। এত শত অপমান আর লাঞ্ছনার মাঝেও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা ঘুরে দাঁড়িয়েছে বারবার। দেশের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় তাদের রয়েছে ঈর্ষণীয় সাফল্য। সম্প্রতি তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় সেরা সাফল্য অর্জন করেছে। গার্হস্থ্য অর্থনীতিতে ১ম স্থানটি দখল করেছে মাদ্রাসা শিক্ষার্থী। ঢাবি অধিভুক্ত সাত কলেজের মেধা তালিকায়ও ১ম হয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষার্থী। দেশে ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের গুচ্ছ পরীক্ষায় ১ম হয়েছে মাদ্রাসার ছাত্র। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ঘ' ইইনিটে ১ম স্থান অধিকার করেছে মাদ্রাসার শিক্ষার্থী। বুটেক্সে ১ম হয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষার্থী। জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর)-এ প্রথম হয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষার্থী। হাযারো বিপত্তি, বাধা আর বঞ্চিত থাকার পরেও মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের এসব সাফল্য চোখে পড়ার মতো।

এ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা অনুষদের 'খ' ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে যাকারিয়া। সে ঢাকার দারুন্নাজাত ছিদ্দীকিয়া কামিল মাদ্রাসার ছাত্র। এছাড়া বিগত এক যুগব্যাপী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা আকাশচুম্বী সাফল্য দেখিয়েছে। প্রথম স্থানসহ অনেক শীর্ষস্থান তারাই দখল করে আসছে। উল্লেখ্য, ২০০৮-২০০৯ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় 'খ' ইউনিটে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল মাদ্রাসার ছাত্র আব্দুল খালেক। সেবছর প্রথম ১০ জনের ৪ জনই ছিল মাদ্রাসার শিক্ষার্থী। ২০০৯-২০১০ শিক্ষাবর্ষে 'খ' ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিল মাদ্রাসার শিক্ষার্থী আব্দুল আলীম। দ্বিতীয় হয়েছিল আরেক মাদ্রাসার ছাত্র সেলিমুল কাদের। এছাড়া তৃতীয়, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ স্থান অধিকারীও ছিল মাদ্রাসার ছাত্র। একই বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'ঘ' ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম হয় মাদ্রাসার ছাত্র এলিস জাহান। দ্বিতীয় হয় মাদ্রাসা ছাত্র মীযানুল হক। চতুর্থ ও একাদশ স্থানটিও দখল করেছিল ২জন মাদ্রাসা ছাত্র। ২০১০-২০১১ সেশনে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'খ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা প্রথম হয় মাদ্রাসা ছাত্র মাসরূর বিন আনছারী। 'ঘ' ইউনিটে প্রথম হন মাদ্রাসা ছাত্র আসাদুয্যামান। দ্বিতীয় স্থান অধিকারীও ছিল অন্য একজন মাদ্রাসার ছাত্র। এছাড়া 'খ' ইউনিটে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ১৬তম, ১৭তম ও ১৮তম হয় মাদ্রাসা ছাত্র। ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় 'খ' ইউনিটে প্রথম হয় মাদ্রাসার ছাত্র আব্দুর রহমান মজুমদার। একই বছরে সে 'ঘ' ইউনিটেও প্রথম স্থান অধিকার করে।

২. *সূত্রঃ বিশ্ববিদ্যালয় প্রবিধান ২০১৯, অনুচ্ছেদ ২.১, পৃষ্ঠা ৭।*

উল্লেখ্য, মেধাতালিকায় ১০ জনের মধ্যে এ বছর মাদ্রাসার ছাত্র ছিল তিনজন। আব্দুর রহমান জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়েও সর্বাধিক নম্বর পেয়েছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন সংখ্যা ছিল ২,২২১টি। পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল ৪০ হাযারের অধিক শিক্ষার্থী। আর উত্তীর্ণ হয়েছিল মাত্র ৩,৮৭৪ জন। আর অকৃতকার্য শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩৫ হাযার ৩৮০ জন। আরও মজার ব্যাপার হ'ল, এ বছরের ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজীতে পাশ করার শর্ত ছিল ১৫ নম্বর পাওয়া। উত্তীর্ণ ৩,৮৭৪ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ইংরেজীতে ১৫ নম্বর পেয়ে পাশ করেছিল কলেজের মাত্র দু'জন ছাত্র। আর মাদ্রাসার ছাত্র আব্দুর রহমানের ইংরেজীতে প্রাপ্ত নম্বর ছিল ২৮.৫০। মাদ্রাসার অন্য দু'জন ছাত্রের ইংরেজীতে প্রাপ্ত নম্বর ছিল ১৫ এর উপরে। অন্যদিকে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে আসা কলেজ ছাত্রদের ইংরেজীতে সর্বোচ্চ নম্বর ছিল ২২.৫০।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক সত্য কথা হ'ল, মাদ্রাসাছাত্রের সাফল্যে সবসময়ই একধরনের জ্ঞানপাপীর গাত্রদাহ শুরু হয়। এত সাফল্যের পরেও তারা মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে দুর্বল বলে অভিহিত করেন। মাদ্রাসায় প্রণীত ১০০ নম্বরের ইংরেজী ও ১০০ নম্বরের বাংলা নাকি এ দুর্বলতার মূল কারণ। অভিযোগের কারণে ২০১৫ সাল থেকে মাদ্রাসাগুলোতে ২০০ নম্বরের ইংরেজী ও ২০০ নম্বরের বাংলা নতুন করে বাধ্যতামূলক করা হয়। এর পিছনে উদ্দেশ্য ছিল যাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ভর্তি হ'তে না পারে। কিন্তু এক্ষেত্রেও মাদ্রাসা ছাত্ররা জ্ঞানপাপীদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেয়। ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পাশের হার ছিল ৯ দশমিক ৯৮ শতাংশ। এতদসত্ত্বেও 'ঘ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম হয় মাদ্রাসাছাত্র আব্দুল্লাহ আল-মামূন। একই ইউনিটে মানবিক শাখা থেকে পরীক্ষা দেয়া মাদ্রাসাছাত্র আব্দুছ ছামাদ প্রথম হয়। 'খ' ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষায় দ্বিতীয় হয় মাদ্রাসাছাত্র রিজাত হোসাইন। ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষের 'খ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় একইভাবে প্রথম স্থান অধিকার করে মাদ্রাসা ছাত্র আব্দুল্লাহ মজুমদার। এ বছর পাসের হার ছিল ১১ দশমিক ৪৩ শতাংশ। কিন্তু শুধুমাত্র মাদ্রাসা ছাত্র হওয়ার কারণে আব্দুল্লাহ মজুমদারকে তার পসন্দের বিষয় পড়তে দেয়া হয়নি। অনৈতিক ক্ষমতাবলে কর্তৃপক্ষ আব্দুল্লাহ্র প্রাপ্য অধিকারকে খর্ব করে দিয়েছেন। যা সুস্পষ্টভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন। এত অনৈতিক বাধা-বিপত্তির পরেও ২০১৭-২০১৮ সেশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের অবস্থান ছিল জয়জয়কার। এ বছর ঢাবির 'খ' ইউনিটে একটি মাদ্রাসা থেকেই ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল ৮৪ জন ছাত্র। এর মধ্যে ছাত্রী ছিল ৫ জন।

এত সাফল্যের পরেও একটি মাদ্রসাকেও সরকারী করা হচ্ছে না। প্রতিবছর শতশত প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হ'লেও মাদ্রাসাগুলো থেকে যাচ্ছে উপেক্ষিত। অথচ এমন অনেক কলেজ আছে যেখানে একজন ছাত্রও পাস করেনি। কিন্তু শুধুমাত্র কলেজ হওয়ার কারণে সেটা জাতীয়করণ হয়ে গেছে।[৩] প্রতিবছরই মাদ্রাসা ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করে। এমনকি টপ ২০ জনের মধ্যে ১০ জনই থাকে মাদ্রাসা থেকে আগত। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের সাথে বিমাতাসুলভ আচরণ করেন। তাদেরকে ভালো বিষয়ে পড়াশোনার সুযোগ দেন না। এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ৭ কলেজের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে গত ১৭ই নভেম্বর ২০২১। এ কলেজগুলোতে কলা ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদের মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২১ হাযার ১৩২ জন। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ১৪ হাযার ৩৮২ জন। আর এদের মধ্যেও প্রথম হয়েছে ঢাকার দারুন্নাজাত সিদ্দিকিয়া কামিল মাদ্রাসার ছাত্র নাজমুল ইসলাম। ১২০ নম্বরের মধ্যে সে পেয়েছে ১০৭ নম্বর।[৪] একইভাবে ২০২০-২১ সালের গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে গত ১৭ই নভেম্বর ২০২১। মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৫,৫৪৫ জন। উত্তীর্ণ হয়েছে চার হাযার ৪৯৫ জন। আর প্রথম হয়েছে তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসা মহিলা শাখার ছাত্রী হামীদা ইসলাম।

দেশের মোট জনশক্তি এখন ১৬ কোটি ৯১ লাখ। বাংলাদেশ সবেমাত্র এল.সি.ডি অতিক্রম করলেও দেশে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা কম নয়। 'বিশ্ব ক্ষুধা সূচক ২০২১'এ ১১৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৭৬তম। অথচ বর্তমান সরকারের টার্গেট ২০৪১ সালে দেশকে স্বনির্ভর উন্নত বাংলাদেশ উপহার দেয়া। কিন্তু মাদ্রাসায় পড়ুয়া অর্ধকোটি জনশক্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করে সে টার্গেটে পৌঁছানো আদৌ সম্ভব নয়। তাদেরকে অবহেলিত রেখে সামনে এগিয়ে যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কারণ তারাও এদেশের মানুষ। তারা এদেশটাকে তাদের প্রাণের চেয়েও ভালোবাসে। এ বিশাল জনশক্তিকে তাই যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া প্রয়োজন। দেশের জঙ্গিবাদ ও উগ্রবাদ দূরীকরণে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরাই একমাত্র কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম। সুতরাং সরকারের উচিত তাদেরকে প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসা। তাদের মাঝে প্রগাঢ় মূল্যবোধ রয়েছে। তাদেরকে এখন কর্মমুখী ও জীবনমুখী করে গড়ে তোলা সময়ের দাবী। তাদের মাঝে ধর্মের যথেষ্ট জ্ঞান আছে। তাদেরকে সতিনের ছেলের মতো দূরে ঠেলে দেয়া উচিত হবে না। বরং তাদেরকে কাছে টেনে আপন করা উচিত। তাদেরকে বিজ্ঞান ও আবিষ্কারমুখী করে গড়ে তোলা উচিত। স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার মাঝে সৃষ্ট বিভেদদেয়াল দূরীভূত করা উচিত। তাদেরকে প্রশিক্ষণের আওতায় এনে স্ব স্ব ক্ষেত্রে কর্মোদ্যোগী করা উচিত। এতে দেশের সমন্বিত উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। পরস্পরের মনস্তাত্বিক ব্যবধান দূর হবে। ফলে কর্তৃপক্ষের প্রতি তাদের ভালোবাসা সৃষ্টি হবে। সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই কেবল সরকারের উন্নত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন হ'তে পারে।

৩. *দৈনিক কালের কণ্ঠ, ১৪ই অক্টোবর ২০১৬।*
৪. *bdnews24.com, ১৭ই নভেম্বর ২০২১।*

মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ)-এর জীবনের কতিপয় শিক্ষণীয় ঘটনা

-ড. নূরুল ইসলাম

মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (১৮৬৮-১৯৪৮) ছিলেন উপমহাদেশের একজন খ্যাতিমান আলেমে দ্বীন, অপ্রতিদ্বন্দ্বী মুনাযির ও ধর্মতাত্ত্বিক। তাঁর সংগ্রামী জীবনের পরতে পরতে আমাদের জন্য শিক্ষার বার্তা রয়েছে। তিনি ছিলেন উত্তম আচরণের অধিকারী এবং অত্যন্ত বিনয়ী। নিম্নে তাঁর জীবনের কতিপয় শিক্ষণীয় ঘটনা তুলে ধরা হ'ল-

(১) 'যতদিন দেহে প্রাণ আছে ততদিন তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে যাব' :

একদিন এক ইসলামী জালসায় মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ) তাওহীদ ও রিসালাতের উপরে বক্তব্য দিচ্ছিলেন। শ্রোতামণ্ডলী অত্যন্ত আগ্রহভরে তার বক্তব্য শুনছিল। ইত্যবসরে স্টেজের এক প্রান্ত থেকে নিক্ষিপ্ত একটি ইটের টুকরা তাঁর একেবারে নিকটে এসে পড়ে। এভাবে তিন তিনবার স্টেজে ইটের টুকরা নিক্ষেপ করা হয়। আল্লাহ্র রহমতে একবারও ইট তাঁর শরীরে লাগেনি। বিরোধীরা তাদের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়ে এক পর্যায়ে গালিগালাজ শুরু করে দেয়। তিনি বিদ'আতীদের এরূপ আচরণে ক্ষুব্ধ না হয়ে বরং মুচকি হাসি দিয়ে বলেন, 'বন্ধুরা! আমি ইটের জওয়াব ইট দিয়ে দিতে চাই না। আমি বরং দো'আ করি, আল্লাহ যেন আপনাদের উপরে রহম করেন! আপনাদেরকে তাওহীদের নে'মত দান করেন এবং শিরক ও বিদ'আত থেকে বাঁচান। ভ্রাতৃমণ্ডলী! ইট তো দূরের কথা, আপনারা যদি আমার উপর তরবারি চালান, তবুও আমি দাওয়াত ও তাবলীগ থেকে বিরত হব না। যতদিন দেহে প্রাণ আছে ততদিন তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে যাব'।[১]

(২) এক হিন্দু যুবকের অবিস্মরণীয় স্বীকারোক্তি :

একবার মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীকে হিন্দুদের সাথে বিতর্ক করার জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়। বিতর্কে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে তিনি ট্রেনে যাত্রা শুরু করেন। তার সাথে একজন হিন্দু যুবক ট্রেনে চড়ে। সফরে দু'জন মুসাফিরের পরিচিত হওয়ার ন্যায় তারা পরিচিত হন। মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী ট্রেনে সার্বক্ষণিক দো'আ ও যিকির-আযকারে ব্যস্ত ছিলেন। বিভিন্ন উপলক্ষ্যে তিনি যেসব দো'আ পাঠ করছিলেন হিন্দু যুবক সেগুলি মনোযোগ দিয়ে শুনছিল এবং তাঁর কাছ থেকে পঠিত দো'আগুলির অর্থ জেনে নিচ্ছিল। এভাবে এক পর্যায়ে তারা রেল স্টেশনে এসে নামেন। অমৃতসরীর জন্য স্টেশনে গাড়ি অপেক্ষা করছিল। কিন্তু সেই হিন্দু যুবককে কেউ রিসিভ করতে আসেনি। অমৃতসরী তাকে ডাকলেন এবং নিজের গাড়িতে বসালেন। যাত্রা শুরু করার পূর্বে অমৃতসরী যানবাহনে চড়ার দো'আ পাঠ করে নিলেন। যুবকটি এর অর্থ জানতে চাইল। তখন তিনি তাকে পঠিত দো'আর অর্থ বুঝিয়ে দিলেন। দো'আর অর্থ যুবকটির মনে গভীরভাবে রেখাপাত করল। পরের দিন নির্ধারিত সময়ে বিতর্ক শুরু হল। অমৃতসরী বিতর্ক মঞ্চে এসে দেখলেন, গতকালের ঐ হিন্দু যুবক তার সাথে বিতর্ক করতে এসেছে। যুবকটি অমৃতসরীকে দেখে তাঁর দিকে এগিয়ে আসল এবং তাঁর সাথে করমর্দন করল। অতঃপর হিন্দু, মুসলিম, খ্রিষ্টান, বিতর্কের আয়োজকবৃন্দ, প্রশাসনিক লোকজন এবং আইন-শৃঙ্খলায় নিয়োজিত বাহিনীর সামনে যুবকটি ঘোষণা দিল, 'ইনি আল্লাহ্র সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি। ইনি আল্লাহকে অত্যধিক স্মরণ করেন। তার মতো ব্যক্তির সাথে আমার মতো অকিঞ্চনের বিতর্ক করা আমার দৃষ্টিতে অপরাধ। তার মতো উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কোন ব্যক্তি তাঁর সাথে বিতর্ক করবে। আর আমি আমার সমপর্যায়ের ব্যক্তিদের সাথে বিতর্ক করব। আমিও আমার স্রষ্টাকে স্মরণ করি। কিন্তু এই ব্যক্তির ধারে-কাছেও আমি যেতে পারব না'। ভরা মজলিসে হিন্দু যুবকের এই স্বীকারোক্তির সাথে সাথেই বিতর্ক সমাপ্ত হল। জনগণ কৃতজ্ঞচিত্তে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করলেন।[২]

(৩) হজ্জ সফরেও অমৃতসরীর হাত থেকে রেহাই পেল না কাদিয়ানীরা :

মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী ১৯২৬ সালে হজ্জব্রত পালন করার জন্য মক্কায় গমন করেন। মক্কায় অবস্থানকালে তিনি কাদিয়ানীদের ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডনে আরবীতে একটি প্রবন্ধ লিখেন। অমৃতসরীর নিজের ভাষায়, 'আমি মক্কা মুকাররমায় মিসরীয় 'আল-মানার' পত্রিকায় দেখি সেখানে কাদিয়ানী মতবাদের খণ্ডনে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধটি দেখা মাত্রই আমার ভিতরে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হ'ল। কারণ এটা একেবারেই অসম্ভব যে, কাদিয়ানী মতবাদ সম্পর্কে আমি কোন বিষয় দেখব আর তাতে নাক গলাব না। চাই আমি মক্কা মুকাররমায় থাকি অথবা মদীনা মুনাওয়ারায়। তাই আমি আরবীতে একটি প্রবন্ধ লিখলাম এবং 'আল-মানার' পত্রিকার সম্পাদক শায়খ রশীদ রিযা মিসরীর নিকট পত্রিকায় ছাপানোর জন্য সেটি পাঠালাম। ২৭তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা ৩০শে যুল'ক্বাদাহ ১৩৪৪হিঃ/১১ই জুন ১৯২৬ সালে أَمْرُ الْقَادِيَانِيِّ قَدْ فُصِلَ 'গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর ব্যাপারে চূড়ান্ত ফায়ছালা হয়ে গেছে' শিরোনামে সেটি প্রকাশিত হয়'।[৩]

(৪) 'আমাকে হাজী বলবেন না' :

হজ্জ সম্পাদন করার পর সমাজে হাজীদেরকে হাজী ছাহেব, আলহাজ প্রভৃতি লকব দেওয়া হয়। অনেকে তাদের নামের আগে আলহাজ না বললে বা না লিখলে ক্রুদ্ধ হন। ছানাউল্লাহ অমৃতসরী ছিলেন এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। কেউ তাকে হাজী বা

১. *সীরাতে ছানাঈ, পঃ ৩২৬-৩২৭।*

২. *আল-মানার, মিসর, ৩১.১২.১৯৩৩, পৃঃ ৬৩৯-৬৪০; আব্দুল মুবীন নাদভী, আবুল অফা ছানাউল্লাহ আল-আমরিতসারী, পৃঃ ৮৮-৮৯।*

৩. *আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮১-২৮৩।*

আলহাজ বলুক এটা তিনি একেবারেই অপসন্দ করতেন। তিনি একে 'রিয়া' বা লৌকিকতা এবং নিজের ফরয আমলকে বরবাদ করার নামান্তর মনে করতেন। এমনকি তিনি সাপ্তাহিক 'আহলেহাদীছ' পত্রিকায় একবার এই ঘোষণা দেন, 'হাজী লকবের বিষয়ে আমি অনেকবার বন্ধুদের নিকট আরয করেছি যে, আমাকে হাজী বলবেন না। চিঠিপত্র ও জালসার পোস্টারে যেন আমার নামের আগে হাজী লেখা না হয়। অন্যথা ভবিষ্যতে আমি এরূপ কোন পত্রের জবাব দিব না এবং এমন কোন জালসাতেও অংশগ্রহণ করব না'।[৪]

(৫) বড়দের প্রতি সম্মানবোধ :

মাওলানা সাইয়িদ সুলায়মান নাদভী (১৮৮৪-১৯৫৩) বলেন, একবার মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী দারুল উলূম নাদওয়াতুল ওলামা লাক্ষ্ণৌয়ে আসেন। আমি তখন দারসে ছিলাম। তাঁকে আসতে দেখে দ্রুত তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু তিনি আমার পরিবর্তে আমার শিক্ষক শামসুল ওলামা মাওলানা হাফীযুল্লাহ (রহঃ)-এর দিকে অগ্রসর হলেন এবং হাদীছের এই অংশটুকু পাঠ করলেন, كَبِّرِ الْكُبْرَ 'তুমি বড়দের সম্মান করবে' *(বুখারী হা/৬১৪২)*।[৫]

(৬) ঘাতকের পরিবারের ব্যয় নির্বাহ :

১৯৩৭ সালের ৪ঠা নভেম্বর মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী এক জালসায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে অমৃতসরের মসজিদে মুবারকে গমন করেন। সেখানে পৌঁছার পর 'টাঙ্গা' (ঘোড়াবাহিত দুই চাকার গাড়ি) থেকে নামার সাথে সাথেই কামার বেগ নামক জনৈক ব্রেলভী তরুণ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ' শ্লোগান দিয়ে ধারালো অস্ত্র নিয়ে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। ঘটনার প্রায় তিন মাস পর ঘাতক কলকাতায় গ্রেফতার হয়। ১৯৩৮ সালের ৬ই এপ্রিল আদালত তাকে চার বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করে। অমৃতসরী এতে খুশী হওয়ার পরিবর্তে দুঃখিত হন। তিনি সাপ্তাহিক 'আহলেহাদীছ' পত্রিকায় একবার লিখেন, 'সত্য বলছি, আমি ঠাণ্ডা জায়গায় ফ্যানের বাতাস খাওয়ার সময় এবং ঠাণ্ডা পানি পান করার সময় অপরাধীর প্রতি দয়ার উদ্রেক হয়। মনে মনে ভাবি, সে জেলের মধ্যে কিভাবে সময় কাটাচ্ছে। আল্লাহ তাকে তওবার তৌফিক দিন'।[৬]

কামার বেগ তার ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়। জনৈক ব্যক্তির মাধ্যমে জেলখানা থেকেই সে অমৃতসরীর কাছে ক্ষমা চায়। এদিকে অমৃতসরী জানতে পারেন যে, কামার বেগের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তার অনুপস্থিতিতে তার পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করার মতো কেউ নেই। ফলে সে জেলে থাকা অবস্থায় তিনি অত্যন্ত গোপনে পুরা চার বছর তার পরিবারের খরচ বহন করেন। কামার বেগ এ কথা জানার পর অত্যন্ত লজ্জিত হয়।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী হিজরত করে পাকিস্তানের সারগোদাতে চলে আসেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। কামার বেগও সারগোদায় হিজরত করেন। তিনি প্রত্যেক দিন সকালে অমৃতসরীর কবরে গিয়ে তাঁর মাগফিরাতের জন্য দো'আ করতেন এবং অশ্রুসিক্ত নয়নে নিজের অপরাধের জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাইতেন।[৭]

(৭) এক হিন্দুর চিকিৎসা খরচ বহন :

একবার অমৃতসরের এক হিন্দু অসুস্থ হয়ে পড়ে। মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী তাকে দেখতে যান এবং দ্রুত আরোগ্য লাভ করবেন বলে তাকে সান্ত্বনা প্রদান করেন। যখন অমৃতসরী জানতে পারেন যে, তার নিকটে চিকিৎসা করার মতো কোন টাকা-পয়সা নেই, তখন তার জন্য কিছু টাকা পাঠিয়ে দেন এবং জনৈক আতর বিক্রেতাকে বলেন, এই ব্যক্তির যে ঔষধ লাগবে তার ব্যবস্থা করবে এবং আমার নামে তার মূল্য লিখে রাখবে।[৮]

(৮) হালাক রিযিকের প্রতি গুরুত্বারোপ :

একদা এক ব্যক্তি পিঠে জ্বালানী কাঠের বোঝা নিয়ে সাপ্তাহিক 'আহলেহাদীছ' পত্রিকার দফতরে আসে। মাওলানা অমৃতসরী তাকে দেখেই মুচকি হাসি দেন এবং এই হাদীছটি পাঠ করেন, لأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا ، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ 'তোমাদের কারো পক্ষে এক বোঝা লাকড়ি সংগ্রহ করে পিঠে বহন করে নেয়া কারো নিকট চাওয়ার চেয়ে উত্তম। কেউ তাকে দিতেও পারে, আবার নাও দিতে পারে' *(বুখারী হা/২০৭৪)*।

হাদীছটি শুনে বহনকারী নিজে এবং অন্যরা হেসে ওঠে। কিন্তু অমৃতসরী দৃঢ়তার সাথে বলেন, 'হালাল উপার্জন বাস্তবিকই ভিক্ষাবৃত্তির চেয়ে উত্তম। আর ভিক্ষুক সর্বদা অপমানিত হয়'।[৯]

(৯) খেয়ানতকারীর পক্ষাবলম্বন করা ঠিক নয় :

মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী অত্যন্ত পরহেযগার ও আমানতদার ছিলেন। লোকজন তার নিকট মূল্যবান অলংকার, নগদ অর্থ প্রভৃতি জমা রাখত এবং যখন প্রয়োজন হত নিয়ে যেত। তিনি তার বক্তব্যে মুসলমানদেরকে পরহেযগারিতা অবলম্বনের এবং অন্যের আমানত ফিরিয়ে দেয়ার জোর তাগিদ দিতেন। খেয়ানতকারীকে তিনি মোটেই প্রশ্রয় দিতেন না। বরং তাকে সর্বদা এড়িয়ে চলতেন এবং বলতেন, وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِيْنَ خَصِيْمًا 'আর তুমি খেয়ানতকারীদের পক্ষে বাদী হয়ো না' *(নিসা ৪/১০৫)* অনুযায়ী খেয়ানতকারীদের পক্ষাবলম্বন করা ঠিক নয়।

---

৪. *সাপ্তাহিক আহলেহাদীছ, ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯২৬; সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ২৯৯-৩০০।*
৫. *ইয়াদে রফতেগাঁ, পৃঃ ৩৬৯-৩৭০।*
৬. *আহলেহাদীছ, অমৃতসর, ৩রা জুন ১৯৩৮, পৃঃ ১৪।*
৭. *ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত, পৃঃ ৭৮-৮২; সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ৩২৮-৩৩২; রাসায়েলে ছানাইয়াহ, পৃঃ ১০৭, ১৬৭-১৭৮।*
৮. *সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ১৭৪।*
৯. *ঐ, পৃঃ ১৮০।*

একবার এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এক হাযার টাকা আমানত রেখে যান। একদিন তিনি সেই টাকা ফেরৎ নেওয়ার জন্য আসেন। কিন্তু সেদিন অমৃতসরী অফিসে ছিলেন না। তার সেক্রেটারী লোকটিকে বলেন, অন্য কোন দিন আসুন! মাওলানার অনুমতি ছাড়া টাকা দেওয়া যাবে না।

অন্য একদিন ঐ ব্যক্তি এসে মাওলানাকে বলেন, ইতিপূর্বে আমি আপনার নিকট এসেছিলাম। কিন্তু আপনি সেদিন অফিসে ছিলেন না। তাই আপনার সেক্রেটারী আমাকে টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। একথা শুনে অমৃতসরী সেক্রেটারীকে বলেন, তুমি যেহেতু আমার হিসাব রাখো এবং তুমি জানতে যে, এই ব্যক্তি টাকা আমানত রেখে গেছেন, তাহলে কেন তার আমানত তাকে ফিরিয়ে দিলে না? স্মরণ রাখ আল্লাহ্র বাণী وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيْمًا 'আর যারা নিজেদের মধ্যে খেয়ানত করে, তুমি তাদের পক্ষে বিতর্ক করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন খেয়ানতকারী পাপীকে ভালবাসেন না' *(নিসা ৪/১০৭)*।

(১০) আমানত আদায় করার তাগিদ প্রদান :

একবার তিনি দু'জন মুসলমানকে ঝগড়া করতে দেখেন। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন যে, একজন আরেকজনের কাছে কিছু টাকা আমানত রেখেছিল। কিন্তু সে তা ফেরৎ দিতে চাচ্ছে না। এমনকি অস্বীকার করছে। তখন অমৃতসরী তাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এই হাদীছটি শুনান, أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ 'যে তোমার কাছে কিছু আমানত রেখেছে তা ফিরিয়ে দাও। আর যে তোমার খেয়ানত করেছে তুমি তার খেয়ানত করো না' *(তিরমিযী হা/১২৬৪; মিশকাত হা/২৯৩৪)*।[১০]

(১১) নিজের কাফের ঘোষণাকারীর জন্য সুফারিশ!

মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মীর ওয়ায়েয নামক এক ব্যক্তি বিভিন্ন জালসা ও মাহফিলে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীকে কাফের ঘোষণা করতেন। একদা এই ব্যক্তি মালেরকোটলায় অমৃতসরীকে কাফের ঘোষণা করেন। মালেরকোটলার গভর্ণর বিষয়টি জানতে পেরে তাকে সতর্ক করে দেন এবং দ্বিতীয়বার যেন তিনি এই শহরে প্রবেশ না করেন সেজন্য ফরমান জারী করেন। অনেকদিন পর গভর্ণরের দাওয়াতে অমৃতসরী এক জালসায় বক্তব্য প্রদানের জন্য মালেরকোটলায় আসেন। তার বক্তব্য শোনার জন্য স্বয়ং গভর্ণর জালসা ময়দানে উপস্থিত হন। তিনি অমৃতসরীর বক্তব্য শুনে অত্যন্ত খুশী হন ও তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। অতঃপর গভর্ণর অমৃতসরীকে বলেন, আপনার যদি কোন প্রয়োজন থাকে বা কোন প্রস্তাব থাকে তাহলে আমাকে বলতে পারেন। তখন অমৃতসরী তাকে বলেন, মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মীর ওয়ায়েযকে মাফ করে দিন এবং তার উপর থেকে এই শহরে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা তুলে নিন। গভর্ণর অমৃতসরীর এই আবেদন গ্রহণ করেন এবং মীর ওয়ায়েযকে টেলিগ্রাম করে বিষয়টি জানিয়ে দেন।[১১]

(১২) এক কৃপণকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান :

অমৃতসরের এক ধনাঢ্য মুসলিম একবার একটি ভালো কাজে চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। একদিন এক মজলিসে মাওলানা অমৃতসরী তার উপস্থিতিতে কৃপণতা ও দানশীলতার উপরে সারগর্ভ বক্তব্য পেশ করেন এবং নিম্নোক্ত হাদীছটি পাঠ করেন, مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا 'প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাঁদের একজন বলেন, 'হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের উত্তম প্রতিদান দিন আর অপরজন বলেন, হে আল্লাহ কৃপণকে ধ্বংস করে দিন' *(বুখারী হা/১৪৪২)*। অমৃতসরীর বক্তব্য শুনে ঐ কৃপণ ধনী অত্যন্ত লজ্জিত হয় এবং বড় অংকের চাঁদা প্রদান করে।[১২]

(১৩) যাকাতের মাল ছুঁয়েও দেখলেন না অমৃতসরী :

দেশ বিভাগকালীন দাঙ্গায় মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর একমাত্র পুত্র সন্তান মাওলানা আতাউল্লাহ শাহাদাত বরণ করেন। নিজের সহায়-সম্পত্তি, প্রেস, মূল্যবান লাইব্রেরী সবকিছু রেখে মাত্র ৫০ রূপিয়া নিয়ে নিঃস্ব অবস্থায় তিনি স্বপরিবারে হিজরত করে চলে আসেন পাকিস্তানে। এ সময় একদিন চিনিউট (যেলা ঝাংগ)-এর আহলেহাদীছ জামা'আত যাকাতের পনেরশ টাকা জমা করে তার নিকট পাঠান। তিনি টাকার অংক দেখে বলেন, কি বলব? অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। খুব কষ্টে আছি। কিন্তু তাই বলে যাকাতের মাল খাব তা হতে পারে না। একথা বলে তিনি টাকাগুলো নিতে অস্বীকার করেন এবং খুব কষ্টে দিনাতিপাত করতে থাকেন।[১৩]

(১৪) উদারতা :

একবার লুধিয়ানার হানাফীদের সাথে কতিপয় মাসআলায় মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর ঝগড়া হয়। মতদ্বৈততা এতদূর গড়ায় যে, সেখানকার হানাফীরা তাঁর সাথে কথা না বলার এবং দেখা-সাক্ষাৎ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এর কিছুদিন যেতে না যেতেই হানাফীরা লুধিয়ানায় একটি জালসার আয়োজন করেন এবং এক ব্রেলভীর সাথে মুনাযারা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। লুধিয়ানার হানাফীরা মুনাযারার জন্য অমৃতসরীর কাছে টেলিগ্রাম পাঠান। তাদের ধারণা ছিল না যে, তিনি তাদের দাওয়াতে সাড়া দিবেন। হানাফীরা মুনাযারার বিষয়ে অত্যন্ত চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন ছিলেন। মাওলানা অমৃতসরী টেলিগ্রাম পাওয়া মাত্রই লুধিয়ানায় এসে হাযির হন

১০. *ঐ, পৃঃ ১৮২-১৮৩।*

১১. *নুকূশে আবুল অফা, পৃঃ ৭৬-৭৭।*
১২. *সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ১৮৫।*
১৩. *ঐ, পৃঃ ৪৭৫।*

এবং হানাফীদের সাথে মু'আনাকা করেন। এভাবে উদারতার পরিচয় দিয়ে তিনি তাদের হৃদয় জয় করে নেন।[১৪]

(১৫) মাওলানা অমৃতসরী ও জুনাগড়ীর রসবোধ :

মৌনাথভঞ্জনে অল ইণ্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স-এর অধিবেশন উপলক্ষ্যে আয়োজকবৃন্দ সিদ্ধান্ত নেন যে, আমন্ত্রিত ওলামায়ে কেরাম ও আলোচকবৃন্দের যার যে বাহন পসন্দ তার জন্য সেই বাহনেরই ব্যবস্থা করা হবে। উক্ত অধিবেশনে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী ও মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী অংশগ্রহণ করেন। স্টেশনে গাড়ি থেকে নামার পর তাদেরকে তাদের পসন্দের বাহন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। অমৃতসরী পালকি আর জুনাগড়ী হাতি পসন্দ করেন। যখন তাঁরা নিজ নিজ বাহনে বসে গন্তব্যের দিকে যাত্রা শুরু করেন তখন মাওলানা জুনাগড়ী মাহুতকে বলেন, মাওলানা অমৃতসরী পালকিতে বসে আগে চলে গেলেন। তুমি হাতিকে একটু দ্রুত হাঁকাও এবং তার পালকিকে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যাও। মাহুত তার নির্দেশ মতো দ্রুত হাতি হাঁকায়। হাতি যখন অমৃতসরীর পালকির নিকট দিয়ে যাচ্ছিল তখন জুনাগড়ী উচ্চৈঃস্বরে বলেন, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ 'আমি আপনার মর্যাদাকে সমুন্নত করেছি' *(শরহ ৪)*। অমৃতসরী দ্রুত জবাব দেন, أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ 'তুমি কি শোনো নি, তোমার প্রভু হস্তীওয়ালাদের সাথে কিরূপ আচরণ করেছিলেন?' *(ফীল ১)*।[১৫]

(১৬) মজলিসের আদব ও অমৃতসরীর কথার প্রভাব :

এক জালসায় সভাপতি ছাহেব শ্রোতামণ্ডলীকে জায়গা প্রশস্ত করে বসতে বলেন। কিন্তু লোকজন সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে পূর্বের মতোই বসে থাকে। জনগণের এ অবস্থা দেখে মাওলানা অমৃতসরী উঠে দাঁড়ান এবং বলেন, সম্মানিত ভ্রাতৃমণ্ডলী! কমপক্ষে কুরআনী বিধান তো আপনাদের মনে রাখা উচিত। মহান আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 'হে মুমিনগণ! যখন তোমাদের বলা হয় মজলিস প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা সেটি কর। আল্লাহ তোমাদের জন্য প্রশস্ত করে দিবেন। আর যখন বলা হয়, উঠে যাও, তখন উঠে যাও। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন। আর তোমরা যা কর আল্লাহ তা ভালভাবে খবর রাখেন' *(মুজাদালা ৫৮/১১)*। এ আয়াত শুনে মানুষজন জায়গা প্রশস্ত করে বসে।[১৬]

(১৭) এক শিখের সাথে উত্তম আচরণ :

একবার এক জালসায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে তিনি ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণীতে সফর করছিলেন। একই বগিতে এক শিখ যাত্রী ছিলেন। তিনি নিজ আসন থেকে উঠার সময় ট্রেনের ছাদের সাথে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগে। এর ফলে ঐ ব্যক্তি মাথা ঘুরে পড়ে যান এবং ব্যথায় কাতরাতে থাকেন। তার এ অবস্থা দেখে মাওলানা অমৃতসরী তার কাছে ছুটে যান, তাকে উঠিয়ে বসান এবং সিটের উপর শুইয়ে দেন। তারপর তার মাথা ও পা টিপে দেন এবং শরীর মালিশ করে দেন। অথচ ঐ শিখ মাওলানাকে এসব করতে নিষেধ করছিলেন। অমৃতসরী তাকে জবাব দেন, 'সরদার ছাহেব! ইসলাম শুধু মুসলমানদের খিদমত করার নির্দেশ দেয়নি; বরং সকল বনু আদম ও সকল ধর্মের অনুসারীদের সাথে সদাচরণ করার নির্দেশ দিয়েছে। তাই আমি দয়াপরবশ হয়ে আপনার সাথে সদাচরণ করেছি তা নয়। বরং এটা আমার নৈতিক দায়িত্ব। আমাদের রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ارْحَمُوا مَنْ فِى الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ 'তোমরা যমীনবাসীর উপর দয়া করো, তাহ'লে আসমানবাসী (আল্লাহ) তোমাদের উপর দয়া করবেন' *(তিরমিযী হা/১৯২৪; মিশকাত হা/৪৯৬৯)*।[১৭]

(১৮) আতিথেয়তা :

মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী অত্যন্ত বিনয়ী ও অতিথিপরায়ণ ছিলেন। এ সম্পর্কে অনেক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেটি হ'ল, দারুল উলূম দেওবন্দে অধ্যয়নকালে তাঁর সহপাঠী ছিলেন মাওলানা খায়রুদ্দীন হানাফী দেওবন্দী। তিনি মূলতঃ আফগানিস্তানের গযনীর অধিবাসী ছিলেন। সেখান থেকে হিজরত করে বিহারের গয়ায় গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিলেন। মাওলানা খায়রুদ্দীন বলেন, আমি আমার প্রিয় জন্মভূমি আফগানিস্তানের গযনীতে বেড়াতে যাই। ফেরার পথে মাওলানা ছানাউল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা পোষণ করি। কিন্তু মনে মনে ভাবি, তিনি অনেক বড় মাপের মানুষ। চতুর্দিকে তার সুনাম-সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। হয়ত তিনি আমাকে চিনতে পারবেন না।

এসব সাতপাঁচ ভাবার পরও আমি মাওলানার সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে অমৃতসরে অবতরণ করি এবং তাঁর বাড়ির দিকে যাত্রা শুরু করি। তাঁর বাড়িতে পৌঁছার পর দরজার নিকট এক ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। আমি তার মাধ্যমে মাওলানার কাছে খবর পাঠায় যে, গয়ার মাওলানা খায়রুদ্দীন আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে চান। কিছুক্ষণ পরেই দেখি, মাওলানা ছাহেব হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তিনি আমাকে সালাম দিলেন এবং আমার সাথে মুছাহাফা ও কোলাকুলি করলেন। আমাকে উষ্ণ

১৪. *ঐ, পৃঃ ২৮৬।*
১৫. *ঐ, পৃঃ ১৬২-১৬৩।*
১৬. *ঐ, পৃঃ ১৭৫।*
১৭. *সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ১৭১-১৭২; আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৪-৮৫।*

অভিনন্দন জানিয়ে তার কামরায় নিয়ে গেলেন এবং দারুণ আতিথেয়তা প্রদান করলেন। আমার সাথে সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং কিছুদিন তার বাড়ীতে থাকার জন্য বললেন। কিন্তু তার অনুরোধ রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব হল না। এদিকে গয়ায় যাওয়ার ট্রেনের টিকিট কাটা থাকায় আমি ট্রেন ধরার সময় হাতে রেখে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্টেশনের দিকে রওয়ানা হলাম। ট্রেন আসতে বিলম্ব হওয়ায় ওয়েটিং রুমে বসে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। হঠাৎ দেখি মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী একজন ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। তিনি বাড়ী থেকে আমার জন্য দুপুরের খাবার নিয়ে এসেছেন এবং আমাকে তা খাওয়ার জন্য জোরাজুরি করলেন। অতঃপর তিনি আমাকে বিদায় জানিয়ে চলে গেলেন। তাঁর আন্তরিকতা, ভালবাসা ও আতিথেয়তায় আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হলাম। অথচ তিনি ছিলেন অত্যন্ত ব্যস্ত ও একজন প্রসিদ্ধ আলেমে দ্বীন। এই বিনয়-নম্রতা তার উচ্চ মর্যাদার এক অনন্য নিদর্শন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপরে রহম করুন'।[১৮]

(১৯) এক বিদ'আতী মৌলভীর প্রশ্ন :

মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী একবার আঞ্জুমানে ইসলামিয়া জম্মুর বার্ষিক জালসায় শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী ভাষণ প্রদান করেন এবং গায়রুল্লাহ্র পূজাকারী মুসলমানদেরকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করেন। জালসা শেষ হওয়ার পর তিনি নিজ অবস্থানস্থলে ফিরে এলে বহু মানুষের সামনে এক বিদ'আতী মৌলভী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, মাওলানা ছাহেব! কুরআন মাজীদে আল্লাহ্র অলীগণকে জীবিত বলা হয়েছে। অথচ আপনি জীবিত ব্যক্তির নিকট সাহায্য চাওয়া এবং মনস্কামনা পূরণের নিবেদন জানানোকে নিষেধ করছেন?

বিদ'আতী মৌলভীর এ প্রশ্ন শুনে অমৃতসরী চিরাচরিত মুচকি হাসি দিয়ে বললেন, মৌলভী ছাহেব! আপনার আপত্তি সম্পূর্ণ যৌক্তিক। আমরা মৃত ব্যক্তিদের ইবাদত করা ও তাদের নিকট সাহায্য চাওয়া থেকে এজন্য নিষেধ করি যে, আমাদের আক্বীদা অনুযায়ী তাদের শরীর, গোশত, হাড্ডি, চামড়া জীবিত নয়। স্রেফ তাদের রূহ সমূহ, তাদের নাম ও কর্ম জীবিত। কুরআনের পরিভাষায় শহীদগণ, অলিগণ, সত্যবাদীগণ এবং নবী-রাসূলগণের অমর জীবনের মর্ম হল, তারা আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনের জন্য যে কাজ ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সেজন্য তাদের নাম চিরদিন জীবিত ও চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাছাড়া মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'কিন্তু তোমরা তা বুঝ না' *(বাক্বারাহ ২/১৫৪)*। সেই জীবনের স্বরূপই যখন আপনার জানা নেই তখন দুনিয়াবী জীবনের সাথে তুলনা করছেন কেন? আপনি যদি দৈহিকভাবে জীবিত থাকার কারণে মনস্কামনা ও প্রয়োজন পূরণের জন্য তাদের কাছে আবেদন-নিবেদন করেন এবং তাদের কাছে মাথা নত করেন, তাহলে তো আপনাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু থেকে শুরু করে বৃহদাকার হাতির পূজা করতে হবে। বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞান তো প্রমাণ করছে যে, উদ্ভিদ ও জড় বস্তুর মধ্যেও জীবনের অস্তিত্ব রয়েছে। যেসব জিনিস বাহ্যিক দৃষ্টিতে আমরা প্রাণহীন মনে করি সেগুলিরও জীবন আছে। আর এ কারণেই এগুলি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাহলে আপনি কি এখন পাথর ও গাছের পূজা করবেন? মুশরিকদের মতো তাদেরকেও প্রয়োজন পূরণকারী মনে করুন। আপনাকে কে বাধা দিবে? তবে এজন্য আপনাকে সর্বাগ্রে কুরআন মাজীদ থেকে তাওহীদের আয়াতগুলিকে বাদ দিতে হবে এবং وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ 'অথচ তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা খালেছ অন্তরে একনিষ্ঠভাবে কেবলমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করবে...' *(বাইয়েনাহ ৯৮/৫)* এ জাতীয় বিধান ও মাসআলাগুলিকে কুরআন থেকে অপসারণ করতে হবে। বিদ'আতী মৌলভী অমৃতসরীর এই সমুচিত জবাব শুনে লা-জওয়াব হয়ে অপমানের ঘাম মুছতে মুছতে সেখান থেকে প্রস্থান করে।[১৯]

(২০) 'যখন দু'জন মুসলমান পরস্পর জগড়া করে তখন আমি খুব কষ্ট পাই' :

একবার মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী একটি জালসায় অংশগ্রহণ করেন। জালসা শেষে তিনি বিশ্রামস্থলে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এমন সময় দু'জন আলেম পরস্পর ঝগড়া শুরু করে দেন। ঝগড়া এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, তারা পরস্পর মারমুখী হয়ে উঠেন। এ দৃশ্য দেখে তিনি দ্রুত খাট থেকে নেমে আসেন এবং তাদের দু'জনের মাঝে বসে বলেন, ভাই ঝগড়া করবেন না। যা বলার আমাকে বলুন! যখন দু'জন মুসলমান পরস্পর ঝগড়া করে তখন আমি খুব কষ্ট পাই। আমার ভয় হয় পূর্ববর্তী জাতি সমূহের মতো মুসলমানরাও যেন পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ ও মারামারি করে ধ্বংস হয়ে না যায়। তিনি দু'জনের মাঝে মীমাংসা করে দেন এবং ততক্ষণ পর্যন্ত সেখান থেকে উঠেননি যতক্ষণ না তারা ভবিষ্যতে পরস্পর মিল-মহব্বতের সাথে থাকার অঙ্গীকার করেন। এরপর তিনি তার জায়গায় ফিরে আসেন।

এ সময় এক ব্যক্তি অমৃতসরীকে বলে, মাওলানা আপনি অযথা মেহনত করে এদের দু'জনের মধ্যে মীমাংসা করে দিলেন। আমাদেরকে তামাশা দেখতে দিলেন না। তার এ কথা শুনে মাওলানা অমৃতসরী তাজ্জব বনে গেলেন এবং তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আপনি যদি শিক্ষিত না হতেন তাহলে আমি আপনাকে মূর্খ বলতাম। আপনি কোন কিসিমের মানুষ যে, দু'জন মুসলমানের ঝগড়াকে 'তামাশা' বলছেন এবং আগ্রহ সহকারে তাদের ঝগড়া দেখছেন। অথচ তাদের সামান্য ঝগড়াও মুসলিম উম্মাহ্র জন্য দুর্বলতা, বিশৃঙ্খলা,

১৮. *আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৭-৭৮। গৃহীত: দাউদ রায, হায়াতে ছানাঈ, পৃঃ ১২২-১২৩।*

১৯. *সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ১৫১-১৫৩।*

নিফাক ও দলাদলির কারণ হতে পারে। যখন মুসলমানরা পরস্পর ঝগড়া করবে তখন আল্লাহ্র নির্দেশ হল, وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، 'তোমরা পরস্পরে আপোষ মীমাংসা করে নাও। আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক' *(আনফাল ৮/১)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا 'যদি মুমিনদের দুই দল পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহ'লে তোমরা তাদের মধ্যে সন্ধি করে দাও' *(হুজুরাত ৪৯/৯)*। সুতরাং যে ব্যক্তি মুসলমানদের আপোষে লড়াই দেখে খুশী হয়, তাদেরকে বাধা দেয় না এবং তাদের মাঝে আপোষ মীমাংসা করে দেয় না, সে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের আনুগত্যকারী নয় এবং পূর্ণ মুসলমানও নয়। সে কুরআন ও সুন্নাহ্র বিরোধিতা করে'।[২০]

পরিশেষে বলা যায়, মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী জ্ঞানে-গুণে একজন আদর্শ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। বিনয়-নম্রতা, কোমলতা, আতিথেয়তা, সাহসিকতা, আমানতদারিতা, আল্লাহভীরুতা প্রভৃতি গুণে তিনি বিভূষিত ছিলেন। তাঁর জীবনের উল্লেখিত ঘটনাগুলো এর প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি আমাদের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন অনন্তকাল।

২০. *ঐ, পৃঃ ১৭৮-১৭৯।*

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)*।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

ইয়াতীম ও দুস্থ প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিন শতাধীক ইয়াতীম ও দুস্থ (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ'তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে ইয়াতীম ও দুস্থ প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	৩০০০/=	৩৬,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের মাধ্যম

পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, **হিসাব নম্বর** ০১৫১২২০০০২৭৬১ আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।
বিকাশ, নগদ ও রকেট : ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭, ০১৭২২-৬২০৩৪০-৮।
বিকাশ : ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯।

বার্ষিক ৩৬,০০০/- টাকা দিয়ে ১জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

দারুস সুন্নাহ বুক শপ

স্বত্বাধিকারী : মুহাম্মদ রেযাউল করীম

এখানে তাফসীর ও হাদীছ সহ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে লিখিত সকল প্রকার ইসলামী বই-পুস্তক পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়। এছাড়া দেশী-বিদেশী আতর, টুপি, মুছাল্লা (জায়নামায), খেজুর, মিসওয়াক এবং মহিলাদের হাত মোযা, পা মোযা ও হিজাবসহ অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাওয়া যায়।

Darussunnahlibraryrangpur
rejaul09islam@gmail.com
০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪০-৮১১৩৪৪

বি:দ্রঃ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে যত্ন সহকারে বই ও অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাঠানো হয়।

আল-মানার ভবন (নীচতলা), সেন্ট্রাল রোড কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন, রংপুর

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন

সোনামণি প্রতিভা

(একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর'১২ হ'তে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন **'সোনামণি'**-এর মুখপত্র **'সোনামণি প্রতিভা'**।

লেখা আহ্বান

মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে **'সোনামণি প্রতিভা'**র জন্য উক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

নিয়মিত বিভাগ সমূহ :

বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, হাদীছের গল্প এসো দো'আ শিখি, ইতিহাস, রহস্যময় পৃথিবী, খেলা ও দেশ পরিচিতি, যাদু নয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ম্যাজিক ওয়ার্ড, গল্পে জাগে প্রতিভা, একটু খানি হাসি, অজানা কথা, বহুমুখী জ্ঞানের আসর, কবিতা, মতামত ইত্যাদি।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা) নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩, ০১৭২৬-৩২৫০২৯, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭।

যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব

(৪র্থ কিস্তি)

চরিত্র-মাধুর্য :

শায়খ আলবানী ছিলেন বিনয়ী, পরহেযগার, সচ্চরিত্রবান, সহনশীল ও প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী। যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ হওয়া সত্ত্বেও জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি নিজেকে একজন 'তালিবুল ইলম' হিসাবেই গণ্য করতেন। ছোট-বড়, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সব শ্রেণীর মানুষের নিকট থেকে উপদেশ গ্রহণ করতেন। কারো সাথে বড়ত্ব প্রদর্শন করতেন না। বিনয়-নম্রতা ও তাক্বওয়া-পরহেযগারিতায় তিনি ছিলেন সালাফে ছালেহীনের একনিষ্ঠ অনুসারী। নিম্নে তাঁর চরিত্রের কয়েকটি দিক সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল :

পরহেযগারিতা :

জীবনের সর্বক্ষেত্রে তিনি ছহীহ সুন্নাহর পূর্ণ অনুসরণের প্রতি ছিলেন তীব্র আকাঙ্ক্ষী। যেকোন আমলের সঠিক নিয়ম, সঠিক সময় ও সঠিক সংখ্যার প্রতি যেমন পূর্ণ নযর রাখতেন; তেমনি খাদ্য-পানীয় ও পোষাকাদি পরিধান থেকে শুরু করে সকল বৈষয়িক ক্ষেত্রে শারঈ নীতিমালা বাস্তবায়নের প্রতি পূর্ণ সতর্ক থাকতেন।[১] শায়খ মুহাম্মাদ ছালেহ আল-উছায়মীন তাঁর ব্যাপারে বলেন, 'আলবানীর সাথে স্বল্প সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে আমি বুঝেছি, আক্বীদা-আমল উভয় ক্ষেত্রে সুন্নাহ ভিত্তিক আমল ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ব্যাপারে তিনি খুবই একাগ্রচিত্ত'।[২]

কুরআন তেলাওয়াত এবং পরকালীন পুরস্কার ও শাস্তির বিবরণ সম্বলিত হাদীছসমূহ শ্রবণকালে তিনি কেঁদে ফেলতেন। একইভাবে কোন আলেমের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে তিনি অশ্রুসিক্ত হ'তেন। তিনি বেশী বেশী নফল ছালাত ও ছিয়ামে অভ্যস্ত ছিলেন। সোমবার ও বৃহস্পতিবার নিয়মিত নফল ছিয়াম পালন করতেন। জুম'আর দিন সময়ের অনেক পূর্বেই মসজিদে গমন করে দীর্ঘ সময় নফল ছালাত আদায় করতেন। প্রতিবছর হজ্জ ও ওমরাহ পালন করতেন। কোন কোন বছর একাধিকবার ওমরাহ করতেন। তিনি ত্রিশ বারেরও বেশী হজ্জব্রত পালন করেন।[৩] এছাড়া বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে তাঁর পরহেযগারিতা ফুটে ওঠে। যেমন-

(১) শায়খ মুহাম্মাদ ঈদ আব্বাসী বলেন, 'আমরা কয়েকজন দ্বীনী ভাই শায়খ আলবানীর সাথে তারাবীহ্র ছালাত আদায় করতাম। তিনি দীর্ঘ রুকূ ও সিজদাসহ সুন্নাহর সূক্ষ্ম অনুসরণের মাধ্যমে প্রায় তিন ঘন্টা ব্যাপী ছালাত আদায় করতেন। প্রত্যেক রুকূতে তিনি ৮-৯ মিনিট ব্যয় করতেন। একবার শায়খ আলী খাশান তারাবীহ্র ছালাতের মধ্যবর্তী সময়ে কোন একটি মাসআলা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এখন ইবাদতের সময়। জ্ঞানার্জনের সময় নয়।[৪]

(২) মরক্কোর রাষ্ট্রীয় শিক্ষা বিভাগের সদস্য, লেখক, ঐতিহাসিক ও বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্বপালনকারী প্রফেসর আব্দুল হাদী আত-তাযী (১৯২১-২০১৫ খৃ.) বলেন, 'শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী যখন মরক্কো সফরের এরাদা করলেন, তখন আমি তাঁকে রাষ্ট্রীয় আতিথ্য দানের ব্যাপারে তৎকালীন বাদশাহ হাসান দ্বিতীয়-এর সাথে আলাপ করলাম। তাঁর নিকটে আলবানীর মর্যাদা ও ইলমী অবস্থান তুলে ধরলাম। ফলে বাদশাহ তাঁর জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় তিনটি গাড়ির বহর ও পাঁচ তারকা হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিলেন। সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির ভাণ্ডার তাঁর ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করার নির্দেশ দিলেন। আমি অত্যন্ত খুশী হয়ে বাদশাহকে এরূপ ব্যবস্থা করার জন্য ধন্যবাদ জানালাম এবং আলবানীর সাথে যোগাযোগ করে তাঁকে এই সুসংবাদ শুনালাম।

কিন্তু আমাকে বিস্মিত করে তিনি এতে অসন্তুষ্ট ও রাগান্বিত হ'লেন এবং রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার ব্যবহারের বিষয়টি ব্যতীত সকল রাষ্ট্রীয় মর্যাদা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেন। অতঃপর বললেন, যদি আপনি আমাকে সম্মান জানাতে চান, তবে আপনার নিজস্ব গাড়িটি আমাকে দিবেন। আর আমি সফরকালে শহরের কয়েকজন আলেমের সান্নিধ্যে অবস্থান করব।

প্রফেসর তাযী বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে আমি খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম। বাদশাহর নিকটে এখন আমি কি ওযর পেশ করব? কি বলব তাঁকে? তারপর বাদশাহর সাথে যোগাযোগ করে বললাম, আলবানী আপনার প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করেছেন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় আতিথেয়তা গ্রহণে ওযর পেশ করেছেন। বাদশাহ বিস্মিত হয়ে বললেন, অস্বীকৃতি জানিয়েছেন! আমি বললাম, অস্বীকৃতি নয়, তবে...। বাদশাহ আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, না কোন অসুবিধা নেই। তিনি সত্যিই একজন ঈমানদার আলেম। প্রফেসর তাযী বলেন, এ ঘটনার ফলে আলবানীর প্রতি আমার ভালোবাসা যোজন যোজন বৃদ্ধি পায়'।[৫]

(৩) রিয়াদের দারুছ ছুমাই'ঈর প্রধান আব্দুল্লাহ ইবনু হাসান আছ-ছুমাই'ঈ বলেন, 'শায়খ আলবানী বাদশাহ ফায়ছাল পুরস্কার লাভের পর আমি খুবই আনন্দিত হয়ে তাকে স্বাগত জানানোর জন্য গেলাম। তখন তিনি বললেন, 'আল্লাহ আপনাকে আরো কল্যাণের সুসংবাদ দিন! আপনি আল্লাহ্র

১. আব্দুল আযীম উমরী মাদানী, মুহাদ্দিছে 'আছর আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী (কর্নাটক, ভারত : দারুল হুদা, ১ম প্রকাশ, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ১৭।
২. হায়াতুল আলবানী ওয়া আছারুহু, পৃ. ৫৪৩।
৩. নাছিরুদ্দীন আলবানী; মুহাদ্দিছুল 'আছর ওয়া নাছিরুস সুন্নাহ, পৃ. ৪৭।
৪. ইমাম আলবানী : দুরূস ওয়া মাওয়াক্বিফ ওয়া 'ইবার, পৃ. ৮৮-৮৯।
৫. শায়খ হানী আল-হারেছীর নিকট সংরক্ষিত প্রফেসর আব্দুল হাদী আত-তাযীর রেকর্ডকৃত বক্তব্য থেকে গৃহীত। ওয়েবলিংক- www.alalbani.info/alalbany_misc_0039.php. 10.02.2019.

নিকটে দো'আ করুন! তিনি যেন আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদ দান করেন'।[৬]

(৪) ঈদ আব্বাসী বলেন, 'দাওয়াতী সফর, শিক্ষাদান বা কারো সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে সঊদী আরব ও জর্দানের বিভিন্ন শহরে আমরা তাঁর সাথী হয়েছি। সেক্ষেত্রে গাড়ির প্রয়োজন হ'লে তিনি তাতে গ্যাস ভরে নিতেন এবং নিজে তাঁর মূল্য পরিশোধ করতেন। আমরা তাঁর আগেই তা পরিশোধের চেষ্টা করলে তিনি অনুমতি দিতেন না। বরং বলতেন, যানবাহনের খরচ আমার উপরেই ছেড়ে দাও। এ সফরটি যেন শুধুমাত্র আল্লাহ্র জন্য ও তাঁর দ্বীনের খেদমতে কবুলযোগ্য হয়'।[৭]

(৫) একবার আলবানী জর্দানের মাফরাক শারকী শহরের শুওয়াইকা এলাকায় আয়োজিত একটি ইলমী বৈঠকে আলোচনা পেশ করার জন্য গমন করলে তাঁর বক্তব্যের পূর্বে স্থানীয় বিদ্বান প্রফেসর ইবরাহীম স্বাগত ভাষণে বলেন, '...এক্ষণে আমরা আমাদের শায়খ, বিশিষ্ট আলেম ও মহান শিক্ষাগুরু মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানীর সাথে মিলিত হব এবং সুন্দর একটি সময় অতিবাহিত করব। আমি শুওয়াইকা এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে বিশেষত এখানকার তালিবে ইলমদের পক্ষ থেকে তাঁকে স্বাগত জানাচ্ছি। যারা সবাই আজকের দিনটি সম্মানিত উস্তাদের সাথে কাটাতে এবং তাঁর ইলম ও হিকমতের মণি-মুক্তা থেকে কিছু শ্রবণের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে'।

অতঃপর আলবানী তাঁর বক্তব্য শুরু করেন এবং হামদ ও ছানা পাঠের পর তিনি বলেন, 'প্রিয় ভাই প্রফেসর ইবরাহীমকে তাঁর বক্তব্য ও স্তুতিবাদের জন্য ধন্যবাদ। এরূপ ক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ)-এর পর ইসলামের প্রথম খলীফা আবূ বকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর অনুসরণ ব্যতীত আমার কিছুই বলার নেই। যখন তিনি কাউকে তাঁর প্রশংসা করতে শুনতেন... আমার মনে হয় বিশেষত যখন কেউ তাঁর প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করে ফেলতো, যদিও তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর যথার্থ প্রতিনিধি ছিলেন...। একথা বলে আলবানী কেঁদে ফেলেন এবং ক্রন্দনের আধিক্যে অল্পক্ষণের জন্য বক্তব্য বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর তিনি বলেন, আবূবকর (রাঃ) বলতেন, اللهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا يَقُولُونَ، وَاغْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ، وَاجْعَلْنِي خَيْرًا مِمَّا يَظُنُّونَ، 'হে আল্লাহ! তারা যা বলছে সে ব্যাপারে তুমি আমাকে পাকড়াও করো না। আমার যেসব পাপ সম্পর্কে তারা জানে না, তা ক্ষমা করে দাও। তুমি আমাকে তাদের ধারণার চেয়ে উত্তম বানাও'।[৮] এটাই বলতেন মহান সত্যবাদী আবূবকর (রাঃ)! তাহ'লে আমরা কিইবা বলতে পারি?

৬. *আলবানী, ছহীহ মাওয়ারিদিয যামআন ইলা যাওয়াইদি ইবনি হিব্বান (রিয়াদ : দারুছ ছুমাই'ঈ, ১ম প্রকাশ, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ৩।*
৭. *মাক্বালাতুল আলবানী, পৃ. ১৭৬।*
৮. *আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৭৬১।*

সত্য সত্যই আমি বলছি। একটু আগে আমার সম্মানিত ভাই ইবরাহীমের নিকট থেকে আমি যা শুনলাম, আমি সেসব গুণের অধিকারী নই। আমি একজন জ্ঞানান্বেষী বৈ কিছুই নই। আর প্রত্যেক জ্ঞানান্বেষীর উচিত রাসূল (ছাঃ)-এর ঐ বাণীর অনুসারী হওয়া, যেখানে তিনি বলেছেন, 'তুমি আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হ'লেও তা প্রচার কর'।[৯]

(৬) ১৯৮৪ খৃষ্টাব্দে সঊদী আরব সফরকালে তাঁর এক সঊদী সাথী তাঁকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান এবং বলেন যে, আপনার আগমনে সেখানে ত্রিশ লক্ষাধিক মানুষ উপস্থিত হবে ইনশাআল্লাহ। একথা শুনে আলবানী অস্বীকৃতি জানালেন। বারংবার নিবেদন এমনকি একদিনের জন্য যাওয়ার আবেদনেও তিনি রাযী হ'লেন না। বাসায় ফিরে আসার পর তাঁর একনিষ্ঠ সাথী আবূ লাইলা দাওয়াত কবুল না করার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, إني أخشي علي نفسي الفتنة 'আমি আমার নিজের উপর ফিৎনার আশংকা করছি'।

(৭) একবার তিনি গাড়িতে বসেছিলেন। হঠাৎ এক ব্যক্তি তাঁকে চিনতে পেরে ছুটে এসে বলল, আপনিই কি শায়খ আলবানী? একথা শুনে আলবানী কেঁদে ফেললেন। পরে তাঁকে কাঁদার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, ينبغي للمرء أن يجاهد نفسه وأن لا يغتر بإشارة الناس إليه 'প্রত্যেক মানুষেরই উচিৎ স্বীয় নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করা এবং তাঁর প্রতি মানুষের কৌতুহলের কারণে ধোঁকায় না পড়া'।[১০]

বিনয় ও নম্রতা :

(১) শায়খ আবূ ইসহাক্ব আল-হুওয়াইনী বলেন, 'একদিন আমরা কয়েকজন তাঁর বাড়িতে গেলে তিনি নিজেই দরজা খুললেন এবং সহাস্যবদনে আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন। আমরা সবাই তাঁর বাড়ীর বাগানে গিয়ে বসলাম। অতঃপর তিনি আমাদেরকে নাশতা করতে বাধ্য করলেন। এসময় তিনি নিজ হাতে খাবার এনে আমাদের মাঝে পরিবেশন করছিলেন। আমি উঠে সাহায্য করতে চাইলাম। কিন্তু তিনি অস্বীকৃতি জানিয়ে আমাকে বসার নির্দেশ দিলেন। বিব্রত হয়ে আমি বললাম, শায়খ! আমি বসে থাকব আর আপনি আমার খেদমত করবেন, এটা তো আমার জন্য খুবই অভদ্রতার পরিচয়। উত্তরে তিনি মনে রাখার মত যে কথাটি বললেন তা হ'ল, 'নির্দেশ মান্য করাই প্রকৃত আদব, বরং তা আদব রক্ষার চেয়েও উত্তম'।[১১]

৯. *বুখারী হা/৩২৭৪; সিলসিলাতুল হুদা ওয়ান নূর, ৬৪০-৬৪২ নং টেপ, আবূ লাইলা আছারী কর্তৃক রেকর্ডকৃত, https://archive.org /details/Silsilat_Al-Huda_Wan-Noor, 17.03.2019।*
১০. *ইমাম আলবানী : দুরূস ওয়া মাওয়াক্বিফ ওয়া 'ইবার, পৃ. ১২৬।*
১১. *আবূ ইসহাক্ব আল-হুওয়াইনী, বাদরুত তামাম ফী তারজামাতিশ শায়খ আল-ইমাম (অডিও টেপ), https://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=87871#227577*

(২) আলবানীর প্রিয় ছাত্র আলী হালাবী বলেন, ‘একদিন আমি শায়খকে জিজ্ঞেস করলাম যে, আপনার মৃত্যুর পর আমরা ইলমে হাদীছে কার উপর নির্ভর করব? তিনি বললেন, ‘তোমরা নিজেদের উপরেই নির্ভরশীল হও। আমি কামনা করি তোমরা আলবানীর চেয়েও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবে’।

(৩) ইছাম হাদী বলেন, ‘একদিন আমি তাঁকে একটি মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এটা আমার জানা নেই। আগামীকাল আমাকে জিজ্ঞেস করো। হয়তো আল্লাহ তা‘আলা এ ব্যাপারে আমার হৃদয়ে কিছু উদ্ভাসিত করবেন। কিন্তু পরের দিন আমি জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আল্লাহ আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কিছুই খুলে দেননি’।

(৪) তিনি প্রায়ই বলতেন, أنا طُوَيْلِبُ العلم ‘আমি নগণ্য জ্ঞানান্বেষী মাত্র’। তাঁর ঘনিষ্ঠ ছাত্র ইছাম হাদী একদিন তাঁকে বললেন, ‘আপনি যদি নিজেকে নগণ্য জ্ঞান না করে কেবল طالب العلم বা ‘জ্ঞানান্বেষী’ বলতেন, তাহ’লে আমাদের মত ছাত্ররা নিজেদেরকে طويلب العلم বলতে পারতাম! আলবানী হেসে ফেললেন এবং পুনরায় বললেন, না আমি طويلب العلم বা ‘নগণ্য জ্ঞানান্বেষী’।[১২]

(৫) শায়খ আব্দুল্লাহ ‘আলূশ বলেন, শায়খ আলবানী ছিলেন সচ্চরিত্রবান, সহনশীল, প্রজ্ঞাবান ও প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী। ...তিনি ছিলেন সংযমী হৃদয়ের মানুষ। স্বীয় উপার্জন দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। ট্রাম বা যানবাহনে তাঁর যাতায়াতের ভাড়া আমাদের দেওয়ার সুযোগ দিতেন না। বরং তাঁর সঙ্গী-শুভাকাঙ্ক্ষীদের ভাড়া নিজেই পরিশোধ করতেন। তিনি বলতেন, ‘আমি ঐ শায়খদের বিরোধিতা করি, যারা তাদের ভক্ত-অনুরক্তদের মাল-সম্পদের উপর কর্তৃত্ব করেন’। তিনি কোন হুকুম পেশ করার ক্ষেত্রে তার দলীল জেনে নেওয়ার ব্যাপারে আমাদের প্রশিক্ষণ দিতেন। বলতেন, ‘তোমার কি হয়েছে! তুমি এর দলীল ও তার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে আমাকে প্রশ্ন করছো না!’ ... তিনি সবসময় আমাদেরকে ইবাদতের ক্ষেত্রে খুশূ-খুযূ বজায় রাখার নির্দেশনা দিতেন।[১৩]

ভুল-ত্রুটি স্বীকারে দ্ব্যর্থহীন :

ভুল স্বীকারের ব্যাপারে আলবানী ছিলেন সালাফে ছালেহীনের একনিষ্ঠ অনুসারী। কেউ তাঁর কোন ভুল ধরিয়ে দিলে সেটাকে তিনি নিজের জন্য মর্যাদাহানিকর মনে করতেন না। বরং নির্দ্বিধায় মেনে নিতেন এবং তার জন্য দো‘আ করতেন। এমনকি তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে অনেক স্থানে তিনি এরূপ ভুল সংশোধনের জন্য ভুল ধরিয়ে দেওয়া ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।[১৪] যেমন-

(১) একদিন জনৈক ছাত্র শায়খ আলবানীর একটি ভুল ধরিয়ে দিলে তিনি তার জন্য দো‘আ করে বললেন, ‘এর জন্য আল্লাহ তোমাকে উত্তম জাযা দান করুন এবং আমাদের পারস্পরিক মহব্বতকে এমন মহব্বতে পরিণত করুন, যা পরস্পরকে উপদেশ প্রদান এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হয়। কেননা অনেক মানুষ অপরকে বলে থাকে যে, আমি তোমাকে আল্লাহ্র জন্য ভালোবাসি। কিন্তু যখনই ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সে কোন দোষ-ত্রুটি করে ফেলে, তখন তাকে দূরে ঠেলে দেয় ও তার মর্যাদাহানি করে। এটা কখনোই ‘আল্লাহ্র জন্য ভালোবাসা’র নিদর্শন নয়। বরং যখন আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পরকে উপদেশ দেওয়া হবে তখনই তা প্রকৃত ভ্রাতৃত্ব বলে গণ্য হবে। সুতরাং যখন তুমি আমার কোন ভুল-ত্রুটি দেখবে, তখন অবশ্যই আমাকে সংশোধন করে দিবে’।[১৫] তিনি বলতেন, السَّعيد من وُعظ بغيره ‘সৌভাগ্যবান সেই যে অন্যের দ্বারা উপদেশ প্রাপ্ত হয়’।

(২) জনৈক ব্যক্তি শায়খ আলবানীকে তাখরীজের ক্ষেত্রে তাঁর যেসব ভুল হয়েছে এবং পরবর্তীতে সংশোধন করেছেন সে ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল। উত্তরে তিনি বললেন, ‘যদি তুমি জিজ্ঞেস কর যে, আলবানী কি তাঁর কোন কিতাবে ভুল করেছেন এবং পরে তা শুদ্ধ করেছেন? তাহ’লে আমি স্বীকার করব যে, সেখানে আমি কিছু ভুল করেছিলাম, যা পরে সংশোধন করেছি। কেননা ইমাম শাফেঈ বলেছেন, أبي الله أن يتم إلا كتابه، بس كتاب الله هو التمام– ‘আল্লাহ তাঁর নিজের কিতাব ব্যতীত অন্য কোন কিতাব পূর্ণাঙ্গ হওয়াকে অস্বীকার করেছেন। সুতরাং কেবলমাত্র আল্লাহ্র কিতাবই পূর্ণাঙ্গ’।

(৩) ইবনু কুতায়বা থেকে বর্ণিত হাদীছ الأنبياء صلوات الله عليهم أحياء في قبورهم يصلون، -এর ব্যাপারে তিনি বলেন, ‘ইমাম বায়হাক্বীর বক্তব্য অনুযায়ী ইবনু কুতায়বা হাদীছটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন মনে করে কিছুকাল আমি একে যঈফ বলে ধারণা করতাম। অতঃপর আমি মুসনাদে আবী ইয়া‘লা এবং আখবারে ইস্ফাহান গ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখিত সনদ তদন্ত করে নিশ্চিত হ’লাম যে, এর সনদ ‘শক্তিশালী’। ইবনু কুতায়বা কর্তৃক একক সনদে বর্ণিত বলে ধারণা করা সঠিক নয়। সেকারণে ইলমী আমানত আদায় ও দায়মুক্তির লক্ষ্যে আমি হাদীছটি সিলসিলা ছহীহায় সংকলন করলাম। যদিও এটা অজ্ঞ ও বিদ্বেষপরায়ণদের অন্যায় আক্রমণ, কুৎসা ও কটাক্ষের পথ খুলে দেবে। তবে যেহেতু আমি দ্বীনী আবশ্যকীয় দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি, তাই আমি এসব সমালোচনার কোন পরওয়া করি না। বরং আমি আল্লাহ্র নিকট নেকীর আশা করি মাত্র। সুতরাং হে সম্মানিত পাঠক!

১২. *মুহাদ্দিছুল ‘আছর ইমাম আলবানী কামা ‘আরাফতুহু, পৃ. ২১।*
১৩. *নূরুদ্দীন ত্বালেব, মাক্বালাতুল আলবানী, পৃ. ১১।*
১৪. *আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীছিয যঈফাহ, ১/৬।*
১৫. *নাছিরুদ্দীন আলবানী, সিলসিলাতুল হুদা ওয়ান নূর, অডিও রেকর্ড নং ৮২/৩:৭, https://live.islamweb.net /audio/index.php?page=audioinfo&audioid=117570, 10.05.2019।*

আমার কোন রচনায় যদি এই তাহক্বীক্বের বিপরীত দেখতে পাও, তবে তা পরিত্যাগ কর। অতঃপর এই তাহক্বীক্বের উপর নির্ভর কর'।[১৬]

শত্রুদের সম্পর্কে ইনছাফপূর্ণ নীতি :

শত্রুদের ব্যাপারে তিনি সর্বদা ইনছাফপূর্ণ নীতি অবলম্বন করতেন। কেউ তাঁর প্রতি শত্রুতা পোষণ করলেও তিনি তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতেন না বা কাউকে করার পরামর্শও দিতেন না। যেমন-

(১) একদিন জনৈক ছাত্র আলবানীকে বলেন, এক ব্যক্তি আপনার প্রতি শত্রুতা পোষণ করে এবং আপনার বিরুদ্ধে বিভিন্ন কথা বলে থাকে। আমরা কি তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করব? আলবানী বলেন, 'সে কি আলবানীর সাথে ব্যক্তিগত শত্রুতা পোষণ করে, না আলবানী কিতাব ও সুন্নাহ মোতাবেক যে আক্বীদা পোষণ করে এবং যার প্রতি মানুষকে আহ্বান করে, সে ব্যাপারে শত্রুতা পোষণ করে? যদি সে কিতাব ও সুন্নাহ্র আক্বীদার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, তাহ'লে তার কথার জবাব দিতে হবে এবং তার ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করতে হবে। এরপর যদি মনে কর যে, তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করাই অধিক কল্যাণকর ও উপকারী, তাহ'লে তাই করতে হবে। আর যদি আলবানীর প্রতি সে ব্যক্তিগত শত্রুতা পোষণ করে, কিন্তু কিতাব ও সুন্নাহ্র সীমারেখার ব্যাপারে আমাদের সাথে একমত থাকে, তাহ'লে তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা যাবে না'।[১৭]

(২) আরেকদিন এক যুবক তাঁকে সালাম দিয়ে বলল, হে শায়খ! আমি শরী'আ অনুষদের ছাত্র। আমাদের কয়েকজন ডক্টরেট ডিগ্রীধারী শিক্ষক আপনার সমালোচনা করেন ও কটূ কথা বলেন, বিশেষত অমুক অমুক ব্যক্তি। জবাবে আলবানী বললেন, 'হে ভাই! কোন ব্যক্তির মিথ্যা বলার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যা কিছু শ্রবণ করে, তা-ই মানুষের নিকট বলে বেড়ায়। অতএব জ্ঞানার্জনের সুযোগ পেলে তা কাজে লাগাও এবং তোমার দ্বীনী উপকারে আসতে পারে এমন কিছু জানার থাকলে প্রশ্ন কর!'[১৮]

মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ :

তাঁর কোন কর্মের পিছনে কারো অবদান থাকলে তিনি তার শুকরিয়া আদায়ে ছিলেন সদা তৎপর। স্বীয় গ্রন্থসমূহের বিভিন্ন স্থানে নাম উল্লেখসহ অনেকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। যেমন-

(১) 'আল-আয়াতুল বাইয়িনাত' বইয়ের ভূমিকায় তিনি বলেন, 'জামে'আ ইসলামিয়াহ মদীনা'য় অন্যান্যবারের সফরের ন্যায় শেষ সফরকালেও আমি জামে'আর লাইব্রেরীতে বিশ্বের বিভিন্ন লাইব্রেরী থেকে সংরক্ষিত হাদীছ বিষয়ক ও অন্যান্য বিরল পাণ্ডুলিপিসমূহের গুরুত্বপূর্ণ কপি অধ্যয়নের জন্য যাওয়া-আসা করি। এটা ছিল জামে'আ ইসলামিয়াহ্র বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলর সম্মানিত শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-'আব্বাদ ও সঊদী আরবের গবেষণা ও ফাতাওয়া বিভাগের প্রধান সম্মানিত শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায-এর প্রচেষ্টা ও ইচ্ছার ফল। আল্লাহ তা'আলা তাদের উভয়কে উত্তম জাযা দান করুন এবং তাদেরকে ও অন্যান্য দায়িত্বশীলবৃন্দকে এই গুরুত্বপূর্ণ ও মহান কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত রাখার তাওফীক দিন'।[১৯]

(২) 'ইরওয়াউল গালীল' গ্রন্থটির ভূমিকায় তিনি বলেন, 'গ্রন্থটি রচনার পিছনে পুরো অবদান মহান ভাই প্রফেসর যুহাইর শাবীশের। তিনি গ্রন্থটি মানুষের মাঝে প্রকাশের ব্যাপারে খুবই আগ্রহী ছিলেন'।[২০]

ওলামায়ে কেরামের প্রতি সম্মান :

আলেম-ওলামার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে আলবানী সবসময় ছিলেন অগ্রগামী। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বিদ্বানগণ তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য আগমন করতেন। নিজ গৃহে তিনি তাদের যাবতীয় মেহমানদারীর ব্যবস্থা করতেন। নিজেই গাড়ী চালিয়ে তাঁদেরকে বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যেতেন। তাঁদের মর্যাদার প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি রাখতেন। যেমন-

(১) শায়খ আহমাদ সালেক শানক্বীত্বী (১৯২৮-২০১০ খৃ.)-কে শায়খ আলবানী খুবই সম্মান করতেন। তাঁর কাছে কোন ফৎওয়া আসলে কোন কোন সময় তিনি শায়খ শানক্বীত্বীর নিকট থেকে জেনে নিতেন। একবার তিনি বলেছিলেন, 'আমি শায়খ সালেকের মজলিসকে স্বর্ণের বিনিময়ে ক্রয় করব'। এছাড়াও তিনি তাঁকে জর্দানের সবচেয়ে প্রাজ্ঞ ফক্বীহ বলে আখ্যায়িত করতেন।

(২) ইছাম হাদী বলেন, 'আমি একদিন শায়খ আলবানীকে শায়খ আরনাঊত্বের নাম উচ্চারণ না করে তাঁকে ' الإحسان في تقرير صحيح ابن حبان-এর তা'লীক্ব প্রদানকারী' বলার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি শায়খ শু'আইব আরনাঊত্ব সম্পর্কে যে উচ্চ ধারণা পোষণ করি, তাতে তিনি এরূপ ভুল করতে পারেন না। আমার বিশ্বাস এটা তাঁর অধীনে যারা কাজ করে তাদের ভুল। তবে যখনই আমার ধারণা হবে যে, এটা শু'আইব আরনাঊত্বেরই ভুল, কেবল তখনই আমি তাঁর নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করব'।[২১]

---

১৬. *আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীছিছ ছহীহাহ, ২/১৯০, হা/৬২১।*
১৭. *'ইছাম মূসা হাদী, মুহাদ্দিছুল 'আছর ইমাম মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী কামা 'আরাফতুহূ (জুবাইল : দারুছ ছিদ্দীক, ১ম প্রকাশ, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৯৪।*
১৮. *ঐ, পৃ. ২০।*
১৯. *নু'মান মাহমূদ আল-আলূসী, আল-আয়াতুল বাইয়িনাত ফী 'আদমি সিমাইল আমওয়াতি 'আলা মাযহাবিল হানাফিইয়াহ আস-সাদাত, তাহক্বীক্ব আলবানী (রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১ম প্রকাশ, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ১৭-১৮।*
২০. *আলবানী, ইরওয়াউল গালীল (বৈরূত : মাকতাবাতুল ইসলামিয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৭৯ খ্রি.), ১/৮।*
২১. *মুহাদ্দিছুল 'আছর নাছিরুদ্দীন আলবানী কামা 'আরাফতুহূ, পৃ. ১১০।*

(৩) 'মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ'-এর সাবেক আমীর ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম মাওলানা মুখতার আহমাদ নদভী বলেন, '১৯৭২ খৃষ্টাব্দে আমি যখন দামেশকে শায়খ আলবানীর দরসগাহে তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য যাই, তখন ছাত্রদের ভিড়ের মধ্যে তিনি বসেছিলেন। হঠাৎ আমাকে দেখতে পেয়ে তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সাথে আমাকে আহ্বান করলেন এবং নিজ গৃহে খাদ্যগ্রহণের দাওয়াত দিয়ে বললেন, এটা ব্যতীত আমাদের এ সাক্ষাৎ পূর্ণতা পাবে না। অতঃপর তিনি যোহরের ছালাতের পর নিজ গাড়ীতে করে আমাকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। পথিমধ্যে দামেশকের প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থানসমূহ দেখালেন। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ)-এর কবর দেখালেন। দূর থেকে সেই দূর্গ দেখিয়ে দিলেন, যে দূর্গে ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-কে বন্দী করে রাখা হয়েছিল এবং যেখানে তাঁর কবরও রয়েছে। খাদ্যগ্রহণের পর তিনি আমাকে দামেশকের প্রখ্যাত আলেম শায়খ মুহাম্মাদ বাহজা বাইতারের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে সিরিয়ার আরো অনেক বিদ্বানের সাথে সাক্ষাৎ হ'ল'।[২২]

(৪) ইছাম হাদী বলেন, 'আলবানীর কুর্দী বংশোদ্ভূত ছাত্র ইরাকের প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ হামদী আব্দুল মাজীদ সালাফী (১৯৩১-২০১২ খৃ.) একবার জর্দানে আগমন করলে তিনি তাঁর সম্মানে কয়েকটি ইলমী মজলিসের আয়োজন করেন। অতঃপর বিদায়ের পূর্বে সর্বশেষ মজলিস সমাপ্ত হ'ল। আলবানী তাঁর সাথে বিদায়ী কোলাকুলির সময়ে উভয়ে এমনভাবে অশ্রুপাত করলেন, যা আমরা কখনো দেখিনি। অতঃপর তাঁকে নিজ গাড়িতে উঠিয়ে আমার মামা ইবরাহীম শাকরাহ-এর বাসায় রেখে আসলেন এবং পরদিন সকালে তাঁকে নিজের গাড়িতে করে বিমানবন্দরে রেখে আসবেন বলে ওয়াদা করলেন'।[২৩]

(৫) হিন্দুস্থানী বিদ্বান শায়খ হাবীবুর রহমান আ'যমী শায়খ আলবানীর বিরুদ্ধে 'আলবানী : শুযূযুহূ ওয়া আখত্বাউহূ' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। যেখানে আলবানীর বিরুদ্ধে অনেক অসত্য বিবরণ ও নিন্দাবাদ করা হয়েছে। একবার শায়খ আ'যমী সিরিয়া সফরে এসে দামেশকে গমন করেন এবং আলবানীর আতিথেয়তায় তাঁর বাসায় কয়েকদিন অবস্থান করেন। সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আলবানী মেহমানের সম্মান, বয়োজ্যেষ্ঠতা এবং তাঁর প্রতি সুধারণাবশত উক্ত বইয়ের ব্যাপারে কিছুই বলেননি। অতঃপর শায়খ আ'যমী সিরিয়ার হালবে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলে আলবানী নিজ গাড়ীতে তাঁকে রেখে আসেন। এসময় শায়খ ঈদ আব্বাসী ও প্রফেসর আলী খাশানও তাদের সাথী হন। চলার পথে তাঁরা শায়খ আ'যমীর নিকটে বিরোধপূর্ণ বিভিন্ন মাসআলা সম্পর্কে জানতে চান। কিন্তু সকল প্রশ্নে তাঁর উত্তর ছিল, শায়খ আলবানীকে জিজ্ঞেস করুন। অতঃপর এক পর্যায়ে বললেন, ইমাম মালিক তো মদীনায় উপস্থিত, তাই তিনি ফৎওয়া দিবেন না। অতঃপর আলবানী সেগুলোর জবাব দেওয়া শুরু করলেন। আর তিনি প্রত্যেক উত্তরে কেবল মাথা নাড়িয়ে এবং 'ছহীহ' বলে সম্মতি জ্ঞাপন করছিলেন।[২৪]

অনুসৃত মানহাজ :

শারঈ বিষয়ে আলবানীর অনুসৃত মানহাজ ছিল জীবনের সর্বক্ষেত্রে সালাফে ছালেহীনের বুঝ মোতাবেক কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ এবং নির্দিষ্ট কোন মাযহাবকে অগ্রাধিকার না দিয়ে সুন্নাতে রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ। স্বীয় মানহাজের ক্ষেত্রে মূলত তিনি শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হি.), তাঁর জগদ্বিখ্যাত ছাত্র হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিইয়াহ (৬৯১-৯৫১ হি.) ও মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব (১১১৫-১২০৬ হি.)-এর অনুসৃত মানহাজ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তবে অনেক মাসআলার ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে তাঁদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁর নিকটে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত দলীলের ভিত্তিতে প্রয়োজনমত কোন মাসআলাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, কখনো সমালোচনাও করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

'আমাদের মানহাজ সালাফে ছালেহীনের বুঝ মোতাবেক কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমার বিশ্বাস বর্তমান সঊদী আরবে বহু ওলামায়ে কেরাম এ নীতির উপর রয়েছেন। আমাদের ন্যায় তারাও প্রথমত শায়খুল ইসলাম আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ্র দ্বারা, অতঃপর তাঁর ছাত্র ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিয়াহ এবং পরবর্তীতে তাদের নীতি ও পদ্ধতির উপর পরিচালিত যেমন শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দিল ওয়াহহাব-এর দ্বারা প্রভাবিত, যিনি নজদ অঞ্চলে তাওহীদের দাওয়াতকে প্রথমবারের মত পুনর্জীবিত করার ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী'।[২৫]

তিনি আরো বলেন, 'যখন আমি নিজের জন্য ছহীহ সুন্নাহ আঁকড়ে ধরার এ নীতি নির্ধারণ করলাম এবং এই গ্রন্থসহ অন্যান্য গ্রন্থে নীতির উপরেই পরিচালিত হ'লাম...। আমি জানি যে এই নীতির ক্ষেত্রে সকল দল ও মতবাদের অনুসারীবৃন্দ সন্তুষ্ট হবে না। ...তবে আমার জন্য আমার এ দৃঢ় বিশ্বাসই যথেষ্ট যে, এই পথ সঠিক পথ। আল্লাহ তা'আলা এ পথে চলার প্রতিই মুমিনদের নির্দেশ দিয়েছেন। নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) এ পথেরই বিবরণ দিয়েছেন। সালাফে ছালেহীন তথা ছাহাবা, তাবেঈন ও তৎপরবর্তীগণ, যাঁদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম চতুষ্টয়; আজকের দিনে অধিকাংশ মুসলমান যাদের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করে থাকে, প্রত্যেকেই সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা ওয়াজিব হওয়ার

---

২২. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, প্রবন্ধ : মুহাম্মাদ নাছেরুদ্দীন আলবানী (রাজশাহী : মাসিক আত-তাহরীক, ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ডিসেম্বর, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৩১।*

২৩. *মুহাদ্দিছুল 'আছর নাছিরুদ্দীন আলবানী কামা 'আরাফতুহূ, পৃ. ২৪।*

২৪. *ইমাম আলবানী হায়াতুহু ওয়া দাওয়াতুহু, পৃ. ১৮৪-৮৫।*

২৫. *সিলসিলাতুল হুদা ওয়ান নূর, অডিও টেপ নং ৮৮০; ইমাম আলবানী হায়াতুহু ওয়া দাওয়াতুহু, পৃ. ৪৩।*

ব্যাপারে এবং এর বিপরীত যাবতীয় বক্তব্য যতই মহান হৌক না কেন, তা পরিত্যাগের ব্যাপারে একমত। কারণ রাসূল (ছাঃ)-এর মর্যাদা সর্বাধিক, তাঁর প্রদর্শিত পথই সঠিক। সেকারণে আমি সালাফদের দিক-নির্দেশনা মেনে চলি, তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করি, হাদীছ আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে তাদের নির্দেশ পালন করি, যদিও তা তাদের কোন বক্তব্যের বিপরীত হয়'।[২৬]

দাওয়াতের সারকথা :

আলবানীর দাওয়াত ছিল বিশুদ্ধ দ্বীনের দাওয়াত। তাওহীদ তথা আল্লাহ্র একত্বকে সুরক্ষিত রেখে যাবতীয় শিরক ও বিদ'আত থেকে দূরে থাকার দাওয়াত। জীবনের সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসরণ এবং শরী'আত নির্দেশিত আদব-আখলাকে ভূষিত হওয়ার দাওয়াত। নিম্নে তাঁর দাওয়াতের মূল বক্তব্যসমূহ উল্লেখ করা হ'ল-

(১) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে ইসলামী শরী'আতের মূল উৎস হিসাবে পরিগ্রহণ এবং সালাফে ছালেহীনের বুঝ মোতাবেক তা অনুধাবন। কেননা কুরআন ও হাদীছ ছাহাবায়ে কেরামের বুঝ ব্যতীত শুধুমাত্র মানবীয় জ্ঞান দ্বারা অনুধাবন করা সম্ভব নয়। ছাহাবীগণের ব্যাখ্যাকে উপেক্ষা করার কারণেই যুগে যুগে খারেজী, মু'তাযিলা, মুরজিয়া প্রভৃতি বাতিল ফিরক্বাসমূহের উদ্ভব ঘটেছে। দেখা দিয়েছে নানা প্রকার বাড়াবাড়ি ও মতপার্থক্য।

(২) আল্লাহ্র ওয়াহদানিয়াত বা একত্বের দিকে মানুষকে আহ্বান করা এবং তাঁর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে সালাফে ছালেহীনের আক্বীদা তুলে ধরা।

(৩) মানব সমাজকে সঠিক দ্বীন সম্পর্কে অবহিত করা, তার শিক্ষা ও বিধান অনুযায়ী আমলে অভ্যস্ত করে তোলা এবং শরী'আত প্রদত্ত আদব-আখলাকে ভূষিত হওয়ার প্রতি আহ্বান করা। যার মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং দুনিয়া ও আখেরাতের প্রকৃত সফলতা অর্জিত হবে।

(৪) যুগের পরিক্রমায় দ্বীনের মধ্যে ধর্মের নামে অনুপ্রবিষ্ট নানাবিধ শিরক, বিদ'আতী রসম-রেওয়াজ এবং ভ্রান্ত মতবাদ থেকে মুসলমানদের সতর্ক করা।

(৫) হাদীছ গ্রন্থসহ বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থাবলীতে সংকলিত যঈফ ও জাল হাদীছসমূহ চিহ্নিত করা এবং মানুষকে তা অবহিত করা। সাথে সাথে ছহীহ সুন্নাহ্র উপর দৃঢ় থাকার চেতনাকে জাগিয়ে তোলা, ইসলামে সুন্নাহ্র মর্যাদা তুলে ধরা, আক্বীদা ও আহকামের ক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের প্রামাণ্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং পরিত্যক্ত সুন্নাহসমূহ পুনর্জীবিত করা।

(৬) নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের অন্ধ অনুসরণ পরিত্যাগ করে শারঈ নীতিমালার সীমানা সুরক্ষিত রেখে স্বাধীন চিন্তা-ভাবনা তথা ইজতিহাদের পথ পুনর্জীবিত করার মাধ্যমে চিন্তাগত স্থবিরতা দূর করা। যা বর্তমান যুগে অধিকাংশ মুসলমানের চিন্তাধারায় পরিলক্ষিত হয় এবং এ স্থবিরতা তাদেরকে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপর আমল করা থেকে দূরে রেখেছে।

(৭) পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন ফিরিয়ে আনা, ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্র হুকুম বাস্তবায়ন করার নিরন্তর প্রচেষ্টা চালানো।

(৮) যুগের পরিক্রমায় দেখা দেওয়া নানাবিধ সমস্যার বাস্তবসম্মত শারঈ সমাধান পেশ করা।[২৭]

(চলবে)

---

২৬. *আলবানী, আছলু ছিফাতি ছালাতিন্নবী (রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১ম প্রকাশ, ২০০৬ খ্রি.), ভূমিকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ২২-২৩।*

২৭. *আব্দুল্লাহ আল-'আক্বীল, আ'লামুদ দাওয়াহ ওয়াল হারাকাতিল ইসলামিয়াহ, ২য় খণ্ড (কায়রো : দারুল বাশীর, ৮ম প্রকাশ, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ১০৬৩; নাছিরুদ্দীন আলবানী; মুহাদ্দিছুল 'আছর ওয়া নাছিরুস সুন্নাহ, পৃ. ৪৮-৪৯।*

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ ফোন ঃ ৭৭৩০৬৬

বেলফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপনী

আল-হাসিব প্লাজা
গণকপাড়া,
রাজশাহী-৬৩০০

গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা
রাজশাহী-৬১০০
ফোন-৮১২১৬৫

ব্লক-এ, ৩ নং রেলওয়ে মার্কেট
জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড,
গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

বাংলা ভাষা ও বাংলা একাডেমী নিয়ে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র অগ্রন্থিত বক্তৃতা

-সংগ্রহ : মামুন সিদ্দিকী।

১৯৫৫ সালের ৩রা ডিসেম্বর বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়। একই বছরের ১৭ই এপ্রিল (মোতাবেক ১৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৬২) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ দিনাজপুরের নওরোজ সাহিত্য সম্মেলনে বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার উপর যে বক্তৃতা দেন, যা এযাবৎ অগ্রন্থিত ছিল, সেটি নিম্নে প্রদত্ত হ'ল।-

নওরোজ সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির বক্তৃতা

সমবেত সাহিত্যিক বন্ধুগণ,

আমার সশ্রদ্ধ তসলীমাত এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। বহু সাহিত্যসভায় ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছি। আমি পুরোনো হয়ে গেছি; আমার কথাও পুরোনো হয়ে গেছে। খোদা জানেন কবে আমার কথা ফুরিয়ে যাবে। তাই আজ আমি কিছু নতুন কথা, কিছু কাজের কথা বলতে চাই। আশা করি, সেগুলো একেবারে অরণ্যে রোদন হবে না।

পূর্ব বাংলায় 'সাহিত্যসভা' বিভিন্ন যেলায় আছে। এক ঢাকা শহরেই কয়েকটি আছে। আপনাদের এই সাহিত্যসভাও একটি সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠান। কিন্তু গোটা পূর্ব পাকিস্তানে একটি কেন্দ্রীয় সাহিত্য সমিতি নেই। যখন আমরা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার আসনে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাই, তখন এই কেন্দ্রীয় সমিতির অভাব কি লজ্জা ও দুঃখের বিষয় নয়? অবশ্য এই কেন্দ্রীয় সমিতি পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকাতেই হবে। কিন্তু সেজন্য সব পূর্ববঙ্গবাসীর ঐকান্তিক আগ্রহ ও সহানুভূতি দরকার। ঢাকা শহরে উর্দুভাষী অল্পসংখ্যক ভাই আঞ্জুমানে তরক্কীতে উর্দূর পূর্ব পাকিস্তান শাখা স্থাপন করে ধুমধামের সঙ্গে তার কাজ চালাচ্ছেন। কিন্তু আমরা এমনই হামবড়া ও খোদগরজ যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঢাকায় এ পর্যন্ত একটি সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় সাহিত্য সমিতি গঠন করতে সক্ষম হইনি। দুই বছর আগে এই উদ্দেশ্যে ঢাকা শহরে পূর্ববঙ্গ সাহিত্য সমিতি গঠন করা হয়েছিল। সেটি এখনো জীবিত আছে বটে; কিন্তু দলাদলি ও নিজ নিজ প্রাধান্যের ফলে সেটি কেন্দ্রীয় সাহিত্য সমিতি হতে পারছে না। আমি মনে করি, ঘরে ঘরে সাহিত্য সমিতি থাকতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু একটি কেন্দ্রীয় সাহিত্য সমিতি অবশ্য চাই, যার শাখা প্রতিটি যেলায় থাকবে। এই কেন্দ্রীয় সাহিত্য সমিতির একটি স্থায়ী কার্যালয় ও একটি মুখপত্র থাকবে। মোটকথা, কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মতো আমাদের এই কেন্দ্রীয় সাহিত্য সমিতি হওয়া চাই। পশ্চিমবঙ্গের আড়াই কোটি বাংলাভাষী যা করতে পারে, পূর্ববঙ্গের সাড়ে চার কোটি বাংলাভাষী কেন তা করতে পারবে না? গাছের কাণ্ড না থাকলে শাখা-প্রশাখা থাকতে পারে না। সাহিত্য মহিরুহের সেই কাণ্ড হবে কেন্দ্রীয় সাহিত্য সমিতি।

আমরা বাঙালী মুসলমান বড়ই বাক্যবাগীশ আর নেহাত কর্মবিমুখ। আমরা প্রায় দেড়শ' বছর ধরে আমাদের মাতৃভাষা আর সাহিত্যের ভাষা নিয়ে অনেক বিতণ্ডা ও পরীক্ষা করে আসছি। বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যিক ভাষা, এমনকি হরফ ও বানান নিয়েও নানা বাগাড়ম্বর দেখা যাচ্ছে। কিন্তু খতিয়ান করে দেখলে আমরা বুঝব, আমরা পাঁয়তারাই করেছি, কোনো কাজের মতো কাজ করিনি।

'বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের উৎপত্তি' প্রকৃত প্রস্তাবে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের স্থাপনকাল ১৮০০ খৃষ্টাব্দ থেকে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়েও হিন্দু ভাইয়েরা যে বিপুল সাহিত্য রচনা করেছেন, তার তুলনায় মুসলমান রচিত সাহিত্য সমুদ্রের কাছে গোষ্পদের মতো। এ কলঙ্ক যদি আমরা আজাদ পাকিস্তান লাভের পরও ঘোচাতে না পারি, তাহলে আমাদের আজাদির মূল্য কী? আমাদের মনে রাখতে হবে জাতির স্থায়ী গৌরব তার সাহিত্যে। তার রাষ্ট্রীয় আয়তনে, জনবলে, ধনবলে বা অস্ত্রবলে নয়। সেই প্রাচীন গ্রীক কোথায়? কিন্তু হোমার, হেসিয়ড, আনাক্রিয়ন, সাফফো, ইউরিপাইদিস, সোফোক্লিস, হিরোডোটাস, যিনোফোন, প্লতার্থ, সক্রেটিস, এরিস্টটল, যেনো, ইউক্লিড, হিপোক্রেটিস, গালেন, মার্কস অরেলিউস, এপিকটেটাস প্রমুখকে সভ্য জগৎ চিরদিন সশ্রদ্ধ স্মরণ করবে। সেই প্রাচীন আর্য জাতি কোথায়? কিন্তু তাদের বেদ, উপনিষদ, বেদান্ত, রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ, শ্রীহর্ষ, ভারবি, জয়দেব, বানভট্ট, আর্যভট্ট, কহলন, পাণিনি, চরক, শুশ্রুত প্রমুখ চিরদিন সম্মান পাবেন। কাজেই আমরা যদি স্থায়ী গৌরব অর্জন করতে চাই, তাহলে আমাদের সমুন্নত সাহিত্য রচনা করতে হবে।

চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবন যৌবনম্।
চলাচলং সর্ব্বমিদং কীর্তির্যস্যস জীবতি ॥

উর্দু, হিন্দি, মারাঠি, গুজরাটি, পাঞ্জাবি, সিন্ধি, নেপালি, মৈথিলি প্রভৃতি পাক-ভারতীয় ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষাই প্রাচীনতম। তার কারণ খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে দক্ষিণবঙ্গে নাথ পন্থার উৎপত্তি। কালু পা, ধাম পা, ভুসুকু, কুক্কুরী পা, চোম্বী পা প্রমুখ নাথ সিদ্ধাচার্য প্রাচীন বাংলা ভাষায় তাঁদের চর্যাগীতি রচনা করেছিলেন। তারপর মধ্যযুগে গৌড়ের সুলতান ও রাজপুরুষদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি এবং উন্নতি হয়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের দান হিন্দুর অপেক্ষা ন্যূন নয়, বরং এক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। এই যুগের সাহিত্যে মুসলমানরাই লৌকিক বা মানবীয় বিষয়বস্তু আমদানি করে। আধুনিক যুগে ইংরেজী ভাষার সংস্রবে এক বিরাট সমুন্নত সাহিত্য বাংলা ভাষায় সৃষ্টি হয়েছে। এশিয়ার সব ভাষার সব লেখকের মধ্যে একমাত্র বাঙালী রবীন্দ্রনাথই সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। কিন্তু এক বিষয়ে বাংলা সাহিত্য অত্যন্ত দরিদ্র। সেটি হচ্ছে মুসলিম সাহিত্য। দুঃখের বিষয়, বাংলা ভাষায় ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বইয়ের বড়ই অভাব। আমাদের সেই অভাব

পূরণ করতে হলে সর্বপ্রথম আরবী, ফারসী ও উর্দূ থেকে ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতিবিষয়ক মূল্যবান পুস্তকগুলোর অনুবাদ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে হবে। এই বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজের জন্য দ্য ওরিয়েন্টাল পাবলিকেশন কো-অপারেটিভ সোসাইটি ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয়, জনসাধারণের সহানুভূতির অভাবে এই সমিতি এ পর্যন্ত কোনো অনুবাদ প্রকাশ করতে সমর্থ হয়নি।

কেবল সাহিত্য রচনা বা অনুবাদ নিয়ে থাকলে আমাদের চলবে না। আমি ১৩২৫ সালে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র মুখপত্রে প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় যা লিখেছিলাম, এই দীর্ঘকাল পর প্রয়োজনবোধে সেই কথা আবার উদ্ধৃত করছি- 'বাংলায় কত পীরের আস্তানা, কত ভগ্নস্তূপ, কত প্রাচীন বংশপ্রবাদ, কত লৌকিক কিংবদন্তী, কত প্রাচীন পুঁথি, তার অতীত কাহিনী বলতে গেলে উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে। কিন্তু শ্রোতা কোথায়? আমরা চাই সেসব কাহিনী শুনতে ও শোনাতে'।

তারপর লোকসাহিত্য সংগ্রহ। পরলোকগত শ্রদ্ধেয় দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রচেষ্টায় এই পূর্ববঙ্গ থেকে ৫৪টা গাথা সংগৃহীত হয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। এগুলোর অধিকাংশই মুসলমানের রচনা। সন্ধান করলে আরও অনেক গাথা আবিষ্কৃত হতে পারে। তারপর ছড়া, মুর্শেদী গান, মেয়েলী গান, জারিগান, বারোমাসি কবিতা, প্রবাদ বাক্য, উপকথা- কত না লোকসাহিত্য দেশের চারদিকে ছড়িয়ে আছে। কালের কর্মনাশা বাংলাতে সেগুলো লোপ পেয়ে যাচ্ছে। সেগুলো সংগ্রহ করে আমাদের প্রকাশ করতে হবে।

সবচেয়ে যরূরী কাজ হচ্ছে, প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ। গৃহদাহ, কৃমিকীট, জলপাবন প্রভৃতি দুর্ঘটনায় এবং অযত্নে অনেক মূল্যবান প্রাচীন পুঁথি নষ্ট হয়ে গেছে। এখনো যেগুলো আছে, সেগুলো অবিলম্বে আমাদের সংগ্রহ করা প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সাহিত্য সমিতির কাজ হবে এসব সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা। প্রতি যেলার সাহিত্য সমিতি অনায়াসে এ কাজে হাত দিতে পারে। বিশেষ করে 'নওরোজ সাহিত্য সমিতি'র কর্তব্য হচ্ছে উত্তরবঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি অষ্টাদশ শতাব্দীর হায়াত মামুদের গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করে প্রকাশ করা।

সাহিত্যিক বন্ধুরা, আমি কয়েকটি কাজের কথা বললাম। জানি না আমি আমার জীবদ্দশায় এসব কাজের কোনো সূচনা দেখতে পাব কি না। একটি সরকারী বাংলা একাডেমী থাকলে এসব কাজ অনায়াসে হতো। কিন্তু কবে তা সম্ভব হবে কে জানে? তবে আমি এ কথা নিশ্চিত জানি যে বাংলা ভাষা কখনো পূর্ব পাকিস্তান থেকে লুপ্ত হবে না। আমি আরও বিশ্বাস করি, পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা জনবহুল এবং স্বাস্থ্যবান পূর্ববঙ্গ সাহিত্যক্ষেত্রে একদিন অগ্রণী হবেই হবে।

(সংকলিত)

[আল্লাহ বলেন, অধিকাংশ মানুষই ঝগড়াপ্রিয় (কাহফ-মাক্কী ১৮/৫৪)। মুসলমানদের মধ্যে এর প্রবণতা যেন অন্যের চাইতে একটু বেশী। তার কারণ সম্পর্কে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯ খৃ.) নিজেই বলেছেন যে, তারা হ'ল 'হামবড়া ও খোদগরজ' অর্থাৎ দাম্ভিক ও স্বার্থপর। তাঁর মত একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে পেয়েও এদেশের সাহিত্যিকরা ঐক্যবদ্ধ হ'তে পারেননি। অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিষয়টি শিক্ষণীয় বটে! উল্লেখ্য যে, ১৯০৫ সালে 'বঙ্গভঙ্গে'র পর বাংলা একাডেমীর বর্তমান ভবন নির্মিত হয়। যা ১৯১৯ সাল থেকে 'বর্ধমান হাউজ' হিসাবে পরিচিত হয় (স.স.)।]

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড' পবিত্র কুরআন ও হাদীছ ভিত্তিক সুশৃংখল ও পরিকল্পিত শিক্ষা আন্দোলন পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি বেসরকারী ও সমন্বয়কারী শিক্ষা বোর্ড। এর মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

(১) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো এবং এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষায় সুশিক্ষিত মেধাবী ও ইখলাছপূর্ণ যোগ্য আলেম ও দাঈ ইলাল্লাহ তৈরী করা এবং যুগোপযোগী মানবসম্পদে পরিণত করা।

(২) শিরক-বিদ'আত ও বাতিল আক্বীদা ও আমল থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করা এবং সালাফে ছালেহীনের মানহাজ অনুযায়ী ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ময়দানে ইসলামের সঠিক শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য উপযুক্ত কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা।

(৩) শিক্ষার সকল স্তরে শুদ্ধভাবে কুরআন পঠন ও অনুধাবনের ব্যবস্থা করা এবং এর সাথে বাংলা, ইংরেজী, আরবী, উর্দূ ভাষাসহ মানবিক ও বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়ন ঘটানো।

(৪) উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক/শিক্ষিকাগণকে দক্ষতাসম্পন্ন করে গড়ে তোলা।

আপনার প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষা বোর্ড-এর অধিভুক্ত করতে কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করুন!

বোর্ড-এর কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে ব্রাউজ করুন- www.hfeb.net

সার্বিক যোগাযোগ : নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৩০-৭৫২০৫০, ০১৭২৬ ৩১৫৯৭০, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭, ই-মেইল : hf.eduboard@gmail.com, Fb page : /hf.education.board

সূচীপত্র

অমর বাণী

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ

১. ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, ويل لمن كَانَت الدُّنْيَا أمله والخطايا عمله عَظِيم بطنته قَلِيل فطنته عَالم بِأَمْر دُنْيَاهُ جَاهِل بِأَمْر آخرته، 'দুর্ভোগ সেই ব্যক্তির জন্য, দুনিয়া যার আশা-আকাঙ্ক্ষার স্থল এবং পাপ করাই তার কাজ। সে অত্যন্ত ভোজন রসিক, স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী। সে কিন্তু পার্থিব বিষয়ে বিজ্ঞ হ'লেও আখেরাতের ব্যাপারে অজ্ঞ'।[১]

২. মুহাম্মাদ বিন ওয়াসে' (রহঃ) বলেন, إذا رأيت في الجنة رجلا يبكي، ألست تعجب من بكائه؟ قيل: بلى، قال: فالذي يضحك في الدنيا ولا يدري إلى ماذا يصير هو أعجب منه، 'জান্নাতে কোন ব্যক্তিকে যদি তুমি কাঁদতে দেখ, তাহ'লে কি অবাক হবে না? জবাবে বলা হ'ল, হ্যাঁ! তখন তিনি বললেন, এর চেয়েও বিস্ময়কর সেই ব্যক্তি, যে দুনিয়াতে হাসে অথচ সে জানে না, তার চূড়ান্ত গন্তব্য কোথায় হবে' (জান্নাতে না-কি জাহান্নামে)।[২]

৩. ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, من لم يقرأ القرآن فقد هجره، ومن قرأ القرآن و لم يتدبره فقد هجره، ومن قرأ القرآن وتدبره و لم يعمل به فقد هجره، 'যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত করল না, সে কুরআনকে পরিত্যাগ করল। যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত করল, কিন্তু তা অনুধাবন করল না, সে-ও কুরআনকে পরিত্যাগ করল। আর যে কুরআন তেলাওয়াত করল এবং তা অনুধাবন করল, কিন্তু সেই অনুযায়ী আমল করল না, সে ব্যক্তিও কুরআনকে পরিত্যাগ করল'। তারা সবাই আল্লাহ্র সেই আয়াতে শামিল হবে, যেখানে তিনি বলেছেন, وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوْا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوْراً– '(সেদিন) রাসূল বলবে, হে আমার রব! আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে পরিত্যাজ্য গণ্য করেছিল' *(ফুরক্বান ২৫/৩০)*।[৩]

৪. ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ) বলেন, لَيْسَ تَقْوَى اللهِ بِصِيَامِ النَّهَارِ، وَلَا بِقِيَامِ اللَّيْلِ، وَالتَّخْلِيطِ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَلَكِنَّ تَقْوَى اللهِ تَرْكُ مَا حَرَّمَ اللهُ، وَأَدَاءُ مَا افْتَرَضَ اللهُ، فَمَنْ رُزِقَ بَعْدَ ذَلِكَ خَيْرًا، فَهُوَ خَيْرٌ إِلَى خَيْرٍ، 'দিনভর ছিয়াম পালন করা এবং রাত জেগে ছালাত আদায় করার পর হালাল-হারামকে মিশিয়ে ফেলার নাম তাক্বওয়া নয়। বরং আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা পরিত্যাগ করা এবং যা ফরয করেছেন তা যথাযথভাবে আদায় করার নামই হ'ল তাক্বওয়া। এরপর যাকে সৎকর্ম সম্পাদনের তাওফীক দেওয়া হয়েছে, সেটা তার জন্য সোনায় সোহাগা'।[৪]

৫. ওয়াহ্হাব ইবনুল ওয়ার্দ (রহঃ) বলেন, رُبَّ عَالِمٍ يُقَالُ لَهُ فَقِيهٌ، وَهُوَ عِنْدَ اللهِ مَكْتُوبٌ مِنَ الْجَاهِلِينَ، 'এমন কতকে আলেম আছে, যাকে আলেম বলা হ'লেও আল্লাহ্র কাছে তিনি জাহেলদের দলভুক্ত'।[৫]

৬. আব্দুল্লাহ ইবনুল মু'তায (রহঃ) বলেন, اَلْمُتَوَاضِعُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ أَكْثَرُهُمْ عِلْمًا كَمَا أَنَّ الْمَكَانَ الْمُنْخَفِضَ أَكْثَرُ البِقَاعِ مَاءً، 'ইলম অন্বেষণে বিনয়ী ব্যক্তিই সবচেয়ে বেশী জ্ঞান অর্জন করতে পারে। যেমন নিম্নভূমি সর্বাধিক পানি ধরে রাখতে পারে'।[৬]

৭. মালিক বিন দীনার (রহঃ) বলেন, إذا طلب الرجل العلم ليعمل به سره علمه وإذا طلب العلم لغير أن يعمل به زاده علمه فخرا، 'মানুষ যখন আমল করার নিমিত্তে জ্ঞান অন্বেষণ করে, তখন সে ইলম তাকে আনন্দিত করে। আর সে যখন আমল করা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে জ্ঞান অন্বেষণ করে, তখন সেই জ্ঞান তার অহংকার বাড়িয়ে দেয়'।[৭]

৮. ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, كم من أشقى وَلَدَه وفلذةَ كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وتركِ تأديبه وإعانته له على شهواته، ويزعم أنه يُكرمه وقد أهانه، وأنه يرحمه وقد ظَلَمَه وحرمه، ففَاتَهُ انتفاعُه بولده، وفوت عليه حظّه في الدنيا والآخرة، وإذا اعتبرتَ الفسادَ في الأولاد رأيتَ عامَّته من قِبَل الآباء، 'এমন কতক মানুষ আছে, যে তার কলিজার টুকরা সন্তানকে অযত্নে রেখে, আদব-কায়েদা না শিখিয়ে, প্রবৃত্তি চরিতার্থে সহায়তা করে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে তাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। সন্তানকে অবজ্ঞা-অবহেলা করে মনে করে তাকে স্নেহ করছে। তার প্রতি যুলুম করে এবং তাকে বঞ্চিত করে মনে করে তার প্রতি দয়া করছে। ফলে দুনিয়া ও আখেরাতে সন্তানের মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার সুযোগ তার হাত ছাড়া হয়ে যায়। তুমি যদি সন্তান-সন্ততিদের মাঝে উচ্ছৃঙ্খলতা লক্ষ্য কর, তাহ'লে দেখতে পাবে এর অধিকাংশই পিতা-মাতাদের কাছ থেকেই এসেছে'।[৮]

---

১. আল-আশবিলী, আল-'আক্বিবাহ ফী যিকরিল মাওত, পৃ. ৯০।
২. গাযালী, এহইয়াউ 'উলূমিদ্দীন ৩/১২৮।
৩. আবূ যর ক্বালামূনী, ফার্যি্র ইলাল্লাহ, পৃ. ২৯৫; ই'লামুল আছহাব, পৃ. ৬০৬।
৪. ইবনু রজব, জামে'উল 'উলূম ওয়াল হিকাম, ১/৪০০ পৃ.।
৫. আবূ নু'আইম, হিলয়াতুল আউলিয়া ৮/১৫৭।
৬. সাম'আনী, আদাবুল ইমলা ওয়াল ইস্তিমলা, পৃ. ১৪৪।
৭. আবূ হাতেম বুস্তী, রাওযাতুল 'উক্বালা, পৃ.৩৫।
৮. ইবনুল ক্বাইয়িম, তুহফাতুল মাওলূদ, পৃ.২৪২।

www.at-tahreek.com

ক্যান্সার প্রতিরোধে টমেটো

শুধু পুষ্টি সমৃদ্ধ সবজি হিসাবেই নয়, টমেটো অনন্য ভেষজ গুণেরও আধার। অর্থাৎ টমেটো শুধু ফল আর সবজিই নয় ওষুধও বটে। টমেটো শরীরের প্রতিরোধক প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করে, কিডনিকে সক্রিয় রাখতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এটি একটি ক্ষারীয় তরকারী বলে শরীরের ক্ষারের পরিমাণ বাড়ায়। আর এ ক্ষার শরীরে অম্ল উৎপাদনকারী উপাদান যেমন-ফসফেট, ইউরিয়া এবং এমোনিয়াকে প্রশমিত করে বলে শরীরে অম্লক্ষারের সমানুপাতিক হার বজায় থাকে এবং শরীর সুস্থ রাখে। এতে শ্বেতসার থাকে বলে যারা ওযন কমাতে চান তাদের জন্য টমেটো উপকারী। প্রচুর ভিটামিন 'এ' থাকার কারণে রাতকানা ও ভিটামিন 'সি' থাকার দরুন ভিটামিন সি-এর অভাবজনিত রোগ প্রতিরোধ করে। চোখের অপটিক নার্ভের সুস্থতার জন্যও টমেটো উপকারী। এটি মূত্রথলির অম্লতাকে নিরপেক্ষ রাখতে সাহায্য করে, মূত্রাশয়ের সংক্রমণ ও পাথর তৈরীতে বাঁধার সৃষ্টি করে। এটি বদ হজমসহ পাকস্থলীর যন্ত্রণা বা আলসারের লক্ষণ দূরীভূত করে ও যকৃত বা লিভারকে সুস্থ রাখে। তাই পেপটিক আলসার ও জন্ডিসের রোগীর জন্য এটি উপকারে আসে। এছাড়া টমেটো ত্বকের সৌন্দর্য বাড়ায় এবং এর রস মুখমণ্ডলের ত্বককে সজীব রাখে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ক্যানসার-এ প্রকাশ, উত্তর ইউরোপের গবেষকরা সম্প্রতি লক্ষ্য করেছেন যে, যারা প্রতি সপ্তাহে ৭টারও বেশী কাঁচা টমেটো খান, তাদের ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা ৬০% কম। টমেটো প্রেমী মানুষের মধ্যে কোলন, রেক্টাল এবং ষ্টমাক ক্যান্সার হওয়ায় প্রবণতা খুবই কম। সম্প্রতি বৃদ্ধ বয়সের আমেরিকানদের মধ্যে সমীক্ষা চালিয়েও একই তথ্য পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানী কোনডিজের মতে, অল্প যে কয়েকটি লাইকোপেন নামক এন্টি অক্সিডেন্ট থাকে, তার অন্যতম। এছাড়াও এতে থাকে ভিটামিন সি, পিকোম্যারিক ও ক্লোরোনিক এসিড, এগুলো এন্টি অক্সিজেন্ট হিসাবে কাজ করে। আমাদের শরীরে ক্যান্সার রুখতে এগুলোই কার্যকরী মহৌষধ। হার্ট অ্যাটাকেও এটি মোক্ষম দাওয়াই বলে বিবেচিত।

শরীরের রক্তবাহী নালীগুলোতে স্নেহ পদার্থ জমতে তো দেয়ই না উপরন্তু রক্তে অতিরিক্ত স্নেহ পদার্থের পরিমাণ কমিয়ে দেয়।

শুধুমাত্র খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমেই যুক্তরাষ্ট্রে প্রাণঘাতি রোগ ক্যান্সারে মৃত্যুহার এক-তৃতীয়াংশ কমিয়ে আনা সম্ভব বলে ১৯৮১ সালে দু'জন বৃটিশ বিজ্ঞানী অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। অপরদিকে আমেরিকার ক্যান্সার ইনষ্টিটিউটও খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে ক্যান্সার প্রতিরোধ করা সম্ভব বলে মতামত দেয়। বিজ্ঞানীরা বিভিন্নভাবে গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন, নিরামিষ ভোজীদের ক্যান্সার হওয়ার হার আমিষ ভোজীর চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম। যেসব লোক শাক-সব্জি নিয়মিত আহার করেন তারা তুলনামূলকভাবে ক্যান্সার ও হার্ট এটাকে কম আক্রান্ত হন। কারণ শাক-সব্জিতে এমন কিছু বিশেষ উপাদান রয়েছে যা শরীরের কোষ তৈরী হওয়ার প্রক্রিয়াকে বাধা দিতে সহায়তা করে। এ ব্যাপারে সারা বিশ্বের ক্যান্সার বিশেষজ্ঞগণ একমত পোষণ করেন। সম্প্রতি বিশেষজ্ঞদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, ক্যারোটিন সমৃদ্ধ ফল এবং সব্জিতে এমন কোন উপাদান আছে যা দীর্ঘ দিন ধরে হৃদরোগের ঝুঁকি কমবে। এ উপাদানটি হচ্ছে লাইকোপেন যার কারণে টমেটো লাল হয়। আগেই বলা হয়েছে যে, লাইকোপেন বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়। বিশেষ করে প্রোষ্টেট কোলন এবং পায়ুপথের ক্যান্সার প্রতিরোধে এর ভেষজগুণ প্রমাণিত। উল্লেখ্য যে, আমেরিকার নর্থ ক্যারোলিনা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ডা. লেনোরি কোহলামিয়ার তাঁর ১০ জন ইউরোপীয় গবেষকসহ তাদের গবেষণালব্ধ তথ্যে জানিয়েছেন যে, লাইকোপেন হ'ল এমন এক খাদ্য উপাদান যা হৃদরোগ এবং ক্যান্সার উভয় রোগই প্রতিরোধ করতে পারে।

লাইকোপেন সবচেয়ে বেশী পরিমাণে আছে টমেটোতে। কিন্তু শরীর এ লাইকোপেন সহজে গ্রহণ করতে পারে না। তবে এ লাইকোপেন শরীর সহজে গ্রহণ করতে পারে কেবল রান্না করা হ'লে। বিশেষ করে প্রক্রিয়াজাত টমেটো যেমন পেস্ট, সস ইত্যাদি থেকে দেহকোষ সহজে লাইকোপেন গ্রহণ করতে পারে। টমেটো জুস থেকে সহজে গ্রহণীয় লাইকোপেন পাওয়া যায় যদি গরম করে নেয়া হয়। বোতলে ভরা বা টিনজাত টমেটো জুস যেহেতু গরম করে প্রক্রিয়াজাত করা হয় সেজন্যে এর থেকেও লাইকোপেন পাওয়া যায়।

ডা. কোহলমিয়ার বলেছেন কাঁচা টমেটো থেকে যে পরিমাণ লাইকোপেন পাওয়া যায় তার পাঁচগুণ বেশী লাইকোপেন পাওয়া যায় সমপরিমাণে টমেটো রস থেকে। এর কারণ হিসাবে তিনি বলেছেন, যখন কোন খাবার প্রক্রিয়াজাত করা হয় তখন কিছু স্নেহ পদার্থ তৈরী হয় যা মানব দেহের চর্বির সাথে সহজে রাসায়নিক বিক্রিয়া করতে পারে এবং দ্রুত আত্মীকরণও হয়। এ পদ্ধতিতেই প্রক্রিয়াজাত টমেটো থেকে লাইকোপেন মানবদেহের মেদের মধ্যে দ্রুত প্রবেশ করতে পারে। ডা. লেনোরির নেতৃত্বে গবেষক দলটি প্রমাণ করেছেন যে, হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে লাইকোপেনই শ্রেষ্ঠ। খাবারের সাথে লাইকোপেন গ্রহণের উপকার সম্বন্ধে তারা শুধু নিশ্চিত কিন্তু লাইকোপেনের সাথে অন্য কোন পুষ্টি উপাদান শরীরে প্রবেশ করে কি-না সে বিষয়েও গবেষণা চলছে।

আমাদের দেশে শীতকালে এবং তার পরবর্তী সময়ে সকল হাটে-বাজারে টমেটো পাওয়া যায়। টমেটো বাজারে প্রথম আসার সময় দাম একটু বেশী থাকলেও পরে অনেক সস্তায় সেগুলি বাজারে বিক্রি হয়। যে কেউ ইচ্ছা করলে নিজের বাড়ীর আঙ্গিনায় বা ছাদের উপর টবের মাধ্যমেও টমেটোর চাষ করতে পারেন। মানবদেহে ভয়াবহ রোগের আক্রমণ প্রতিহত করতে টমেটোকে খাদ্য তালিকায় অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন, এটা বিশেষজ্ঞের অভিমত।

॥ সংকলিত ॥

কবিতা

নতুন বছরের শুভেচ্ছা

-মুহাম্মাদ মুবাশ্বিরুল ইসলাম
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

আত-তাহরীক! তুমি কলমী জিহাদের গর্বিত সৈনিক
আত-তাহরীক! তুমি প্রচার করেই চলেছ দ্বীন সঠিক।
আত-তাহরীক! তুমি হকের পথের বীর মুজাহিদ,
আত-তাহরীক! তুমি অহি-র ঝাণ্ডাবাহী অনন্য শাহিদ!
আত-তাহরীক! তুমি চব্বিশ বছর যাবৎ নাওনি কোন বিশ্রাম
আত-তাহরীক! তুমি হক্বের দাওয়াতে ভুলেছ নিজ আরাম!
আত-তাহরীক! তুমি ২৪ বছরের অনন্য গৌরব
আত-তাহরীক! তুমি বিলাও ধরায় দ্বীনের অনুপম সৌরভ।
আত-তাহরীক! তুমি লাখো জনতার প্রিয় পত্রিকা
আত-তাহরীক! তোমার প্রতিটি পাতায় জ্ঞানের কথা আঁকা।
আত-তাহরীক! তুমি পার করেছ দুই যুগ সফলতার সাথে
আত-তাহরীক! তুমি থেকেছ অবিচল শত্রুর শত আঘাতে।
আত-তাহরীক! তুমি করলে ২৫তম বর্ষে পদার্পণ
আত-তাহরীক! তোমার এই সফলতা কামনা করি অনুক্ষণ।
আত-তাহরীক! তোমায় জানাই অকৃত্রিম ভালোবাসা
আত-তাহরীক! তুমি হক প্রতিষ্ঠা করে পূরাও মোদের আশা।
হে ইলমের মহাদরিয়া! এগিয়ে চল সফলতার সাথে
আজীবন মোরা রইবো শরীক সর্বক্ষণ তোমার সাথে!

বিলাল (রাঃ)

-আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

বিয়াবানভেদী ডাকিছে কে ঐ
আহাদ আহাদ আহাদ
বক্ষেতে কার চাপালো পাথর
শিকল পরালো পায়?
কাহার উঠিলো তপ্ত বালুতে
ফোস্কা সর্ব গায়?
আল্লাহ্‌র রাহে জান বাজি রেখে
সইলো কে অত্যাচার?
কণ্ঠেতে কার বাঁধিয়া রশি
টানিলো সর্ব দ্বার?
ভাঙিলো কে ঐ মানুষের বেড়ী
আল্লাহ্‌র হ'ল দাস,
ভণ্ড খোদার মিল্লাত রেখে
পূরালো হৃদয়ের আশ?
কাহার কণ্ঠে ধ্বনিলো প্রথম
আল্লাহ্‌র আহ্বান?
মসজিদের ঐ মিনারেতে উঠে
শুনালো কে আযান?
জান্নাতে কার পদধ্বনি শুনলেন
রাসূল (ছাঃ) তাঁর আগে
কে ছিল সে জান্নাতী মানুষ
জানিবার সাধ জাগে।
সে তো রাসূলের প্রিয় ছাহাবী
আল্লাহ্‌র সেরা দান,
দানিতে পারে যে আল্লাহ্‌র আদেশে
নিজের অমূল্য প্রাণ।
বিলাল বিলাল (রাঃ) কে বলে তুমি
কাফ্রি ও কৃতদাস?
তুমি তো কেবলি রাসূল (ছাঃ)-এর প্রিয়
আল্লাহ্‌র সেরা দাস।
তোমাকে স্মরিয়া আজিকে ধরণী
আঁখি পানিতে নায়
তুমি তো দ্বীনের সত্য সাক্ষ্য
রেখে গেলে দুনিয়ায়।
সারা ধরণীতে আজ শুনি ঐ
তোমারই আযান
ঘুমন্ত মুসলিম জাগ্রত হ'ল
নাচিয়া উঠিল প্রাণ।

সময়ের জাগরণ

-ইসমাঈল হোসাইন
ডাকিয়াপাড়া, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ।

সূর্য ওঠে পূর্ব দিকে
পশ্চিমে তার অস্ত,
সময়টা খুব অল্প রে-ভাই
দ্বীনেতে হও ন্যস্ত।
ওরে বোকা, ওরে নির্বোধ
ভাবছো না তো আজ,
পর জগতের জন্য তুমি
করছো কেমন কাজ?
কৃষক যদি অসময়ে
করে বীজ বপন,
পায় না সে তো জমি থেকে
উত্তম রূপে ফলন।
আসবে যখন বিভীষিকা,
জীবন অবসান
সেই সময়ের কথা ভাবো
খোঁজ পরিত্রাণ।

সুন্নাতের রাস্তা ধরে নির্ভয়ে চল হে পথিক!
জান্নাতুল ফেরদৌসে সিধা চলে গেছে এ সড়ক।

স্বদেশ

মৌলভীবাজারে বিস্ময় জাগানো এক গাছে ‘পঞ্চব্রীহি’ ধান

মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপযেলার হাজীপুর ইউনিয়নের কানিহাটি গ্রামে এক ধান গাছে পাঁচবার ফলন দিবে। এমন এক নতুন জাতের ধান গাছ উদ্ভাবন করেছেন অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী ধান গবেষক ও জিনবিজ্ঞানী আবেদ চৌধুরী।

সরেযমীন দেখা যায়, কানিহাটি গ্রামের বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের পাশে আমতলা মাঠে দুই বিঘা জমি ঘিরে টান টান উত্তেজনা। বিস্ময় জাগানো পাকা ফসল কাটা শুরু হয়েছে। চারা রোপণের পর এ নিয়ে পঞ্চমবারের মতো ধান কাটা হ’ল। একবার রোপণে এ ধানের গাছে বছরজুড়ে পাঁচবার ফলন আসায় নিভৃত কানিহাটি গ্রাম থেকে সৃষ্টি হয়েছে নতুন এক ইতিহাস।

আবেদ চৌধুরী জানান, বোরো হিসাবে গত বছরের প্রথমে লাগানো এ ধান ১১০ দিন পর পেকেছে। একই গাছে পর্যায়ক্রমে ৪৫ থেকে ৫০ দিন পরপর একবার বোরো, দু’বার আউশ এবং দু’বার আমন ধান পেকেছে।

তিনি জানান, জমিতে এক গাছে ধানের পাঁচ ফলনের ঘটনা পৃথিবীতে বিরল। তিনি এক গাছেই ছয়বার ফসল তোলার গবেষণা চালিয়ে যাবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। পাশাপাশি নতুন জাতের ধান সারাদেশেই চাষাবাদ সম্ভব কি-না তা যাচাই করবেন। এজন্য বিভিন্ন যেলায় এ ধানের পরীক্ষামূলক চাষ করবেন। কুলাউড়ার কানিহাটি গ্রামের সন্তান আবেদ চৌধুরী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষি বিষয়ে উচ্চশিক্ষা শেষে চাকরী নিয়ে চলে যান অস্ট্রেলিয়ায়। সেদেশের জাতীয় গবেষণা সংস্থার প্রধান ধানবিজ্ঞানী হিসাবে ২০ বছর ধানের জিন নিয়ে গবেষণা করেছেন। পেশাগত কারণে বিদেশের মাটিতে গবেষণা করলেও দেশে তার গ্রাম কানিহাটিতে গড়ে তুলেছেন খামার।

আবেদ চৌধুরী বলেন, ‘আম-কাঁঠালের মতো বছরের পর বছর টিকে থাকার সৌভাগ্য ধান গাছের হয় না- এটা কোনভাবেই মানতে পারছিলাম না। তাই গবেষণা শুরু করি’। একই গাছ থেকে পাঁচবার ধান বেরিয়ে আসে। ফলে এই ধানের নাম তিনি দিতে চান ‘পঞ্চব্রীহি’।

ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে কিডনি জটিলতা এড়ানো সম্ভব

সারা বিশ্বে বছরে সাত কোটি মানুষ কিডনি রোগে মারা যায়। বাংলাদেশে এ সংখ্যা ৪০ হাযার। তাদের ৮০ শতাংশই কিডনি ডায়ালাইসিস বা সংযোজনের চিকিৎসার অভাবে মারা যায়। দেশে কিডনি চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে, তবে ব্যয়বহুল। তাই ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখলে এবং সতর্ক থাকলে কিডনির জটিলতা এড়ানো সম্ভব।

গত ৯ই ডিসেম্বর ঢাকা মিরপুরস্থ কিডনি ফাউণ্ডেশন হাসপাতাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটে দু’দিনব্যাপী এক বৈজ্ঞানিক সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষজ্ঞরা এসব কথা বলেন। ১৭তম বার্ষিক কনভেনশন ও বৈজ্ঞানিক সেমিনারের উপলক্ষে কিডনি ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

সেমিনারে ফাউণ্ডেশনটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক হারুণুর রশীদ বলেন, সারা বিশ্বে ৮৫ কোটি মানুষ কিডনি রোগে ভুগছে। বছরে সাত কোটি মানুষ কিডনির জটিলতায় মারা যায়। দেশে দু’কোটি মানুষ কিডনি সংক্রান্ত নানা জটিলতায় ভোগে। এর মধ্যে বছরে ৪০ হাযার রোগীর কিডনি আকস্মিক বিকল হয়, যাদের ৮০ শতাংশই মারা যায় কিডনি ডায়ালাইসিস-এর অভাবে। তবে আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতিতে ৬০ শতাংশ রোগীর কিডনি জটিলতা নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। বাকীদের ওষুধ সেবন করে চিকিৎসা দেওয়া যায়।

তিনি বলেন, কিডনি রোগের উপসর্গ প্রাথমিকভাবে বোঝা যায় না। যখন বোঝা যায়, তখন বমি ভাব, ক্ষুধামন্দা, শরীর ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়াসহ নানা উপসর্গ দেখা দেয়। উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকলে কিডনি রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

প্রতি চারজনে একজনের মানসিক সমস্যা

দেশে মানসিক রোগী ৩ কোটি

দেশে প্রতি চারজনের মধ্যে একজন তথা অন্তত ৩ কোটি মানুষ কোন না কোন মানসিক সমস্যায় ভুগছেন। এ হার দিন দিন বেড়েই চলেছে। আর মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্তদের মধ্যে তরুণদের সংখ্যাই বেশি। গত ১৩ই ডিসেম্বর রাজধানীর একটি হোটেলে স্পেশাল ইনিশিয়েটিভ ফর মেন্টাল হেলথ বিষয়ক এক অনুষ্ঠানে এসব তথ্য জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের সহযোগী অধ্যাপক ডা. হেলালুদ্দীন আহমাদ। তিনি জানান, বাংলাদেশে ১৮.৭ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক এবং ১২.৬ শতাংশ শিশু-কিশোর কোন না কোন মানসিক রোগে ভুগছে। বেকারত্ব, হতাশা, অস্থিরতা, ব্যক্তিজীবনের অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা, নানামুখী চাপ, অপ্রাপ্তি, লোভ ও বিচারহীনতা তরুণদের মানসিক রোগীতে পরিণত করছে। প্রবন্ধে বলা হয়, দেশে প্রতি বছরে গড়ে ১০ হাযারেরও বেশি মানুষ আত্মহত্যা করে থাকে। আর গুরুতর মানসিক রোগীদের মধ্যে ৪২ শতাংশই কোন না কোন দীর্ঘমেয়াদী শারীরিক রোগে ভুগছে। এর মধ্যে ব্যথা, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হাঁপানি, হৃৎপিণ্ডের সমস্যা, ব্রেন টিউমার, লিভার, কিডনি ও হার্টফেল অন্যতম। এতে আরও বলা হয়, করোনাকালে মানসিক রোগীর সংখ্যা বেড়েছে। এমনকি করোনার প্রথম বছরই সারা দেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ আত্মহত্যা করেছে। যাদের মধ্যে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বেশি।

স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. এ এইচ এম এনায়েত হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক।

বিদেশ

সিগারেট নিষিদ্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছে নিউজিল্যান্ড

ভবিষ্যৎ নাগরিকদের ধূমপানমুক্ত করতে সিগারেট বা তামাক বিক্রি নিষিদ্ধ করতে চলেছে নিউজিল্যান্ড। বয়সে তরুণদের কাছে আগামী বছর থেকে সিগারেট বিক্রি করবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। খবরে বলা হয়েছে, ২০০৮ সালের পর জন্ম নেওয়া কেউ জীবদ্দশায় সিগারেট বা তামাকজাত দ্রব্য কিনতে পারবে না। আগামী বছর এ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা হবে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. আয়েশা ভেরল বলেন, তরুণরা যেন কখনোই ধূমপান শুরু করতে না পারে সেটা নিশ্চিত করতে চাই আমরা।

এ পদক্ষেপকে ‘বিশ্বে নেতৃস্থানীয় সংস্কার’ উল্লেখ করে স্বাগত জানিয়েছেন নিউজিল্যান্ডের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। এর

আওতায় তামাক বিক্রি এবং সিগারেটে নিকোটিনের মাত্রা কমানো হবে বলেও জানানো হয়। ওটাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জ্যানেট হুক বলেন, এ সিদ্ধান্ত মানুষকে ক্ষতিকারক পণ্য পরিহার করা কিংবা কম ক্ষতিকারক পণ্যের দিকে ঝুঁকতে সাহায্য করবে। তরুণদের নিকোটিনে আসক্ত হওয়ার আশঙ্কাও কমাবে।

২০২৫ সালের মধ্যে ধূমপানের হার ৫ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে দৃঢ়সংকল্প নিয়েছে নিউজিল্যান্ড। তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য সম্পূর্ণভাবে ধূমপান নির্মূল করা। বর্তমানে নিউজিল্যান্ডের প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রায় ১৩ শতাংশ ধূমপান করে। তবে আদিবাসী মাওরিদের মধ্যে এ হার ৩১ শতাংশ, যাদের মধ্যে রোগ ও মৃত্যুর হারও বেশী।

বিধ্বংসী ঝড়ই হবে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর নিউ নর্মাল : মার্কিন বিশেষজ্ঞদের সতর্কতা

গত ১০ই ডিসেম্বর আমেরিকার কেন্টাকি অঙ্গরাজ্যে প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা যাবৎ ৪০০ কি.মি. বেগে টর্নেডো হয়েছে। যাতে এ পর্যন্ত শতাধিক মানুষ নিহত হয়েছে। এরই মধ্যে বিশ্ব আবহাওয়া নিয়ে আশঙ্কাজনক খবর প্রকাশ করেছে মার্কিন ফেডারেল ইমার্জেন্সী ম্যানেজমেন্ট এজেন্সী।

এজেন্সির পরিচালক ডিন ক্রিসওয়েল বলেছেন, যেভাবে আবহাওয়া পরিবর্তন হচ্ছে তাতে আগামী দিনে আরো ভয়ঙ্কর ঝড়ের আশঙ্কা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে ছয়টি রাজ্যে বিশাল টর্নেডো হওয়ার পর মার্কিন যরূরী ব্যবস্থাপনার এই শীর্ষ কর্মকর্তা জানান, 'এটাই হবে আমাদের নিউ নর্মাল (নতুন স্বাভাবিক)। সামনের দিনগুলোতে আমরা আরো ভয়ঙ্কর ঝড়ের সাক্ষী হব, সে হারিকেনই হোক বা টর্নেডো, হতে পারে ভয়ঙ্কর দাবানলও। কিভাবে এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি মিলতে পারে, সেই পথ বের করতে হবে আমাদের।

সারা বিশ্বের আবহাওয়াবিদরা বারবার সতর্ক করে জানাচ্ছেন আগামীর আবহাওয়া পরিবর্তনের ভয়াবহতা নিয়ে। তাদের ভাষ্য, আবহাওয়া পরিবর্তন অব্যাহত থাকলে সারা বিশ্বের আবহাওয়া আরো চরম আকার ধারণ করবে। কিন্তু এই চেহারা যে কতটা ভয়ঙ্কর তার উদাহরণ পাওয়া গেল যুক্তরাষ্ট্রের কেন্টাকিতে।

বিনা পারিশ্রমিকে ৩৭ হাযার শিশুর সার্জারী করেছেন যে প্লাস্টিক সার্জন

২০০৪ সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছেন ভারতীয় প্লাস্টিক সার্জন ডা. সুবোধ কুমার সিং। যিনি বিনা পারিশ্রমিকে এ পর্যন্ত ৩৭ হাযার ঠোঁট-তালু কাটা শিশুকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে এনেছেন অপারেশনের মাধ্যমে। সাথে সাথে ভারতজুড়ে আরো কয়েক ডজন ডাক্তারকে এর প্রশিক্ষণও দিয়েছেন তিনি।

নাবালক অবস্থায় পিতৃহারা দরিদ্র পরিবারে বেড়ে ওঠা ডা. সুবোধ জানান, ছোট থেকেই অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছি আমি। দরিদ্রদের দুঃখ-কষ্টগুলো বুঝতে পারি। কারণ আমিও তাদের মতোই। যেহেতু চিকিৎসক হিসেবে আমার সুযোগ আছে দরিদ্রদের সাহায্য করার, তাই আমি এ সুযোগ কখনো হাতছাড়া করিনি।

বিশ্বে গড়ে প্রতি ৭০০ জনের মধ্যে অন্তত একজন শিশু ঠোঁট-তালু কাটার সমস্যা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। সে হিসাবে বছরে প্রায় ২ লাখ ঠোঁট কাটা ও তালু ফাটা শিশু জন্মায়। এটি এক ধরনের জন্মগত ত্রুটি। যা গর্ভাবস্থায় শিশুর ঠোঁট বা মুখ সঠিকভাবে তৈরি না হ'লে ঘটে। প্লাস্টিক সার্জারির সাহায্যে এ ত্রুটি সংশোধন করা সম্ভব। তবে ব্যয়বহুল হওয়ায় অনেক পরিবারই সার্জারী করাতে পারেন না। এই শিশুরা প্রয়োজন অনুযায়ী দুধ খেতে পারে না। অনেকে অপুষ্টির কারণে মারা যায়। অনেকের বিকাশ ঘটে না সঠিকভাবে। এমন শিশুদের কথা বলার জন্য জিহ্বা ব্যবহার করতে অসুবিধা হয়, ফলে কথা বলতে সমস্যা হয়। বৈষম্যের কারণে অনেক শিশুরা স্কুল ছেড়ে দেয়। চাকরিতেও তারা থাকে পিছিয়ে। অনেক পরিবার এমন শিশু জন্মানোর পেছনে নারীকে দোষারোপ করে। এমন পিতা-মাতাও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। এসব সমস্যার সমাধান দিতে পারে প্লাস্টিক সার্জারী। জানিয়েছেন ডা. সুবোধ।

ডা. সুবোধের আশা, একদিন তিনি ঠোঁট ও তালু কাটা সার্জারী বিষয়ে একটি জাতীয় কেন্দ্র স্থাপন করতে সক্ষম হবেন।

[আল্লাহ তার যেকোন বান্দাকে দিয়ে বান্দার কল্যাণ করে থাকেন। ডা. সুবোধ কুমার সিং-এর এই মহতী প্রচেষ্টাকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। অন্যান্য সার্জন ও চিকিৎসকদেরকেও এভাবে মানব কল্যাণে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই। যেকোন মহৎপ্রাণ ভাই-বোনদের উচিৎ এই ধরনের মেধাবী চিকিৎসকদের সহযোগিতা করা। যাতে তারা নির্বিঘ্নে এগিয়ে যেতে পারেন (স.স.)।]

পশ্চিমবঙ্গের অনেক মানুষ উন্নত জীবনের আশায় বাংলাদেশে আসতে চান

উন্নত জীবনের আশায় বাংলাদেশে আসতে চান পশ্চিমবঙ্গসহ বিভিন্ন রাজ্যের মানুষ। কাজের সন্ধান বা উন্নত জীবনের আশায় বাংলাদেশে আসার পক্ষে মত দিয়েছেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অনেকেই। সাম্প্রতিক এক জরিপে এমন তথ্য উঠে এসেছে। বাংলাদেশ স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ভারতজুড়ে জরিপটি চালায় ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অফ সাইন্স (আইএএনএস)। বিভিন্ন বয়সের মোট ২ হাযার ৩৩৯ জনের ওপর চালানো হয় এই জরিপ।

জরিপে বলা হয়, চাকরীর সন্ধানে কিংবা আরো উন্নত জীবনের আশায় অনেকেই বাংলাদেশে পাড়ি দিতে পারেন বা বাধ্য হতে পারেন- এই মত দিয়েছেন ২৮.৩ শতাংশ ভারতীয় নাগরিক।

বাকি ৩৭.৫ শতাংশ মানুষ এর বিপক্ষে মত দিয়েছেন। আর ৩৪.২ শতাংশ মানুষ এ বিষয়ে তাদের কোন স্বচ্ছ ধারণা নেই বলে জানিয়েছেন। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) জানায়, জিডিপিতে ভারতকে পেছনে ফেলতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। আইএমএফএর পূর্বাভাস অনুযায়ী, বাংলাদেশের জিডিপি হবে ২১৩৮.৭৯৪ মার্কিন ডলার। একই সময় ভারতের জিডিপি হবে ২১১৬.৪৪৪ মার্কিন ডলার।

ভারতে মুসলিমদের সংখ্যা বাড়ছে, কমছে হিন্দুদের

ভারতে মুসলিমরা সংখ্যালঘু হ'লেও স্বাধীনতা-পরবর্তী ছয় দশকে মোট জনসংখ্যায় মুসলমানদের অংশ বেড়েছে ৪ শতাংশ। একই হারে কমেছে হিন্দুদের অংশ। যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক পিউ রিসার্চ সেন্টারের এক গবেষণায় এই তথ্য জানা গিয়েছে। ১৯৪৭ সালে ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে ভারত। এরপর ১৯৫১ সালে দেশটিতে প্রথম আদমশুমারি হয়। ঐ সময় ভারতের মোট জনসংখ্যা ছিল ৩৬ কোটি ১০ লাখ। পরবর্তী ছয় দশকে ভারতের জনসংখ্যা তিন গুণের বেশী বেড়েছে। সবশেষ ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, ভারতের জনসংখ্যা ১২০ কোটির বেশী। এসময়ে (১৯৫১-২০১১) হিন্দু ধর্মের অনুসারীর সংখ্যা ৩০ কোটি ৪০ লাখ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৬ কোটি ৬০ লাখে। আর মুসলিমদের সংখ্যা সাড়ে ৩ কোটি থেকে বেড়ে ১৭ কোটি ছাড়িয়েছে। একই সময়ে খ্রিষ্টানদের সংখ্যা ৮০ লাখ থেকে বেড়ে

প্রায় ৩ কোটির কাছাকাছি পৌঁছেছে।

বর্তমানে ভারতের মোট জনসংখ্যার ৭৯.৮% হিন্দু। ১৪.২% মুসলিম। আর ৬% খ্রিষ্টান, শিখ, বৌদ্ধ, জৈনসহ অন্যান্য ধর্মের মানুষ রয়েছে। এ বিষয়ে পিউ রিসার্চের ধর্মবিষয়ক জ্যেষ্ঠ গবেষক স্টিফেনি ক্রামের বলেন, এখন অবধি ভারতীয় মুসলিম নারীদের সন্তান জন্ম দেয়ার গড়পড়তা প্রবণতা দেশটির অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নারীদের তুলনায় বেশী, যা ভারতের জনমিতিক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখছে।

মুসলিম জাহান

তুরস্কে কুরআন হিফয করায় ২৯০ তরুণ-তরুণীকে বিশেষ সম্মাননা

পবিত্র কুরআনের হিফয সম্পন্ন করায় তুরস্কের ২৯০ তরুণ-তরুণীকে বিশেষ সম্মাননা দেওয়া হয়েছে। গত ৬ই নভেম্বর তুরস্কের ধর্মবিষয়ক অধিদফতরের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও স্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে হাফেযদের মধ্যে সনদপত্র ও উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এসময় তারা সবার কাছে নিজেদের জন্য দো'আ কামনা করেন।

গত আগস্টে তুরস্কের ধর্মবিষয়ক অধিদফতর থেকে জানানো হয়, ২০২১ সালের সামার সেশনে কুরআন হিফয পর্বে দেশটির ২০ লাখ তরুণ-তরুণী অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর গত ৫ই জুন থেকে ছয় সপ্তাহব্যাপী তুরস্কের ৬১ হাযার মসজিদে হিফযের পাঠদান অনুষ্ঠিত হয়। পুরো তুরস্কে এ ধরনের কার্যক্রম পরিচালনায় ১৩ হাযার কেন্দ্র আছে।

ইহূদীদের জন্য হিব্রু ভাষায় কুরআনের অনুবাদ করছে মিসর সরকার

হিব্রু ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ করার উদ্যোগ নিয়েছে মিসর। সম্প্রতি এ উদ্যোগের কথা প্রকাশ করেন মিসরের ওয়াক্ফ বিষয়ক মন্ত্রী মুহাম্মাদ মুখতার গোমা। তিনি বলেন, আমরা খুব উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করেছি, ইহূদীরা ইতিপূর্বে হিব্রু ভাষায় যেসব অনুবাদ করেছেন সেখানে অনেক ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এতে বিশ্বের ১ কোটি ৪০ লাখ হিব্রুভাষী ইহূদীর মধ্যে পবিত্র কুরআনের ভুল বাণী পৌঁছেছে। বিষয়টি সমাধানের জন্যই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা। উল্লেখ্য, গত বছর হিব্রু ভাষায় অনূদিত কুরআনের কেবল একটি কপি বিশ্লেষণ করে ফিলিস্তীনী গবেষকরা অন্তত ৩০০টি ভুল ব্যাখ্যা শনাক্ত করেন।

ইসলাম গ্রহণের আনন্দে ফরাসী তরুণীর অঝোর কান্না

ইসলাম গ্রহণের আনন্দে কেঁদে ফেললেন এক ফরাসী তরুণী। গত ২৬শে নভেম্বর শুক্রবার এলিসিয়া ট্রান্ট নামের ঐ তরুণী ফ্রান্সের মসজিদে ইমামের সাথে সাথে কালেমা পাঠের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করেন। এসময় উপস্থিত নারীরা তাকবীর ধ্বনি দিলে এলিসিয়া আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন এবং আনন্দের আতিশয্যে অঝোরে কাঁদতে থাকেন। ইসলাম গ্রহণ করেই তিনি হিজাব পরাসহ অন্যান্য অনুশাসন পালন শুরু করেছেন। তিনি যেন কোন বাধার সম্মুখীন না হন এবং ইসলামের অনুশাসন যেন সহজভাবে পালন করতে পারেন সেজন্য সকলের নিকটে দো'আ চেয়েছেন। ফ্রান্সে মুসলিমদের ওপর নিপীড়নমূলক আচরণ ক্রমাগত বাড়লেও ইসলামফোবিয়া ও বর্ণবাদের পরিবেশের মধ্যে ইসলামের সন্ধানে থাকা মানুষের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে।

[ইসলাম স্বভাবধর্ম। তাই এর আবেগ সৃষ্টি হয় হৃদয়ের গহিনে। যাকে ঠেকানো যায় না। নদীর উপরের শেওলা সরানো যায়, কিন্তু নিম্নের স্রোতধারা ঠেকাবে কে? মানুষ তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র দাসত্বের প্রতি চুম্বকের আকর্ষণ বোধ করে। যদিও ইবলীস বিভিন্ন বেশ ধরে তাকে পথভ্রষ্ট করতে চায়। কিন্তু আল্লাহ্র মোখলেছ বান্দাদের কাছে সে পরাজিত হয়। আমরা এই নওমুসলিম তরুণীর আমৃত্যু ইসলামের উপরে দৃঢ় থাকার জন্য আল্লাহ্র নিকট তাওফীক প্রার্থনা করছি। সাথে সাথে ফরাসী সরকারকে ইবলীসের সহযোগী না হওয়ার আহ্বান জানাই (স.স.)।]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

বরফের মহাদেশে সবুজ বিপ্লব

এ্যান্টার্কটিকার কৃত্রিম ক্ষেতে হচ্ছে নানা ফসল!

ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা এ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ! হাযারও ফসলের রঙে যেন সবুজ হয়ে উঠেছে বরফের এই মহাদেশ! পুরু বরফের চাদরে মোড়া এ্যান্টার্কটিকায় এখন উপচে পড়ছে মরিচ, টমেটো, বিট, শসা, ব্রোকলি, ফুলকপি, এক ধরনের বাঁধাকপি, নানা রকমের লেটুস পাতা ও মশলাপাতি। এসব ফসল ফলানো হয়েছে এ্যান্টার্কটিকায়, ফসলের একটি কৃত্রিম ক্ষেতে। যেটি বানিয়েছে জার্মান এরোস্পেস সেন্টার।

মূলত পৃথিবীর অনেক উপরের কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করা আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে মহাকাশচারীদের খেয়ে-পরে বাঁচার জন্য ফসল ফলানোর প্রয়োজন। কিন্তু সেখানে তো মাটি নেই। তাই মাটিবিহীন ফলনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেই এ্যান্টার্কটিকায় ফসলের এই কৃত্রিম ক্ষেত বানানো হয়েছে।

কৃত্রিম এই ক্ষেতে ফসল ফলানো হয় একটি অভিনব পদ্ধতিতে। যে পদ্ধতিতে নানা ধরনের পুষ্টিকর খাদ্য উপাদানের দ্রবণ স্প্রে করে ঢুকিয়ে দেয়া হয় বিভিন্ন ধরনের শস্য, আনাজপাতির গাছের মূলে। যে গাছগুলি সেই কৃত্রিম ক্ষেতে ঝুলছে উপর থেকে। এ ব্যাপারে প্রকল্পের প্রধান ড্যানিয়েল শ্যুবার্ট বলেন, 'কৃত্রিম এই ক্ষেতে এর আগে এত রকমের ফসল এত পরিমাণে ফলানো সম্ভব হয়নি। আগামী দিনে চাঁদে বা মঙ্গলে মহাকাশচারীরা যে এই সব প্রয়োজনীয় ফসল অনায়াসেই ফলাতে পারবেন, সে ব্যাপারে আমাদের অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী করে তুলল এ্যান্টার্কটিকার কৃত্রিম ক্ষেতের এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

At-Tahreek TV

অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য

অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। আমাদের নিয়মিত আয়োজন দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রশ্নোত্তর পর্ব, নবীদের কাহিনী, হাদীছের গল্প, ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে সহ অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য সাবক্রাইব করে সাথে থাকুন।

Youtube লিংক :
www.youtube.com/attahreektv

Facebook লিংক :
www.facebook.com/attahreektv

সার্বিক যোগাযোগ :
আত-তাহরীক টিভি, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৪০৪-৫৩৬৭৫৪।
ইমেইল : attahreektv@gmail.com

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

যেলা সম্মেলন : মেহেরপুর

জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করে কাজ করুন

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

মেহেরপুর ৩রা ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ হ'তে রাত ৯-টা পর্যন্ত মেহেরপুর যেলা শহরের পৌর ঈদগাহ ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মেহেরপুর যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন।

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতিটি খুৎবার শুরুতেই তিনটি আয়াত পাঠ করতেন তা হ'ল আলে ইমরান ১০২, নিসা ১ ও আহযাব ৭০-৭১। এগুলোর প্রতিটি আয়াতেই আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে বলা হয়েছে। আমরা যদি জানি যে, আমাদের প্রতিটি কাজ আল্লাহ দেখছেন, তাহ'লে পুলিশ, বিজিবি লাগবে না। মানুষ আপনা-আপনি ভাল হয়ে যাবে। আমাদের প্রত্যেককেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। সেখানে স্ব স্ব আমলের হিসাব দিতে হবে।

অতঃপর তিনি বলেন, বাংলাদেশে সম্ভবতঃ লাখে একজনকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে নিজেকে 'বানরের বংশধর' বলে মনে করে। অথচ এরূপ একটি ফালতু বিষয়কে বিজ্ঞানের নামে স্কুল-কলেজে এমনকি ২০১৪ সাল থেকে মাদ্রাসার সিলেবাসেও ঢুকানো হয়েছে। অথচ ক্ষমতাসীনরাও এরূপ আক্বীদা পোষণ করেন না বলে জানি। তাহ'লে কারা এগুলি করছে এবং কাদের গোপন নির্দেশে সরকার জনগণের কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে জনগণকে নাস্তিক বানাবার এই আত্মঘাতী প্রকল্প চালিয়ে যাচ্ছে বছরের পর বছর ধরে, আমরা ভেবে পাই না।

আমাদের হাতে আল্লাহ যতটুকু ক্ষমতা দিয়েছেন, ততটুকু দিয়ে এই তাওহীদ বিরোধী পশুত্ববাদী আক্বীদার তীব্র প্রতিবাদ করে যাচ্ছি। আমরা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলে দিচ্ছি, মানুষ কস্মিনকালেও বানরের বাচ্চা নয়। সরকারকে বলব, দ্রুত তওবা করুন এবং শিক্ষার সিলেবাস থেকে এসব কুফরী আক্বীদার বই ও লেখনী বাতিল করুন। নইলে আল্লাহ্র গযবকে ভয় করুন। আমাদের সন্তানদের 'নাস্তিক' বানানোর চেষ্টা করবেন না।

ইসলাম চলবে দলীল দ্বারা যুক্তি দ্বারা নয়। তাই একসাথে তিন তালাকের বিধান যুক্তি দ্বারা যতই জায়েয করা হৌক দলীল দ্বারা জায়েয হবে না। ইসলামের শূরা পদ্ধতিতে দেশ শাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রচলিত নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে নয়। এতে শুধু খুন-যখম, হিংসা-হানাহানি ও অর্থের অপচয় হয়। সমাজের সর্বস্তরে আল্লাহ্র বিধান বাস্তবায়নের জন্য কাজ করতে হবে। জামা'আতবদ্ধ জীবন আল্লাহ্র রহমত আর বিচ্ছিন্ন জীবন আযাবের জীবন। তাই জামা'আতবদ্ধভাবে সমাজ সংস্কারে ঝাঁপিয়ে পড়ুন।

শহর শাখা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ ও শূরা সদস্য অধ্যাপক আব্দুল হামীদ, কাযী হারূণুর রশীদ এবং 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ তরীকুয্যামান, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর শিক্ষক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সহকারী সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার।

আল-'আওন : সম্মেলনের প্রধান গেটের পাশে 'স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা' আল-'আওন-এর ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পিংয়ে ১৫ জনের ব্লাড গ্রুপিং করা হয় এবং ১৫ জন ডোনর তালিকাভুক্ত হন।

দেশব্যাপী যেলা কমিটি সমূহ পুনর্গঠন

৪৬. ময়মনসিংহ-দক্ষিণ ১৫ই অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার ত্রিশাল বাজারস্থ তোতা ডাক্তার ভবনের ৪র্থ তলায় ময়মনসিংহ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবু তাহের প্রমুখ। সভায় মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলামকে সভাপতি ও মাওলানা মুহাম্মাদ ফযলুল হককে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪৭. মানিকগঞ্জ ১৫ই অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলা শহরের পার্শ্ববর্তী নারাঙ্গাই গ্রামে অবস্থিত মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলামের বাড়ীতে মানিকগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভায় মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলামকে সভাপতি ও শেখ মুহাম্মাদ শামীমকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪৮. শাসনগাছা, কুমিল্লা ১৫ই অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলা শহরের শাসনগাছাস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স মসজিদে কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ্র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। সভায় মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহকে সভাপতি ও মাওলানা জামীলুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪৯. ফরিদপুর ১৬ই অক্টোবর শনিবার : অদ্য বেলা ১১-টায় যেলা শহরের কোর্ট কম্পাউন্ডস্থ হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগারে ফরিদপুর

যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি দেলাওয়ার হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভায় দেলাওয়ার হোসাইনকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ নূরুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৫০. দক্ষিণ বাঙ্তা, ভোলা ১৬ই অক্টোবর শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার সদর থানাধীন দক্ষিণ বাঙ্তা জামে মসজিদে ভোলা যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মফীযুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। সভায় মফীযুল ইসলামকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ কামরুল হাসানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৫১. সাহারবাটি, গাংণী, মেহেরপুর ২০শে অক্টোবর মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার গাংণী থানাধীন সাহারবাটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ তরীকুয্যামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। সভায় মুহাম্মাদ তরীকুয্যামানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আব্দুল বারী মাস্টারকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৫২. কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ ২১শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার কাযীপুর থানাধীন গান্ধাইল নয়াপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সিরাজগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তাযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। সভায় মুহাম্মাদ মুর্তাযাকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আব্দুল মতীনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৫৩. পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম ৫ই নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ নগরীর উত্তর পতেঙ্গাস্থ বায়তুর রহমান আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্সে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ শেখ সাদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। সভায় হাফেয মুহাম্মাদ শেখ সাদীকে সভাপতি ও আরজু হোসাইন ছাব্বিরকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৫৪. জয়দেবপুর, গাযীপুর ১৩ই অক্টোবর বুধবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার জয়দেবপুর থানাধীন মণিপুর বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গাযীপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। সভায় মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমানকে সভাপতি ও মাওলানা খায়রুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৫৫. কাঞ্চন, নারায়ণগঞ্জ ১৪ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার রূপগঞ্জ থানাধীন কাঞ্চন বাযারস্থ 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর কার্যালয়ে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ। সভায় মাওলানা মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলামকে সভাপতি ও মুস্তাফীযুর রহমান সোহেলকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৫৬. বরগুনা ১৫ই অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বেলা ১১-টায় যেলা শহরের ডি. কে. পি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন জামে মসজিদে বরগুনা যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. মুহাম্মাদ যাকির মোল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। সভায় ডা. মুহাম্মাদ যাকির মোল্লাকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আখতারুয্যামানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৫৭. পটুয়াখালী ১৫ই অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার সদর থানাধীন নতুন বাসষ্ট্যান্ড সংলগ্ন 'আন্দোলন'-এর কার্যালয়ে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। সভায় মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলামকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৫৮. দৌলতপুর, কুষ্টিয়া-পশ্চিম ১৫ই অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার দৌলতপুর থানাধীন উত্তর দাঁড়েরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কুষ্টিয়া-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মানছূরুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সহকারী সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার ও শূরা সদস্য তরীকুয্যামান। সভায় মুহাম্মাদ মানছূরুর রহমানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ মুহসিন আলীকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৫৯. পাঁচদোনা, নরসিংদী ১৫ই অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন পাঁচদোনা বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি

মাওলানা কাযী আমীনুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন ও কাযী হারূণুর রশীদ। সভায় মাওলানা কাযী আমীনুদ্দীনকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ দেলাওয়ার হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৬০. জীরানী, ঢাকা-উত্তর ২২শে অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় ঢাকা-উত্তর যেলা 'আন্দোলন'-এর কার্যালয় জীরানী-পুকুরপাড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। সভায় মাওলানা সাইফুল ইসলামকে সভাপতি ও ডা. মুহাম্মাদ আব্দুল জাব্বারকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৬১. কক্সবাজার ২৬শে নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার সদর থানাধীন বাযারঘাটা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি এ্যাডভোকেট শফিউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ, চট্টগ্রাম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি শেখ সাদী ও সাধারণ সম্পাদক আরজু হোসাইন ছাব্বির। সভায় এ্যাডভোকেট শফীউল ইসলামকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

প্রশিক্ষণ

দেশব্যাপী যেলা প্রশিক্ষণ ২০২১

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে গত ২৫ ও ২৬শে নভেম্বর থেকে দেশব্যাপী যেলা 'আন্দোলন'-এর দায়িত্বশীল, উপদেষ্টা ও অধঃস্তন দায়িত্বশীল এবং কর্মীদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ২৫শে নভেম্বর ৫৪টি সাংগঠনিক যেলা সমূহের মধ্য হ'তে কুড়িগ্রাম-উত্তর, গাইবান্ধা-পূর্ব, খুলনা, গাযীপুর, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর-পশ্চিম, নাটোর, নীলফামারী-পূর্ব, বগুড়া, বরগুনা, বরিশাল-পশ্চিম, মেহেরপুর, রংপুর-পূর্ব, রাজশাহী-সদর ও পশ্চিম, সিরাজগঞ্জ, শরীয়তপুর; ২৬শে নভেম্বর কক্সবাজার, কুষ্টিয়া-পূর্ব ও পশ্চিম, কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ, গাইবান্ধা-পশ্চিম, চুয়াডাঙ্গা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর ও দক্ষিণ, জয়পুরহাট, জামালপুর-উত্তর ও দক্ষিণ, ঝিনাইদহ, টাঙ্গাইল, ঢাকা-দক্ষিণ, দিনাজপুর-পূর্ব, নওগাঁ, নারায়ণগঞ্জ, নীলফামারী-পশ্চিম, পঞ্চগড়, পাবনা, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, ফরিদপুর, বরিশাল-পূর্ব, বি-বাড়িয়া, বাগেরহাট, ভোলা, ময়মনসিংহ-উত্তর ও দক্ষিণ, মৌলভীবাজার, মাগুরা, মানিকগঞ্জ, যশোর, রংপুর-পশ্চিম, সিলেট, রাজবাড়ী ও লালমণিরহাট যেলায় প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও ২৭শে নভেম্বর কিশোরগঞ্জ ও চাঁদপুর, ২৮শে নভেম্বর নেত্রকোনা এবং ৩রা ডিসেম্বর শেরপুর যেলায় প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এসব প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক ছিলেন 'আন্দোলন'-এর মুহতারাম বিভিন্ন যেলার সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও উপদেষ্টাগণ।

সুধী সমাবেশ

পাঁজরভাঙ্গা, নওগাঁ ২৬শে অক্টোবর মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার মান্দা উপযেলাধীন পাঁজরভাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ ময়দানে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. আব্দুল মতীন, সহ-সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব ও সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শহীদুল আলম, পত্নীতলা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. হাবীবুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আফযাল হোসাইন।

মাসিক ইজতেমা

গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা ১৪ই নভেম্বর রবিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার গোবিন্দগঞ্জ থানাধীন ফেরুশা রহমতপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে ত্রৈমাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা হায়দার আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. আওনুল মা'বূদ, 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক দেলাওয়ার হোসাইন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন, অর্থ সম্পাদক মুস্তাফীযুর রহমান, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আল-আমীন, 'সোনামণি'র পরিচালক হাফেয ওবায়দুল্লাহ ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক অর্থ সম্পাদক মাযহারুল ইসলাম।

সারাংপুর, পবা, রাজশাহী ২৫শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার পবা থানাধীন সারাংপুর মধ্যপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ কমিটির সভাপতি মাস্টার হযরত আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক আবু রায়হান। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন পারিলা এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি রাসেল আহমাদ।

কক্সবাজারে মসজিদ উদ্বোধন

কক্সবাজার, ২৬শে নভেম্বর শুক্রবার : দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের সীমান্ত শহর, বঙ্গোপসাগরের কোলে অবস্থিত একমাত্র পর্যটন নগরী কক্সবাজার শহরের প্রাণকেন্দ্র বাজারঘাটায় 'ইসলামিক কমপ্লেক্স' নওদাপাড়া, রাজশাহীর নামে বায়নাকৃত জমিতে অস্থায়ীভাবে নির্মিত টিনশেড মসজিদ অদ্য জুম'আর ছালাতের মাধ্যমে উদ্বোধন করা হয়। মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** পক্ষে ও নির্দেশনা মতে উদ্বোধনী খুৎবা পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন।

উদ্বোধনী খুৎবায় তিনি কক্সবাজারের মত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর এই মারকায গড়ে উঠায় মহান আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করেন। অতঃপর জমি দাতা ও সহযোগী সকলের জন্য খাছ দো'আ করেন। খুৎবায় তিনি মসজিদ নির্মাণ ও আবাদের গুরুত্ব তুলে ধরেন। বিশেষত আহলেহাদীছ মসজিদের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে দল মত নির্বিশেষে সকলকে নিরপেক্ষভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুশীলন তথা ছহীহ তরীকায় ছালাত আদায়ের আহ্বান জানান। তিনি উক্ত মসজিদের জমি ক্রয়ের বকেয়া টাকা পরিশোধ ও বহুতল বিশিষ্ট মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণে সহযোগিতার জন্য দানশীল ভাই-বোনদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। উল্লেখ্য, একই দিন রাজশাহীতে মারকাযী জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**ও সানন্দচিত্তে কক্সবাজার শহরে মসজিদ উদ্বোধনের ঘোষণা দেন। তিনি মহান আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করেন এবং সকলের প্রতি সহযোগিতার আহ্বান জানান। ফলে ছালাত শেষেই জনৈক ভাই খুশী মনে কক্সবাজার জামে মসজিদের জন্য ১ লাখ টাকা প্রদানের ঘোষণা দেন। যা তিনি পরের সপ্তাহেই নগদ প্রদান করেন।

কক্সবাজার মারকায উদ্বোধনে কেন্দ্রীয় মেহমানের সফরসঙ্গী ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ ও চট্টগ্রাম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি শেখ সাদী ও সাধারণ সম্পাদক আরজু হোসাইন ছাব্বীর। কক্সবাজার যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি এডভোকেট শফীউল ইসলামের নেতৃত্বে যেলা 'আন্দোলন'-এর দায়িত্বশীলগণসহ শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপুল সংখ্যক কর্মী ও সুধী জুম'আয় উপস্থিত হন। মসজিদের ভিতর কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে বাইরের রাস্তায় বসেও অনেক মুছল্লীকে খুৎবা শ্রবণ ও ছালাত আদায় করতে হয়।

উল্লেখ্য, বায়নাসূত্রে দখলপ্রাপ্ত চার শতাংশ জমিতে উক্ত মসজিদের কার্যক্রম শুরু হ'ল। ৪ শতাংশ জমি ১ কোটি টাকা মূল্য নির্ধারণ করে ২০ লাখ টাকা বায়না করা হয়েছে। অবশিষ্ট টাকা এক বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। এছাড়া আরও ৪ শতাংশ জমি ক্রয় প্রক্রিয়াধীন আছে।

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বর : (১) ইসলামী কমপ্লেক্স মসজিদ কক্সবাজার, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কক্সবাজার শাখা, হিসাব নং : ০৪৭১১২০১১৭৫০১। (২) ইসলামী কমপ্লেক্স মসজিদ কক্সবাজার, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক, কক্সবাজার শাখা, হিসাব নং : ৩০১০১২১০০০১৪৭১৫। বিকাশ/নগদ : ০১৭৮৬-৫৬৯৪১১।

যুবসংঘ

অগ্রসর কর্মী ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য প্রশিক্ষণ ২০২১

নওদাপাড়া, রাজশাহী, ৯-১০ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার : অদ্য সকাল ৬:৩০টা থেকে ২দিন ব্যাপী অগ্রসর কর্মী ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য প্রশিক্ষণ-২০২১ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় নওদাপাড়ায় অনুষ্ঠিত হয়। হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকিরের অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ শুরু হয়। স্বাগত ভাষণ ও প্রশিক্ষণ নির্দেশনা দেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম। অতঃপর উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব।

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ২দিন ব্যাপী উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম (দারসে কুরআন-ইখলাছ : আমল কবুলের প্রধান শর্ত), কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর (দরসে হাদীছ- তাক্বওয়া : ব্যক্তিত্ব গঠনের মূল উপাদান), সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. কাবীরুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মিনারুল ইসলাম (সাংগঠনিক জীবনে আনুগত্য বা চেইন অফ কমাণ্ড অনুসরণের গুরুত্ব) এবং কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য শরীফুল ইসলাম মাদানী (জিহাদ বনাম জঙ্গীবাদ : তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ), 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (ইসলামে নেতৃত্ব নির্বাচন পদ্ধতি : ইক্বামতে দ্বীন বনাম ইসলামী খেলাফত), 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর ও ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক আব্দুন নূর ('কর্মপদ্ধতি' অনুসরণের গুরুত্ব ও পদ্ধতি), 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম (মুসলিম সংহতি দৃঢ়করণ : পথ ও পদ্ধতি), 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম (ভারতীয় উপমহাদেশে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর গতিধারা ও সাংগঠনিক ইতিহাস), কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ (সংগঠনকে কিভাবে শক্তিশালী করব?)। প্রশিক্ষণে বিশেষ অতিথির ভাষণ প্রদান করেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে হৃদয়গ্রাহী, মর্মস্পর্শী হেদায়াতী ভাষণ দেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অতঃপর সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব।

সোনামণি

আনন্দনগর, নওগাঁ ৮ই ডিসেম্বর বুধবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন আনন্দনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি নওগাঁ যেলা পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও আবু রায়হান। সভায় জাহাঙ্গীর আলমকে পরিচালক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট নওগাঁ যেলা পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়।

মারকায সংবাদ

গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা

নওদাপাড়া, রাজশাহী ৩রা নভেম্বর বুধবার : অদ্য সকাল ১০-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর উদ্যোগে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** লিখিত নবীদের কাহিনী-১ ও নবীদের কাহিনী-২ গ্রন্থদ্বয়ের উপর গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় ৬ষ্ঠ শ্রেণীর জন্য 'নবীদের কাহিনী-১' এবং ৭ম শ্রেণীর জন্য 'নবীদের কাহিনী-২' গ্রন্থ দু'টি নির্ধারণ করা হয়। এতে উভয় শ্রেণীর ১৫০ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করে। এমসিকিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রতিযোগিতায় ৬ষ্ঠ শ্রেণীর গ্রুপে ১ম স্থান অধিকার করে আব্দুল্লাহ আল-নো'মান (৬ষ্ঠ-খ), ২য় স্থান অধিকার করে নিয়ায মাহমূদ (৬ষ্ঠ-ক) এবং ৩য় স্থান অধিকার করে মফীযুল ইসলাম (৬ষ্ঠ-ক)। আর ৭ম শ্রেণীর গ্রুপে ১ম স্থান অধিকার করে মুছাদ্দেক হোসাইন, ২য় স্থান অধিকার করে ইবাদুল্লাহ এবং ৩য় স্থান অধিকার করে ফায়ছাল।

অতঃপর ৪ঠা নভেম্বর বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০-টায় মাদ্রাসার পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনের ২য় তলার হল রুমে উক্ত প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। মারকাযের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ও মারকায পরিচালনা কমিটির সদস্য ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মারকাযের শিক্ষক শামসুল আলম, ড. আব্দুল হালীম এবং ফায়ছাল আহমাদ। বিজয়ী প্রত্যেককে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত বই পুরস্কার দেওয়া হয়। এছাড়া উভয় গ্রুপের আরো ১৫ জনকে সান্ত্বনা পুরস্কার প্রদান করা হয়।

মৃত্যু সংবাদ

১. 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মেহেরপুর যেলার সভাপতি ইয়াকূব আলীর আপন ছোট ভাই ও যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবু সাঈদ (১৮) গত ২৩শে নভেম্বর মঙ্গলবার বাদ মাগরিব হঠাৎ হার্ট এ্যাটাকে আক্রান্ত হয়ে গাংণী উপযেলা হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন (*ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'ঊন*)। সে যেলার গাংণী থানাধীন করমদী দাখিল মাদ্রাসার দশম শ্রেণীর ছাত্র ছিল। মৃত্যুকালে সে পিতা, মাতা, ২ ভাই ও ৬ বোন সহ বহু গুণগ্রাহী রেখে যায়। ঐদিন রাত ১১-টায় তার নিজ গ্রাম তেঁতুলাড়িয়া পূর্ব-পাড়ার সামাজিক কবরস্থানে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযা ছালাতে ইমামতি করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। জানাযায় 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সহকারী সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ তরীকুয্যামান, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক সা'দ আহমাদ, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ইয়াকূব আলী, 'সোনামণি'র পরিচালক মাহফূযুর রহমান সহ যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীল এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। জানাযা শেষে তাকে তেঁতুলাড়িয়া পূর্ব-পাড়ার সামাজিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম-এর মৃত্যু

২. 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর সেক্রেটারী অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম (৫২) লিভার সিরোসিস ও কোলন ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে ঢাকা ল্যাবএইড হাসপাতাল ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দীর্ঘদিন চিকিৎসা নেওয়ার পর গত ১৪ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার দিবাগত রাত ২-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার পশ্চিম পার্শ্বস্থ আবাসিক ভবনের ১০৬ নং কক্ষে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'ঊন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র ও ১ কন্যা এবং বড় ২ ভাইসহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে যান। পরদিন দুপুর ১২-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পশ্চিম পার্শ্বস্থ ময়দানে তাঁর প্রথম জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**।

জানাযায় 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, গবেষণা ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক দুররুল হুদা, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলাম, রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদা, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব, সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকিরসহ রাজশাহী-পূর্ব, পশ্চিম ও সদর সাংগঠনিক যেলার 'আন্দোলন' 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দসহ বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর বাদ যোহর তাঁর দ্বিতীয় জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয় তাঁর নিজগ্রাম রাজশাহীর মোহনপুর উপযেলাধীন মেলান্দী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ময়দানে। জানাযায় ইমামতি করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। জানাযা শেষে তাঁকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

শিক্ষাজীবন : তিনি ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত রাজশাহী মহানগরীর রাণীবাজার 'মাদ্রাসা ইশা'আতে ইসলামে' মিশকাত পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। অতঃপর কুষ্টিয়ার কুওয়াতুল ইসলাম কামিল মাদ্রাসা থেকে ১৯৮৮ সালে দাখিল, মেহেরপুর যেলার গাংণী উপযেলাধীন হাড়াভাঙ্গা দারুল হাদীছ সিনিয়র মাদ্রাসা থেকে ১৯৯০ সালে আলিম ও ১৯৯২ সালে ফাযিল পাশ করেন। অতঃপর রাজশাহী দারুস সালাম কামিল মাদ্রাসা থেকে ১৯৯৪ সালে কামিল পাশ করেন। তারপর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে ১৯৯৪ সালে অনার্স ও ১৯৯৫ সালে মাস্টার্স সম্পন্ন করেন।

কর্মজীবন : তিনি ১৯৯৮ সালের ১৫ই অক্টোবর রাজশাহী যেলার মোহনপুর উপযেলাধীন আত্রাই অগ্রণী ডিগ্রী কলেজের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে 'প্রভাষক' পদে যোগদান করেন। অতঃপর ১লা জানুয়ারী ২০১০ তারিখে 'সহকারী অধ্যাপক' হিসাবে পদোন্নতি পান এবং আমৃত্যু উক্ত পদে আসীন ছিলেন। তিনি ১৯৯৯ সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন।

সাংগঠনিক জীবন : অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম ১৯৮৪ সালে 'মাদ্রাসা ইশা'আতে ইসলাম' রাণীবাজার, রাজশাহীর শিক্ষার্থী থাকা অবস্থায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে' যোগদান করেন। অতঃপর ১৯৯১-৯৩ এবং ১৯৯৩-৯৫ পরপর দুই সেশনে তিনি 'যুবসংঘ'-এর দফতর সম্পাদক হিসাবে মনোনীত হন। অতঃপর ১৯৯৫-৯৭ সেশনে কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর ১৯৯৭-৯৯, ২০০১-০৩ ও ২০০৩-০৫ তিন সেশনে তিনি 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তারপর ২০০৭ সালের ১৫ই নভেম্বর তিনি 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় 'মজলিসে শূরার সদস্য মনোনীত হন। অতঃপর ২০০৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর তিনি 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মনোনীত হন। অতঃপর ২০১৫-১৭ সেশনে তিনি 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক মনোনীত হন এবং ২০১৭-১৯ সেশন থেকে আমৃত্যু যুববিষয়ক সম্পাদক পদে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি ২০১১-২০১৩ সেশনের মজলিসে শূরার ১৩.০৬.২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪র্থ বৈঠকে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স বালক ও বালিকা উভয় শাখার সেক্রেটারী মনোনীত হন এবং আমৃত্যু উক্ত পদে বহাল থাকেন।

[আমরা মাইয়েতের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তার শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। -সম্পাদক]।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১২১) : ২০ বছর পূর্বে মারা যাওয়া স্ত্রীকে আমি স্বপ্নে দেখেছি। তিনি আমাকে স্বপ্নে বলেছেন, কবরে তার খুব গরম অনুভব হয়। তার জন্য যেন একটা ফ্যান দেওয়া হয়। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-মাহফূয, ঢাকা।

উত্তর : এ ব্যাপারে শারঈ কোন নির্দেশনা নেই। তবে সর্বাবস্থায় মাইয়েতের জন্য ছাদাক্বা করা যায়। কারণ ছাদাক্বার মাধ্যমে মাইয়েত কবরে উপকৃত হয় *(বুখারী হা/১৩৮৮, ২৭৫৬; মুসলিম হা/১০০৪)*। আর কেউ খারাপ বা দুশ্চিন্তাযুক্ত স্বপ্ন দেখলে বাম দিকে তিনবার থুক মারবে, পার্শ্ব পরিবর্তন করবে ও আউযুবিল্লাহ... পাঠ করবে। এরপরেও খারাপ স্বপ্ন দেখলে ওযূ করে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করবে *(ইবনু মাজাহ হা/৩৯০৭; ছহীহাহ হা/১৮৭০)*। কারণ শয়তান বিভিন্নভাবে মানুষকে কষ্ট দিয়ে থাকে। আল্লাহ বলেন, ঐ কানাঘুষা শয়তানের কাজ বৈ তো নয়, যা মুমিনদের দুঃখ দেওয়ার জন্য করা হয়। অথচ তা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারে না আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত *(মুজাদালাহ ৫৮/১০)*। আবু সালামাহ (রহঃ) বলেন, আমি এমন স্বপ্ন দেখতাম, যা আমাকে রোগাক্রান্ত করে ফেলত। অবশেষে আমি আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি এমন স্বপ্ন দেখতাম যা আমাকে রোগাক্রান্ত করে দিত। শেষে আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ভাল স্বপ্ন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। তাই যখন কেউ পসন্দনীয় কোন স্বপ্ন দেখে তখন এমন লোকের কাছেই বলবে, যাকে সে পসন্দ করে। আর যখন অপসন্দনীয় কোন স্বপ্ন দেখে তখন যেন সে এর ক্ষতি ও শয়তানের ক্ষতি থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় চায় এবং তিনবার থুক ফেলে আর সে যেন তা কারো কাছে বর্ণনা না করে। তাহ'লে এ স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করবে না *(বুখারী হা/৩২৯২; মুসলিম হা/২২৬১)*।

প্রশ্ন (২/১২২) : কুরআনের শিক্ষিকা ঋতু চলাকালীন সময়ে কুরআন স্পর্শ করে কাউকে কুরআন শিক্ষা দিতে পারবে কি?

-রবীউল ইসলাম, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : কুরআনের শিক্ষিকা হায়েযা অবস্থায় শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতে পারবে, তবে সরাসরি কুরআন স্পর্শ করবে না। বরং হাত মোযা বা কোন প্রতিবন্ধকের মাধ্যমে কুরআন স্পর্শ করবে *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ দারব ৫/৪৩১ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৩/১২৩) : চোখে চশমা লাগিয়ে সিজদা দিলে সিজদার হক আদায় হবে কি?

-মুঈনুল ইসলাম, আলমডাঙ্গা, রংপুর।

উত্তর : চোখে চশমা থাকাকালীন নাক ও কপাল মাটিতে স্পর্শ করিয়ে সিজদা করা সম্ভব হ'লে চশমা পরে সিজদা দেওয়ায় কোন দোষ নেই। তবে চশমা কপাল ও নাক মাটিতে স্পর্শ করাতে বাধা হয়ে দাঁড়ালে চশমা খুলে ছালাত আদায় করবে *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/১৮৬)*। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, ঐ ব্যক্তির ছালাত বিশুদ্ধ হয় না যে কপালের মত করে নাক মাটিতে ঠেকায় না *(দারাকুৎনী হা/১৩১৯; আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নবী ১৪২ পৃ. সনদ ছহীহ)*। তিনি আরো বলেন, আমরা আদিষ্ট হয়েছি যেন আমরা সাতটি অঙ্গের উপর সিজদা করি, যা হচ্ছে- কপাল আর এ বলে তিনি স্বীয় হাত দ্বারা নাক, হস্তদ্বয় (অপর শব্দে হাতের তালুদ্বয়) হাঁটুদ্বয়, উভয় পায়ের অগ্রভাগের দিকে ইঙ্গিত করেন *(বুখারী হা/৮১২; মুসলিম হা/৪৯০; মিশকাত হা/৮৮৭)*।

প্রশ্ন (৪/১২৪) : ফজরের ছালাতের পর ইশরাক্বের ছালাতের আগ পর্যন্ত কোন নফল ছালাত আদায় করা যাবে কি? সূর্যোদয় শুরু হওয়ার পর নফল ছালাত আদায়ের জন্য কত মিনিট অপেক্ষা করা উচিৎ?

-সুমাইয়া, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর : ফজরের ফরয ছালাতের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত কোন নফল ছালাত নেই *(আবুদাঊদ হা/১২৭৮; ছহীহুল জামে' হা/৫৩৫৩; ইরওয়া হা/৪৭৮)*। তবে যদি কারো ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত ছালাত কাযা থাকে তাহ'লে সেটা আদায় করবে *(আবুদাঊদ হা/১২৭৮; ছহীহুল জামে' হা/৫৩৫৩; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৪/৫১)*। আর সূর্যোদয়ের পর ইশরাক্বের ছালাতের ওয়াক্ত হ'তে দশ থেকে পনের মিনিট সময় লাগে *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৫/১৭১; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৪/১২২)*। পৃথিবীতে সূর্যের আলো আসতে ৮ মিনিট ৩২ সেকেন্ড সময় লাগে। সে হিসাবে সূর্যোদয়ের ১০ মিনিট পরে ইশরাক্বের ছালাত আদায় করা যায়।

প্রশ্ন (৫/১২৫) : ওযূ করার পর নারীদের জরায়ুর রাস্তা দিয়ে হালকা শব্দে বায়ু বের হ'লে ওযূ ভেঙ্গে যাবে কি?

-তহূরা বেগম, নওগাঁ।

উত্তর : ওযূর পর জরায়ুর রাস্তা দিয়ে বাতাস বের হ'লে বিশুদ্ধ মতে ওযূ ভেঙ্গে যাবে *(নববী, আল-মাজমূ' ২/৪; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ১/১২৫)*। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, স্পষ্টভাবে বায়ূর শব্দ বা গন্ধ না পেলে ওযূ করতে হবে না *(ইবনু মাজাহ হা/৫১৫; মিশকাত হা/৩১০; ছহীহুল জামে' হা/৭৫৭২)*। আর এটা হাদীছে উল্লিখিত বায়ুর অন্তর্গত। সুতরাং এমতাবস্থায় ওযূ ভেঙ্গে যাবে। তবে হানাফী-মালেকী বিদ্বানগণ, শায়খ উছায়মীন ও শায়খ বিন বায মনে করেন, জরায়ু থেকে নির্গত বাতাসে ওযূ ভঙ্গ হবে না। কারণ এটি কোন অপবিত্র স্থান থেকে বের হয় না। তাছাড়া হাদীছে এ ব্যাপারে স্পষ্ট কোন দলীল নেই *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৫/২৮০; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/১৯৭; রাদ্দুল মুহতার ১/১৩৬ পৃ.)*। তবে অধিকতর সতর্কতার জন্য ওযূ করাই কর্তব্য। কারণ যে স্থান থেকে বীর্য বের হ'লে গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়; হায়েয, নিফাস বা ইস্তিহাযা বের হ'লে অপবিত্র হয়ে যায়; সে স্থান থেকে বায়ু বের হ'লে একই বিধান কার্যকর হওয়াই বিধেয়।

প্রশ্ন (৬/১২৮) : অমুসলিম নারীদের সামনে মুসলিম নারীদের জন্য কতটুকু পর্দা করা আবশ্যক?

-সা'দিয়া, উত্তর নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : অমুসলিম নারীদের থেকে ততটুকু পর্দা করবে যতটুকু মাহরাম আত্মীয়দের থেকে করা হয়। যেমন সে তার মুখমণ্ডল, মাথা, হাত-পা মাহরামের সামনে প্রকাশ করতে পারে তেমনি অমুসলিম নারীদের সামনেও প্রকাশ করতে পারে *(উছায়মীন, ফাতাওয়াল মারআতিল মুসলিমাহ ১/৪১৭, ২/৫৮২ পৃ.)*। তবে এদের থেকে অধিক পর্দা করলে সেটা মুস্তাহাব *(কুরতুবী, তাফসীর সূরা নূর ৩১ আয়াত ১২/২৩৩ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৭/১২৭) : মসজিদে ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে বা সফরে অনেক সময় পৃথক ওযূখানা বা পর্দার মধ্যে পানি ব্যবহারের ব্যবস্থা থাকেনা। ফলে মেয়েদের জন্য ওযূ করা সম্ভব হয় না। এমন অবস্থায় তাদের তায়াম্মুম করা যাবে কি?

-আফীফা হোসাইন, নিমতলা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : এক্ষেত্রে তায়াম্মুম করা যাবে না। বরং কোন ওযূখানায় বা কোন বাড়িতে পর্দার পরিবেশ খুঁজে নিয়ে ওযূ করে ছালাত আদায় করবে। কোনভাবেই ব্যবস্থা না করা গেলে বাধ্যগত অবস্থায় তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করবে *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ৫/১৩১ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৮/১২৮) : কোন শিশু বা গরু-ছাগল হারিয়ে গেলে বা কোন বিষয়ে যেমন করোনার টিকা বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে মসজিদের মাইকে ঘোষণা দেওয়া যাবে কী?

-যমীরুদ্দীন, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : মসজিদের মাইক রাখা হয় আযানের জন্য। এটিকে অন্য কাজে ব্যবহার করা ঠিক নয়। তাছাড়া মসজিদে ব্যবসা-বাণিজ্য করা বা ব্যক্তিগত সম্পদ, প্রাণী বা বস্তু অনুসন্ধান করা নিষিদ্ধ *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৭৩২; তিরমিযী, ইরওয়া হা/১২৯৫)*। তবে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কোন বিষয়ের ঘোষণা বা মানব জীবন রক্ষার বিষয়ে ঘোষণা মসজিদের মাইকে দেওয়ায় দোষ নেই *(ইবনু আরফা, শারহু হুদূদ ৪৩১ পৃ.; উছায়মীন, দুরূস ওয়া ফাৎওয়াল হারাম আল-মাক্কী; আল-কাওকাবুল ওয়াহহাজ ৮/২১৩)*।

প্রশ্ন (৯/১২৯) : ক্বিয়ামতের দিন সূর্য ও চন্দ্রকে কী জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে? করা হ'লে তাদের অপরাধ কী?

-মুখলেছুর রহমান, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : ক্বিয়ামতের দিন চন্দ্র ও সূর্যকে ভাঁজ করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে মর্মে বিশুদ্ধ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(ছহীহাহ হা/১২৪; ছহীহুল জামে' হা/১৬৪৩)*। তবে এটি শাস্তি দেওয়ার জন্য নয়। কারণ এই দু'টো আল্লাহ্র অনুগত সৃষ্টি। আল্লাহ বলেন, তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহকে সিজদা করে যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু ও বহু মানুষ? *(হজ্জ ২২/১৮)*। বরং দু'টি কারণে তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে- (১) জাহান্নামের জ্বালানী হিসাবে। যেমন পাথর জাহান্নামের জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার হবে। (২) চন্দ্র ও সূর্যের উপাসকদের লজ্জা দেওয়ার জন্য। যাতে তারা বুঝতে পারে যে, দুনিয়ায় তারা যাদের উপাসনা করেছিল তা বাতিল ছিল *(আলবানী, ছহীহাহ হা/১২৪-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্ন (১০/১৩০) : মসজিদের ভিতরে পশ্চিম দেওয়ালে মেহরাবের দুই পার্শ্বে লাল, হলুদ বা অন্য যে কোন রং মিশ্রিত মিনারের চিত্র দিয়ে সৌন্দর্য বর্ধন করা যাবে কি? যদি না যায়, তাহ'লে ঐ সকল রং মিশ্রিত মিনারযুক্ত টাইলস খুলে ফেলা কি যরূরী? না কিছু দিয়ে ঢেকে দিলে চলবে?

-হানযালা, নলডাঙ্গা, নাটোর।

উত্তর : মসজিদের কোন অংশেই অধিক সাজ-সজ্জা করা সমীচীন নয়। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মসজিদ সমূহকে অতিরিক্ত চাকচিক্যময় করে নির্মাণ করার জন্য আমি নির্দেশপ্রাপ্ত হইনি। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, কিন্তু তোমরা উহাকে চাকচিক্যময় করবে যেভাবে ইহূদী-নাছারাগণ চাকচিক্যময় করেছে *(আবুদাঊদ হা/৪৪৮; মিশকাত হা/৭১৮; ছহীহুল জামে' হা/৫৫৫০)*।

অতএব ছালাতের মধ্যে মুছল্লীর অধিক দৃষ্টি আকর্ষণকারী যেকোন ছবি বা টাইল্স মসজিদ থেকে সরিয়ে দেওয়া যরূরী। যাতে ছালাতের মধ্যে তা মুছল্লীর দৃষ্টি ছিনিয়ে না নেয় ও খুশূ-খুযূ বিনষ্ট না হয় *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৭৫৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ছালাতের মধ্যে (আল্লাহ্র প্রতি) নিবিষ্টতা থাকে' *(বুখারী হা/১২১৬; মুসলিম হা/৫৩৮)*। তবে প্রত্যেক মুছল্লীকে অবশ্যই ছবির দিকে না তাকিয়ে সিজদার স্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে *(ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/৩০১২; আছলু ছিফাতি ছালাতিন নবী ৩/১০৫১ পৃ.)*।

প্রশ্ন (১১/১৩১) : সহবাসকালীন শরীরে থাকা পোষাকে বীর্য না লাগলে উক্ত পোষাকে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-আব্দুল লতীফ, গোপালপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : স্ত্রী সহবাসে কেবল গোসল করা ফরয। কাপড় ধোয়া ফরয নয়। পোষাক পরিধান করে সহবাস করলে পোষাক নাপাক হয় না। এমনকি কাপড়ে বীর্য লেগে গেলেও কাপড় নাপাক হয় না। বরং কাপড়ে বীর্য লেগে গেলে উক্ত স্থান ধুয়ে বা ঘষে বীর্য তুলে ফেলবে এবং তাতে ছালাত আদায় করবে। কারণ মৌলিকভাবে বীর্য নাপাক নয়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, বীর্য দেখলে কেবলমাত্র সে স্থানটি ধুয়ে ফেলবে। আর না দেখা গেলে স্থানটিতে কেবল পানি ছিটিয়ে দিবে। কেননা আমি রাসূল (ছাঃ)-এর কাপড় থেকে শুকনো বীর্য ঘষা দিয়ে তুলে ফেলেছি এবং তিনি সেই কাপড়েই ছালাত আদায় করেছেন' *(আহমাদ হা/২৪১১০; মুসলিম হা/২৮৮, সনদ ছহীহ)*। যদি তা অপবিত্র হ'ত, তাহ'লে ধুয়ে ফেলা ওয়াজিব হ'ত *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২১/৬০৪-৬০৫; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১/৪৫৪)*।

প্রশ্ন (১২/১৩২) : ক্বিয়ামতের দিন যেনাকারীর শাস্তি কেমন হবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : যেনা অতীব জঘন্য কর্ম। তওবা ছাড়া আল্লাহ তাকে মাফ করবেন না। আল্লাহ বলেন, ক্বিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ হবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায় *(ফুরক্বান ২৫/৬৮-৬৯)*। হাদীছে এসেছে, তাদেরকে উলঙ্গ অবস্থায় একটি পেটমোটা সরু মুখ সম্পন্ন চুলায় জ্বলন্ত আগুনের মাঝে পোড়ানো হবে *(বুখারী হা/১৩৮৬; মিশকাত হা/৪৬২১)*।

প্রশ্ন (১৩/১৩৩) : ছালাতে ইমামতি করার সময় একসাথে তিনবার সূরা ইখলাছ পাঠ করলে পূর্ণ কুরআন পাঠের ছওয়াব পাওয়া যাবে কি? এসময় মুছল্লীগণও কি একই ছওয়াব পাবে?

-আমীনুর রহমান, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।

উত্তর : পবিত্র কুরআন মূলতঃ তিনটি বিষয়ে বিভক্ত। তাওহীদ, আহকাম ও নছীহত। সূরা ইখলাছে 'তাওহীদ' পূর্ণভাবে থাকার কারণে তা কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের মর্যাদা পেয়েছে। অর্থাৎ সূরা ইখলাছ একবার পাঠে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পাঠের ছওয়াব অর্জিত হয়, যদিও তা এক-তৃতীয়াংশ তেলাওয়াত করার নামান্তর নয় *(বুখারী হা/৬৬৪৩; মুসলিম হা/৮১১-১২; ইবনু তায়মিয়া, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১৭/১৩৭-১৩৯)*। আর মুছল্লীরা মনোযোগ দিয়ে কুরআন তেলাওয়াত শ্রবণ করলে তেলাওয়াতকারীর সমপরিমাণ ছওয়াব তারাও পাবে ইনশাআল্লাহ *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২২/২৯৬)*। দ্বিতীয়তঃ এরূপ আমল করা যাবে, তবে নিয়মিত নয়। কেননা ছাহাবায়ে কেরাম থেকে এমন আমলের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন (১৪/১৩৪) : ইবাদতের উদ্দেশ্য না রেখে কেবল সম্মানের উদ্দেশ্যে কাউকে সিজদা করা যাবে কি? ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহ.) কি এটাকে জায়েয বলেছেন?

-আবু হুরায়রা ছিফাত, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : পূর্বের কোন কোন নবীর যুগে সম্মানের উদ্দেশ্যে সিজদা করা জায়েয থাকলেও শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছেন *(ইবনু মাজাহ হা/১৮৫৩; ছহীহাহ হা/৩৪৯০; আবুদাঊদ হা/২১৪০; মিশকাত হা/৩২৭০; ছহীহুত তারগীব হা/১৯৩৬)*। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) সিজদাকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। এক- ইবাদতের সিজদা। যা আল্লাহ্র জন্য খাছ। দুই- সম্মানের সিজদা। যা ফেরেশতাগণ আল্লাহ্র হুকুমে আদম (আঃ)-এর উদ্দেশ্যে করেছিলেন। তিনি বলেন, দুই সিজদা কখনোই এক নয়। অতএব তিনি সম্মানের সিজদাকে মুসলিম উম্মাহর জন্য জায়েয বলেননি *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৪/৩৬১ পৃ.)*।

প্রশ্ন (১৫/১৩৫) : আমাদের এখানে কোন আহলেহাদীছ মসজিদ নেই। খতীব ছাহেব সঠিকভাবে খুৎবা দিতে পারেন না। এমতাবস্থায় মোবাইল লাইভে আহলেহাদীছ আলেমগণের খুৎবা শুনে মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করলে জুম'আর পূর্ণ ছওয়াব অর্জিত হবে কি?

-আযীযুল ইসলাম, ডোমার, নীলফামারী।

উত্তর : এভাবে খুৎবা শুনে জুম'আর ছওয়াব অর্জিত হবে না। বরং মসজিদে গিয়ে ইমামের খুৎবা শুনে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করবে। প্রয়োজনে যে মসজিদে খুৎবা উত্তমরূপে দেওয়া হয়, সেখানে গিয়ে খুৎবা শুনে ছালাত আদায় করবে *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ১৩/২২৩-২৪ পৃ.)*। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করার পর জুম'আর ছালাতে এলো, নীরবে মনোযোগ সহকারে খুৎবা শুনল, তার পরবর্তী জুম'আ পর্যন্ত এবং আরো অতিরিক্ত তিন দিনের পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয় *(মুসলিম হা/৮৫৭; মিশকাত হা/১৩৮৩)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, যে ব্যক্তি গোসল করল এবং সকাল সকাল মসজিদে এসে ইমামের নিকটবর্তী হয়ে মনোযোগ দিয়ে খুৎবা শুনল এবং নিশ্চুপ থাকল তার জন্য প্রতি কদমের বিনিময়ে এক বছরের (নফল) ছিয়াম ও ছালাতের ছওয়াব রয়েছে *(তিরমিযী হা/৪৯৬; আহমাদ হা/১৬২২৩; ছহীহুত তারগীব হা/৬৯০; মিশকাত হা/১৩৮৮)*।

প্রশ্ন (১৬/১৩৬) : সূরা তূরের ৭ম আয়াত (নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের শাস্তি অবশ্যই আসবে) পাঠ করার পরে ওমর (রাঃ) আল্লাহ্র ভয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে যান এবং পরবর্তীতে ১ মাস অসুস্থ থাকেন। এ ঘটনার সত্যতা আছে কি?

-বাবর আলী
কৃষ্ণপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত মর্মে কিছু ঘটনা তাফসীর সহ বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, যার সবই যঈফ *(তাফসীর ইবনু কাছীর ৭/৪০০; বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : আব্দুস সালাম বিন মুহসিন, দিরাসাতুন নাক্বদিইয়াহ ফিল মারভিইয়াতিল ওয়ারেদাহ ফী শাখছিইয়াতি ওমর ১/৩২৭-৩১ পৃ.)*।

প্রশ্ন (১৭/১৩৭) : ওযূর ক্ষেত্রে মাথা মাসাহ করার সময় মহিলাদের মাথায় খোপা বা ব্যান্ডজাতীয় কিছু থাকলে তা খুলে রাখতে হবে কি?

-সুমাইয়া ইসমাত, রাজশাহী।

উত্তর : সুযোগ থাকলে এগুলি খুলে রেখে ওযূ করে ছালাত আদায় করবে। আর সহজ না হ'লে বা পর্দার পরিবেশ না থাকলে মাথার উপরে ওড়নাসহ খোপা বা ব্যান্ড রেখে মাথা মাসাহ করবে। রাসূল (ছাঃ) নিজে মোযা ও পাগড়ীর উপর মাসাহ করেছেন *(মুসলিম হা/২৭৫; তিরমিযী হা/১০১)*। তিনি বলেছেন, 'তোমরা মোযা ও পাগড়ীর উপর মাসাহ কর' *(আহমাদ হা/২৩৯৩৯ সনদ ছহীহ)*। অতএব শারঈ কারণে নারী-পুরুষ সবার জন্য ওড়না বা পাগড়ীর উপর মাসাহ করা জায়েয *(ইবনু তায়মিয়াহ, শারহুল 'উমদাহ ১/২৬৫-৬৬; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১/২৩৯)*।

প্রশ্ন (১৮/১৩৮) : বাজার থেকে সদ্য ক্রয়কৃত নতুন বা পুরাতন কাপড় পরিধান করে ছালাত আদায় করা যাবে কি? না-কি আগে ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে?

-জাহিদ হাসান, তাহেরপুর, রাজশাহী।

উত্তর : বাজার থেকে সদ্য ক্রয়কৃত নতুন-পুরাতন সকল পোষাক ধুয়ে পরিধান করা উত্তম। কারণ নতুন পোষাকেও অনেক মানুষের স্পর্শ থাকে, যার ফলে অপবিত্রতা লেগে যেতে পারে। আর ব্যবহৃত পুরাতন পোষাক ধুয়ে পরিধান করা যরূরী। কারণ উক্ত পোষাকের অপবিত্রতা লেগে থাকার

সম্ভাবনা অধিকতর বেশী *(ফাতাওয়া আশ-শাবকাতুল ইসলামিয়াহ ১১/৪৮৭৮)*। উল্লেখ্য যে, নতুন পোষাক পরিধানকালে নিম্নোক্ত দো'আ পাঠ করা সুন্নাত- *আল-হামদু লিল্লা-হিল্লাযী কাসা-নী হা-যা ওয়া রাঝাক্বানীহি মিন গায়রি হাওলিম মিন্নী ওয়ালা কুউওয়াহ (আবুদাঊদ হা/৪০২৩; ছহীহুল জামে' হা/৬০৮৬)*।

প্রশ্ন (১৯/১৩৯) : কোন ব্যক্তি মসজিদের আযান ও ইক্বামতের দায়িত্ব পালন করে ইমামতির দায়িত্বও পালন করতে পারবেন কি?

-মাহমূদুল হাসান, কাউনিয়া, রংপুর।

উত্তর : একই ব্যক্তি আযান, ইক্বামত ও ইমামতির দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। তবে আযান ও ইক্বামত আলাদা ব্যক্তি দেওয়াই উত্তম *(নববী, আল-মাজমূ' ৩/৮০; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১০/৩৩৯)*।

প্রশ্ন (২০/১৪০) : বিদ'আতে জড়িয়ে পড়লে কি অতীতের আমল সমূহ বিনষ্ট হবে? নাকি ভবিষ্যতের আমল বিনষ্ট হবে? নাকি কেবল বিদ'আতযুক্ত আমলটুকু বিনষ্ট হবে?

-রবীউল ইসলাম

রসূলপুর, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : বিদ'আতীর আমল বিনষ্টের ব্যাপারে বিদ্বানগণ বিশদ আলোচনা করেছেন, যার সারমর্ম হচ্ছে, বিদ'আতযুক্ত আমল সমূহ সরাসরি বিনষ্ট হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪০)* এবং ভবিষ্যতের অন্যান্য আমল সমূহের ফরযিয়াত আদায় হ'লেও ইবাদতের বিপরীতে বর্ণিত ফযীলতসমূহ থেকে সে বঞ্চিত হবে *(নববী, শরহ মুসলিম ৯/১৪১; শাত্বেবী, আল-ই'তিছাম ১/১০৮-১১১; ড. ইব্রাহীম রুহায়লী, মাওয়াক্বিফু আহলিস সুন্নাহ মিন আহলিল আহওয়া ওয়াল বিদা' ১/২৯২ পৃ.)*। আল্লাহ বলেন, তারা হ'ল সেই সব লোক যাদের সকল আমল পার্থিব জীবনে বিফলে গেছে। অথচ তারা ভেবেছে যে, তারা সৎকর্ম করছে *(কাহ্ফ ১৮/১০৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, বিদ'আতীর নফল ও ফরয আমলসমূহ কবুল করা হবে না *(বুখারী হা/৭৩০০; মুসলিম হা/১৩৭০)*। রাসূল (ছাঃ) ক্বিয়ামতের দিন বিদ'আতীদেরকে হাউযে কাওছারের পানি পান থেকে বঞ্চিত করবেন *(বুখারী হা/৬৫৮৪; মুসলিম হা/২৬; মিশকাত হা/৫৫৭১)*।

প্রশ্ন (২১/১৪১) : ছালাতের সিজদায় কুরআনে বর্ণিত দো'আ সমূহ পাঠ করা যাবে কি?

-হাফেয শফীকুল ইসলাম

ধূরইল, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : রুকূ ও সিজদায় কুরআনের সূরা ও আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করা নিষিদ্ধ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সাবধান! আমাকে রুকূ-সিজদায় কুরআন তেলাওয়াত করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাই তোমরা রুকূতে তোমাদের রবের মহিমা বর্ণনা কর। আর সিজদায় অতি মনোযোগের সাথে দো'আ কর। আশা করা যায়, তোমাদের দো'আ কবূল করা হবে' *(মুসলিম হা/৪৭৯-৪৮০; মিশকাত হা/৮৭৩)*। ইবনু তায়মিয়াহ বলেন, এটা এজন্য হ'তে পারে যে, রুকূ ও সিজদায় বান্দার মস্তক অবনত থাকে। এ অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত করা আদবের খেলাফ *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৫/৩৩৮)*। তবে মর্ম ঠিক রেখে সামান্য শাব্দিক পরিবর্তনে পড়া যাবে। যেমন *রব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুনইয়া... (বাক্বারাহ ২০১)*-এর স্থলে *আল্লা-হুম্মা রব্বানা আ-তিনা* পাঠ করা *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৩৪-১৩৫ পৃ.)*। তাছাড়া একদল বিদ্বানের মতে, কেবল দো'আর উদ্দেশ্যে পাঠ করলে তা জায়েয হবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৬/৪৪৩; ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৩/১৩৩)*।

প্রশ্ন (২২/১৪২) : বেশীরভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল কক্ষেই শিক্ষা উপকরণ হিসাবে নানা রকম জীবজন্তু ও মানুষের ছবি দিয়ে সাজানো থাকে। শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষার্থীদেরকে এই সব কক্ষেই ছালাত আদায় করতে হয়। এটা জায়েয হবে কি?

-মাসঊদ রায়হান, আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।

উত্তর : প্রাণীর ছবি নেই এমন কক্ষে ছালাত আদায় করার চেষ্টা করবে এবং ছবি অপসারণ করার জন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে নছীহত করবে। সম্ভব না হ'লে উক্ত কক্ষেই সিজদার স্থানে দৃষ্টি রেখে ছালাত আদায় করবে। এমন বাধ্যগত পরিস্থিতিতে সেখানে ছালাত আদায় হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৬/২৫০-৫১; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ দারব ১/৩১০, ৭/২৮১; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/৩৬০)*।

প্রশ্ন (২৩/১৪৩) : ছালাতে সিজদা দেওয়ার সময় আগে নাক ঠেকবে না কপাল ঠেকবে, আর সিজদা থেকে উঠার সময় কপাল আগে উঠবে না নাক উঠাতে হবে?

-মিনহাজ পারভেয, হড়গ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : সিজদায় যাওয়ার সময় মাটিতে প্রথমে কপাল রাখবে এরপর নাক রাখবে। আর উঠানোর সময় সুবিধামত উঠাবে *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ১/৩৭০ পৃ.)*।

প্রশ্ন (২৪/১৪৪) : যরূরী কোন কাজ করার ক্ষেত্রে ছালাত ক্বাযা হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বেই ছালাত আদায় করে নেওয়া যাবে কি?

-আছিফ আব্দুল্লাহ, দস্তানাবাদ, নাটোর।

উত্তর : আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই ছালাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত *(নিসা ৪/১০৩)*। অতএব নির্ধারিত সময়েই ছালাত আদায় করতে হবে। কেউ ইচ্ছা করে সময়ের পূর্বে ছালাত আদায় করলে তা বাতিল হয়ে যাবে এবং গুনাহগার হবে *(উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ২/৯৬)*। কারণ ওয়াক্ত হওয়া ছালাতের পূর্বশর্ত। তবে বিশেষ শারঈ ওযর বশতঃ মুক্বীম অবস্থাতেও কেবল আছর ও এশার ছালাত 'জমা তাক্বদীম' তথা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে যোহর এবং মাগরিবের সাথে আদায় করা যায়। যেমন পৃথক একামতের মাধ্যমে যোহর ও আছর (৪+৪=৮ রাক'আত) এবং মাগরিব ও এশা (৩+৪=৭ রাক'আত) *(বুখারী হা/১১৭৪; মুসলিম হা/১৬৩৩-৩৪; নায়লুল আওত্বার ৪/১৩৬; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২১৮; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৮৮ পৃ.)*।

প্রশ্ন (২৫/১৪৫) : কাউকে ধন্যবাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে থ্যাংক ইউ বা ওয়েলকাম বলায় শারঈ কোন বাধা আছে কি?

-শরীফুল ইসলাম, গাযীপুর।

উত্তর : কেউ উপকার করলে তার প্রতিদানে 'জাযাকাল্লাহ' বলা সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, কাউকে অনুগ্রহ করা হ'লে সে যদি অনুগ্রহকারীকে বলে, 'জাযাকাল্লাহু খায়রান' (আল্লাহ আপনাকে সর্বোত্তম প্রতিদান দিন) তবে সে উপযুক্ত ও পরিপূর্ণ প্রশংসা করল *(তিরমিযী হা/২০৩৫; মিশকাত হা/৩০২৪; ছহীহুল জামে' হা/৬৩৬৮)*। ওমর (রাঃ) বলেন, 'জাযাকাল্লাহু খায়রান' বলাতে কি কল্যাণ রয়েছে লোকেরা তা যদি জানত, তাহ'লে তা পরস্পরকে বেশী বেশী বলত *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৭০৫০)*। এছাড়া কেউ 'বারাকাল্লাহু ফীকুম' বলে দো'আ করলে তার জওয়াবে অনুরূপ বলবে *(নাসাঈ, সুনানুল কুবরা হা/১০১৩৫, সনদ জাইয়িদ)*।

এক্ষণে কেউ কৃতজ্ঞতাবোধক বাক্য থ্যাংক ইউ বা ধন্যবাদ বললে তাতে কোন দোষ নেই। তবে সাথে জাযাকাল্লাহু খায়রান যোগ করে নিবে, যা সুন্নাতী আমল হওয়ায় অফুরন্ত ছওয়াবের কারণ হবে।

প্রশ্ন (২৬/১৪৬) : নিয়মিত ইস্তেগফার পাঠ দো'আ কবুলের অন্যতম কারণ মর্মে ইমাম আহমাদ (রহঃ) এবং রুটি বিক্রেতার মধ্যে প্রসিদ্ধ একটি কাহিনী রয়েছে। এর সত্যতা আছে কি?

-আহমাদ, সাতক্ষীরা।

উত্তর : উল্লেখিত মর্মে সরাসরি কোন বর্ণনা নির্ভরযোগ্য সূত্রে পাওয়া যায় না। তবে তারীখু বাগদাদে ইসহাক বিন রাহওয়াইহ-এর সাথে ইমাম আহমাদের অনুরূপ একটি বর্ণনা পাওয়া যায়, যেখানে রুটি বিক্রেতার কথা উল্লেখ নেই। উপরন্তু সেটির সনদও গ্রহণযোগ্য নয় *(তারীখু বাগদাদ ১৭/৮১; যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১১/৩২২)*। উল্লেখ্য, অধিক পরিমাণে ইস্তেগফার করার ফযীলত বহু হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) প্রতিদিন সকালেই কেবল ১০০ বার ইস্তেগফার করতেন *(ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/৩৭৩৭; ছহীহাহ হা/১৬০০)*।

প্রশ্ন (২৭/১৪৭) : পুরাতন জিনিস ক্রয় করার পর যদি জানা যায় সেটি চুরি করা মাল, সেক্ষেত্রে তা ফেরৎ দিতে হবে কি? সম্ভব না হ'লে ব্যবহার করা হালাল হবে কি?

-মাহিম, কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : ক্রয় করার পর জানতে পারলে মূল মালিককে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে। আর মালিক মারা গেলে তার উত্তরাধিকারীদের দিবে। কাউকে না পাওয়া গেলে মসজিদ, ব্রীজ-কালভার্ট নির্মাণ প্রভৃতি খাতে মুসলিম উম্মাহ্র কল্যাণে দান করে দিবে *(নববী, আল-মাজমূ' ৯/৩৫১; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৯/২৭৬)*।

প্রশ্ন (২৮/১৪৮) : কোন যুবক-যুবতীর মধ্যে বহুদিন যাবৎ অবৈধ সম্পর্ক ছিল। শরী'আত বুঝার পর তারা সম্পর্ক ত্যাগ করতে চায়। এক্ষণে তারা পারিবারিকভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে কি?

-ছাব্বির বাদশাহ, চট্টগ্রাম।

উত্তর : বেগানা নারী ও পুরুষের মধ্যে বিবাহ বহির্ভূত প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলা হারাম। অতএব বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে চাইলে প্রথমতঃ পূর্বের পাপের জন্য খালেছ নিয়তে অনুতপ্ত হৃদয়ে তওবা করবে। আল্লাহ বলেন, 'তবে তারা ব্যতীত, যারা তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে। আল্লাহ তাদের পাপসমূহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু' *(ফুরক্বান ২৫/৭০)*। অতঃপর অভিভাবকের অনুমতি সাপেক্ষে শরী'আত সম্মতভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যারা ভরণ-পোষণ দানে সক্ষম, তারা বিবাহ কর। কেননা বিবাহ দৃষ্টিকে অধিক অবনতকারী ও গুপ্তাঙ্গের হেফাযতকারী' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩০৮০)*। আর নর-নারীর মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসার জন্য বিবাহই সর্বোত্তম বন্ধন *(হাকেম হা/২৬৭৭; ছহীহাহ হা/৬২৪)*।

প্রশ্ন (২৯/১৪৯) : সফরকালে কেউ দো'আ চাইলে 'ফী আমানিল্লাহ' বলা যাবে কী?

-কাবীরুল ইসলাম, দোহা, কাতার।

উত্তর : সফরকালে কেউ দো'আ চাইলে 'ফী আমানিল্লাহ' বলার স্পষ্ট দলীল নেই। তবে সাধারণভাবে এক্ষেত্রে ফী আমানিল্লাহ, ফী হিফযিল্লাহ, ফী কানাফিল্লাহ, আলা বারাকাতিল্লাহ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহারে দোষ নেই। যেমন জনৈক ছাহাবী সফরকালে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে বিদায় চাইলে তিনি তার হাত ধরে বলেন, 'ফী হিফযিল্লাহ ওয়া ফী কানাফিল্লাহ'... (আল্লাহ্র হেফাযতে ও তাঁর রহমতের ছায়া তলে...) *(দারেমী হা/২৬৭১, ২৭১৩ সনদ জাইয়িদ, তাহকীক : সালীম আসাদ; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৫/৪৮২-৮৩; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব-৮/৩৮৫)*। তবে সফরকালীন এর চাইতে বিশুদ্ধ ও সুন্দর দো'আ সমূহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। যেমন *আসতাওদি'উল্লা-হা দীনাকুম ওয়া আমা-নাতাকুম ওয়া খাওয়া-তীমা আ'মা-লিকুম'* (আমি আপনার বা আপনাদের দ্বীন, ও আমানত সমূহ এবং শেষ আমল সমূহকে আল্লাহ্র হেফাযতে ন্যস্ত করলাম') *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৪৩৫)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট দো'আ চাইলে তিনি বলেন, زَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَى وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ

অর্থ : 'আল্লাহ তোমাকে কারো নিকট চাওয়া থেকে বাঁচান, তোমার গোনাহ মাফ করুন এবং তুমি যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ তোমার জন্য কল্যাণকে সহজ করে দিন' *(তিরমিযী হা/৩৪৪৪; মিশকাত হা/২৪৩৭; ছহীহুল জামে' হা/৩৫৭৯)*।

প্রশ্ন (৩০/১৫০) : যোহরের চার রাক'আত ছালাতের স্থানে আমি পাঁচ রাক'আত পড়িয়েছি। সহো সিজদা না দিয়ে আমি সালাম ফিরিয়ে ছালাত সমাপ্ত করেছি। মুছল্লীরা পরে আমাকে অবগত

করলে আমি তাদের নিয়ে কেবল দু'টো সহো সিজদা দিয়েছি, সালাম ফিরাইনি। এক্ষণে আমাদের ছালাত হয়েছে কী?

-ড. শিহাবুদ্দীন, বায়া, রাজশাহী।

উত্তর : প্রথম সালাম ফিরানোর মাধ্যমে ছালাত সমাপ্ত করায় ছালাত শুদ্ধ হয়েছে *(বুখারী হা/৭১৫; জাছছাছ, শারহু মুখতাছারুত ত্বাহাবী ২/১৭)*। তবে সহো সিজদার পরে সালাম না ফিরানো ভুল হয়েছে। কারণ সহো সিজদার পর সালাম ফিরানো সুন্নাত *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১০১৬, দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) 'সিজদায়ে সহো' অধ্যায় ১৫২ পৃ.)*। যদিও এটি পরিত্যাগ করা ছালাত ভঙ্গের কারণ নয় *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৪/৭৪)*।

প্রশ্ন (৩১/১৫১) : আমার পিতা কয়েকবার হজ্জ করেছেন। কিন্তু তিনি সামান্য ভুলের জন্য আমার মাতার সাথে জঘন্য ব্যবহার করেন। মিথ্যা অপবাদ দেন। গায়ে হাত তোলেন। আমি এসব সহ্য করতে পারি না। আমার জন্য করণীয় কি?

-ফারিয়া ইসলাম, উত্তরা, ঢাকা।

উত্তর : পিতা-মাতা সন্তানের নিকট সমান অধিকার রাখেন। যদিও সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে মায়ের অগ্রাধিকার রয়েছে। এক্ষণে মায়ের প্রতি পিতার অসদাচরণের ক্ষেত্রে সন্তানের দায়িত্ব হ'ল নিরপেক্ষভাবে উভয়কে তাদের ভুলের ব্যাপারে সচেতন করা এবং সাধ্যমত মীমাংসার চেষ্টা করা। প্রয়োজনে নানা-দাদা তথা উর্ধ্বতন অভিভাবককে অবহিত করে তাদের মাধ্যমে মীমাংসার চেষ্টা করা। আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক আল্লাহ্র জন্য সাক্ষ্যদাতা হিসাবে, যদিও সেটি তোমাদের নিজেদের কিংবা তোমাদের পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে যায়' *(নিসা ৪/১৩৫)*।

এক্ষণে তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেওয়া তাদের প্রতি সদাচরণের অংশ। আর মীমাংসা করে দেওয়ার কাজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি না করলে পিতা-মাতার মাঝে বিচ্ছেদ ঘটতে পারে, যা সন্তানের জীবনের জন্য বড়ই বেদনাদায়ক। রাসূল (ছাঃ) মীমাংসা করার গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে বলেন, 'আমি তোমাদেরকে (নফল) ছিয়াম, ছালাত ও ছাদাক্বা অপেক্ষাও উত্তম আমলের কথা বলব না? ছাহাবীগণ বললেন, অবশ্যই। তিনি বললেন, বিবদমান দু'ব্যক্তির মাঝে সুসম্পর্ক স্থাপন করা। কেননা পরস্পর সম্পর্ক বিনষ্ট করা হ'ল দ্বীন ধ্বংসকারী বিষয় *(তিরমিযী হা/২৫০৯; মিশকাত হা/৫০৩৮; ছহীহুত তারগীব হা/২৮১৪)*। সর্বোপরি তাদের সংশোধনের জন্য আল্লাহর নিকটে বেশী বেশী দো'আ করতে হবে এবং ধৈর্যধারণ করতে হবে।

প্রশ্ন (৩২/১৫২) : একটি হাদীছে রয়েছে, 'আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করলে ত্রিশ বছর বেশী বাঁচা যাবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করলে ত্রিশ বছর হায়াত কমে যাবে' মর্মে বর্ণিত হাদীছটির ব্যাখ্যা জানতে চাই।

-ইকবাল হোসাইন, ভূগরইল, রাজশাহী।

উত্তর : আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করলে জীবন ও জীবিকায় বরকত লাভ হয় এবং হায়াত বৃদ্ধি পায় বলে একাধিক ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(তিরমিযী হা/২১৪১; মিশকাত হা/২২৩৩; ছহীহাহ হা/১৫৪)*। তবে নির্দিষ্টভাবে ত্রিশ বছর বৃদ্ধি পাওয়া বা কমে যাওয়ার বিষয়ে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(যঈফাহ হা/২২৯০; যঈফুল জামে' হা/১৭৭৮)*।

প্রশ্ন (৩৩/১৫৩) : আমি গর্ভবতী হওয়ার পর ৭ম মাসে পেটে ব্যথা অনুভব করি এবং রক্তস্রাব হয়। আমি হাসপাতালে ভর্তি হই। চিকিৎসক আমাকে হাসপাতালে অবস্থান করতে বলেন। কিন্তু আমার বাড়িতে একমাত্র মেয়ে থাকায় চিকিৎসকের কাছে ঔষধ লিখে নিয়ে আমি বাসায় চলে যাই। কয়েকদিন পরে আমার পেটে বাচ্চা মারা যায়। এতে কি আমি গুনাহগার হব? এজন্য কি কোন কাফফারা দিতে হবে?

-আফীফা হোসাইন, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : এজন্য কোন গুনাহ হবে না বা কাফফারাও দিতে হবে না। কারণ এটা মানব হত্যার শামিল নয়। বরং কেউ ইচ্ছা করে গর্ভপাত ঘটালে তাকে গুনাহগার হতে হবে এবং কাফফারা দিতে হবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৪/২৬৭; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২১/৪০৪-৪০৫)*। এক্ষণে কেউ ১২০ দিন অতিক্রম করার পর স্বেচ্ছায় গর্ভপাত ঘটিয়ে থাকলে তাকে খালেছ তওবার সাথে সাথে দিয়াত বা রক্তপণ এবং কাফফারা দিতে হবে। রক্তমূল্য হ'ল গুর্রাহ বা ৫টি উট বা সমমূল্যের অর্থ, যা তার উত্তরাধিকারীরা পাবে। তবে তারা যদি মাফ করে দেয়, তাহ'লে রক্তমূল্য লাগবে না। আর কাফফারা হ'ল একজন দাস মুক্ত করা। এতে অক্ষম হ'লে ধারাবাহিকভাবে দু'মাস ছিয়াম পালন করতে হবে *(বুখারী হা/৬৯১০; মুসলিম হা/১৬৮১; আল-মুগনী ৮/৩২৭; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২১/২৫৫, ৩১৬, ৪৩৪-৪৫০ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৩৪/১৫৪) : হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করা কিভাবে গুনাহ মাফের কারণ হয়?

-সাঈদুর রহমান, গাযীপুর, ঢাকা।

উত্তর : হাজরে আসওয়াদ একটি পাথর মাত্র। সেটি আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত কারো উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না, যেমনটি ওমর (রাঃ) বলেছেন *(বুখারী হা/১৫৯৭; মুসলিম হা/১২৭০)*। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন, জিজ্ঞেস কর, সবকিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে? যিনি আশ্রয় দেন ও যার উপরে আশ্রয়দাতা কেউ নেই, যদি তোমরা জানো *(মুমিনূন ২৩/৮৮)*। তবে পাথরকে চুমু দেওয়া বা স্পর্শ করা গুনাহ মাফের কারণ *(তিরমিযী হা/৯৫৯; মিশকাত হা/২৫৮০; ছহীহুত তারগীব হা/১১৩৯)*। যেমন ওযূ করা, পায়ে হেটে মসজিদে যাওয়া ইত্যাদি ইবাদত গুনাহ মাফের কারণ। পাথরকে স্পর্শ করা বা চুমু দেওয়া যদি রাসূলের নির্দেশ না হ'ত, তাহলে একে স্পর্শ করে বরকত লাভ করার আশা করা বরং শিরক হয়ে যেত। অতএব মূলতঃ পাথরকে চুমু বা স্পর্শ নয়; বরং আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশনা অনুসরণের কারণে গুনাহ মাফ হবে *(ইবনুল বাত্ত্বাল, শরহ ছহীহ বুখারী হা/৬৮-এর আলোচনা, ৪/২৭৯; ক্বাযী ইয়ায, ইকমালুল মু'আল্লিম ৪/৩৪৫; উছায়মীন, শরহ রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৬৭, ১/১৮৯ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৩৫/১৫৫) : দুনিয়াতে যাদের ভাই বা বোন নেই তারা

কি আখেরাতে ভাই বা বোন পাবে?

-মারযিয়া, ধামুইরহাট, নওগাঁ।

উত্তর : পৃথিবীতে যাদের ভাই বা বোন নেই তাদের পরকালে আপন ভাই বা বোন পাওয়ার ব্যাপারে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি। তবে জান্নাতবাসীগণ সেখানে যা চাইবে তাই পাবে। আল্লাহ বলেন, '...সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমাদের মন চাইবে এবং সেখানে রয়েছে যা তোমরা দাবী করবে' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩১)*। অতএব বান্দার চাহিদা মোতাবেক আল্লাহ তাকে জান্নাতে ভাই বা বোন দিতে পারেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, কোন মুমিন যদি জান্নাতে সন্তান কামনা করে, তবে তার কামনা অনুসারে সন্তানের গর্ভ, জন্ম ও বয়সের পূর্ণতা প্রাপ্তি সবকিছু এক মুহূর্তেই সংঘটিত হবে' *(তিরমিযী হা/২৫৬৩; মিশকাত হা/৫৬৪৮; ছহীহুল জামে' হা/৬৬৪৯)*।

প্রশ্ন (৩৬/১৫৬) : জনৈকা মেয়ে বিবাহ করতে চায় না। কিন্তু পরিবার তাকে বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করছে। এক্ষণে ঐ মেয়ের করণীয় কী?

-মাছূম বিল্লাহ, কালিয়াকৈর, গাযীপুর।

উত্তর : বিবাহ করা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। মানব বংশ রক্ষার জন্য এটি আল্লাহ প্রদত্ত একটি চিরন্তন ব্যবস্থা। এটি নবীগণের সুন্নাত। বিবাহ করার জন্য পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে অনেক নির্দেশনা এসেছে *(নিসা ৪/৩; নূর ২৪/৩২; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩০৮০)*। তাই একান্ত অক্ষমতা না থাকলে বিবাহ থেকে বিরত থাকা যাবে না। এক্ষণে কেউ বিয়ে করতে না চাইলে এবং সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হলে তাকে বিয়ে করাতে বাধ্য করা যাবে না। জনৈকা যুবতী বিয়ে করতে না চাইলে রাসূল (ছাঃ) তার পিতাকে বলেন, তার সম্মতি ছাড়া তাকে বিয়ে দিবে না *(ছহীহুত তারগীব হা/১৯৩৪)*।

প্রশ্ন (৩৭/১৫৭) : আমার স্বামী প্রায়শঃ আমার সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। আমার আশঙ্কা যেকোন সময় তালাক দিয়ে দিতে পারে। এক্ষণে তাকে না জানিয়ে সাময়িক জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করা যাবে কি?

-সাহারা খাতুন, শঠিবাড়ী, রংপুর।

উত্তর : সাধারণ অবস্থায় স্বামীর অনুমতি ছাড়া জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করা যাবে না। কারণ সন্তান গ্রহণ বিবাহের অন্যতম মূখ্য উদ্দেশ্য। তবে স্বামীর অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সম্পর্ক স্থির না হওয়া পর্যন্ত সাময়িক জন্ম নিয়ন্ত্রণে কোন দোষ হবে না ইনশাআল্লাহ *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৯/৩০০, ৩২৫ পৃ.; উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ দারব ১৯/০২ পৃ.)*। তবে অনেক সময় সন্তান গ্রহণও পারস্পরিক সুসম্পর্কের কারণ হতে পারে। সুতরাং সর্বদা আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখা, সদাচরণ এবং দো'আর মাধ্যমে স্বামীর অনিষ্টকারিতা কাটানোর চেষ্টা করতে হবে।

প্রশ্ন (৩৮/১৫৮) : পিতা ছেলেকে অভিশাপ দিয়ে মারা গেছেন। ছেলের জীবনে তার প্রভাব দেখা যাচ্ছে। এক্ষণে ছেলের করণীয় কি?

-শরীফুল ইসলাম, গাংণী, মেহেরপুর।

উত্তর : সন্তানের বিরুদ্ধে বদ দো'আ করা সমীচীন নয়। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা নিজেদের জন্য বদ দো'আ করো না, নিজ সন্তানদের বিরুদ্ধে বদ দো'আ করো না এবং নিজেদের অর্থ-সম্পদের ব্যাপারে বদ দো'আ করো না, যাতে তোমরা এমন এক সময়ে না পৌঁছে যাও, যে সময় দো'আ করা হ'লে তা তোমাদের জন্য কবুল করা হয় *(মুসলিম হা/৩০০৯, মিশকাত হা/২২২৯)*। অর্থাৎ এর ফলে বদ দো'আ কার্যকর হয়ে যেতে পারে। এক্ষণে কোন পিতা-মাতা যদি বদ দো'আ করে মারা যান, তাহ'লে তাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাইতে হবে, দো'আ করতে হবে, দান-ছাদাক্বা করতে হবে এবং পিতা-মাতার জীবদ্দশায় তাদের সাথে ভাল সম্পর্ক ছিল এমন ব্যক্তিদের সাথে সুসম্পর্ক রাখতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সবচেয়ে বড় নেকীর কাজ এই যে, ব্যক্তি তার পিতার মৃত্যুর পর তার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে' *(আহমাদ হা/৫৬১২; ছহীহুল জামে' হা/১৫২৫)*। তিনি বলেন, 'কোন ব্যক্তির সর্বোত্তম নেকীর কাজ হচ্ছে তার পিতার বন্ধুজনের সঙ্গে সদাচরণের মাধ্যমে সম্পর্ক রক্ষা করা' *(মুসলিম হা/২৫৫২; মিশকাত হা/৪৯১৭)*। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, 'এ হাদীছ পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের আত্মীয়-স্বজন বা প্রিয় মানুষদের প্রতি সদাচরণকে সর্বোত্তম নেকীর কাজ হিসাবে আখ্যা দিয়েছে। আর এসব লোকের প্রতি সদাচরণের কারণ হ'ল তারা পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধব বা প্রিয় মানুষ' *(শরহ মুসলিম হা/২৫৫২-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য, ১৬/১০৯-১১০)*।

প্রশ্ন (৩৯/১৫৯) : যদি কোন ব্যক্তি শেষ বৈঠকে দরূদ পাঠ না করে সালাম ফিরিয়ে দেয় তাহ'লে তাকে কি সহো সিজদা দিতে হবে?

-আজীবর রহমান, রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : শেষ বৈঠকে *'আত্তাহিইয়া-তু'* পড়ার পরে দরূদ, দো'আয়ে মাছূরাহ এবং সম্ভব হ'লে অন্য দো'আ পড়বে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১২৯; মির'আত ১/৭০৪; ঐ, পৃ. ৩/২৯৪-৯৫, হা/৯৪৭, ৯৪৯; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) 'শেষ বৈঠক' অধ্যায় ১১৬ পৃ.)*। আর দরূদ ছুটে গেলে সহো সিজদা দেওয়া যরূরী নয়, বরং মুস্তাহাব *(নববী, আল-মাজমূ' ৩/৪৬৭-৬৮; মির'আত ৩/২৯৪; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৯/২৯৭)*। শাওকানী বলেন, ছালাতে ওয়াজিব তরক হ'লে 'সিজদায়ে সহো' ওয়াজিব হবে এবং সুন্নাত তরক হ'লে 'সিজদায়ে সহো' সুন্নাত হবে *(শাওকানী, আস-সায়লুল জাররা-র ১/২৭৪ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৪০/১৬০) : পাকা চুল ও দাড়িতে মেহেদী ব্যবহারের বিধান কি? কেউ যদি মেহেদী ব্যবহার না করে তাহ'লে সে পাপী হবে কি?

-তরীকুযযামান, গাংণী, মেহেরপুর।

উত্তর : চুল ও দাড়িতে মেহেদী ব্যবহার করা মুস্তাহাব *(আওনুল মা'বূদ ১১/১৭২; তোহফাতুল আহওয়াযী ৫/৩৫৪; নায়লুল আওতার ১/১৫২)*। মক্কা বিজয়ের দিন আবুবকরের পিতা আবু কুহাফার মাথার চুল ও দাড়ি কাশফুলের মত সাদা দেখে রাসূল (ছাঃ)

বলেছিলেন, এই সাদাকে পরিবর্তন কর এবং কালো রং থেকে বিরত থাক' *(মুসলিম হা/২১০২; আবুদাঊদ হা/৪২০৪; মিশকাত হা/৪৪২৪)*। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যু অবধি মাথার মাঝখানের কিছু চুল, ঠোঁটের নিম্নদেশের এবং চোখ ও কানের মধ্যবর্তী দাড়ির ও কানের মধ্যকার কিছু চুল সাদা হয়েছিল *(বুখারী হা/৩৫৪৫; মুসলিম হা/২৩৪১ প্রভৃতি)*। সেকারণ তিনি চুলে খেযাব লাগাতেন না *(আহমাদ হা/১৩৩৯৬, ছহীহ-আরনাঊত্ব)*। আনাস (রাঃ) বলেন, মৃত্যুকালে রাসূল (ছাঃ)-এর চুল ও দাড়ির বিশটি চুলও পাকেনি' *(বুখারী হা/৩৫৪৭; মুসলিম হা/২৩৪৭; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৭৭৮ পৃ.)*।

অপরদিকে উম্মে সালামা, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) প্রমুখের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, রাসূল (ছাঃ) ওয়ার্স ঘাস ও যাফরান দ্বারা নিজের দাড়িকে হলুদ রঙে রঞ্জিত করেছেন' *(বুখারী হা/৫৮৯৭; মিশকাত হা/৪৪৮০; নাসাঈ হা/৫২৪৪ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৪৪৫৩, সনদ ছহীহ)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, ইহূদী-নাছারারা খেযাব লাগায় না। অতএব তোমরা তাদের বিপরীত কর' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৪৪২৩)*।

বিদ্বানগণ উপরোক্ত পরস্পর বিরোধী বর্ণনাসমূহের মধ্যে সমন্বয় করে বলেন, খেযাব ব্যবহার রাসূল (ছাঃ)-এর নিয়মিত অভ্যাস ছিল না। বরং মাঝে-মধ্যে ব্যবহার করতেন। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, 'এ ব্যাপারে গ্রহণীয় মত হ'ল তিনি কোন কোন সময় মেহেদী ব্যবহার করেছেন এবং অধিক সময় মেহেদী ব্যবহার করেননি' *(নববী, শরহ মুসলিম ১৫/৯৫)*।

ছাহাবীগণের মধ্যে হযরত আবুবকর, ওমর ও ওছমান (রাঃ) খেযাব লাগিয়েছেন *(মুসলিম হা/২৩৪১ (১০১, ১০৩); মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৫০৩৪)*। একইভাবে ইবনু আব্বাস, ইবনু ওমর, আবু হুরায়রা (রাঃ) খেযাব লাগিয়েছেন *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৫০৩৮, ৩৫-৩৬)*। হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে দু'ধরনের বর্ণনা এসেছে। এক বর্ণনায় এসেছে, আলী (রাঃ) খেযাব লাগাননি *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৫০৫৫, ৫৯-৬০)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি খেযাব লাগিয়েছেন *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৫০৩৬)*। পক্ষান্তরে হযরত আবু যার গিফারী, সায়েব বিন ইয়াযীদ, উবাই বিন কা'ব (রাঃ) প্রমুখ খেযাব লাগাতেন না *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৫০৫৬, ৫৯-৬১; হাকেম ৩/৩৪২, হা/৫৩১৪)*। তাবেঈগণের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর শিষ্য মুজাহিদ, সাঈদ বিন জুবায়ের, ত্বাঊস প্রমুখ খেযাব লাগাতেন না *(মুছান্নাফ হা/২৫০৫৮, ৬২)*।

ক্বাযী 'ইয়ায ইমাম ত্বাবারাণীর বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন, নবী করীম (ছাঃ) থেকে খেযাব লাগানোর পক্ষে-বিপক্ষে যেসব বর্ণনা এসেছে, সবটাই সঠিক। পরস্পরের মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই। বরং খেযাবের নির্দেশ হ'ল ঐ অবস্থার জন্য, যাদের চুল আবুবকরের পিতা আবু কোহাফার ন্যায় সাদা কাশফুলের মত হয়ে গেছে। আর না করার বিষয়টি হ'ল যাদের চুল সাদা-কালো মিশ্রিত। তিনি বলেন, পূর্ববর্তীদের মধ্যে দু'টিই করার পক্ষে-বিপক্ষে যে মতভেদ বর্ণিত হয়েছে, তা ছিল অবস্থার বিবেচনায়। আর এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে যে, খেযাব লাগানো ওয়াজিব নয়। সেকারণ এ বিষয়টি নিয়ে কেউ কাউকে দোষারোপ করতেন না এবং এ ব্যাপারে কোনটিকে নাসেখ-মানসূখ বলাটাও জায়েয নয় *(নববী, শরহ মুসলিম হা/২১০১-এর আলোচনা ১৪/৮০ পৃ.)*। অতএব মেহেদী ব্যবহার করলে ছওয়াব পাওয়া যাবে, কিন্তু ব্যবহার না করলে কেউ পাপী হবে না।

অনেকের দাড়ি খাটো, কিন্তু মেহেদী জোরালো। অথচ রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ হ'ল, গোঁফ ছাটো এবং দাড়ি ছাড়ো' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৪৪২১)*। অতএব সুন্নাতী দাড়ি রাখার প্রতি যত্নবান হওয়া আবশ্যক।

গত ডিসেম্বর'২১ সংখ্যায় মুদ্রণপ্রমাদ জনিত কারণে নিম্নের ফৎওয়া দু'টি বাদ পড়ায় আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।- *সম্পাদক।*

প্রশ্ন (৩৭/১১৭) : নানীর মৃত্যুর দু'মাস পূর্বে আমার মা মারা যান। নানীর পূর্বে মা মারা যাওয়ায় আমরা কি নানীর সম্পত্তি পাব? বর্তমানে বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী আমরা পেয়েছি। এই সম্পত্তি নেওয়ায় আমরা গুনাহগার হব কি?

-হাসান, রায়পুর, লক্ষীপুর।

উত্তর : নানীর পূর্বে মা মারা গেলে এবং নানীর অন্যান্য ছেলে ও মেয়ে থাকলে মৃত মেয়ের সন্তানেরা ওয়ারিছ হবে না। সুতরাং উক্ত সম্পত্তি গ্রহণ করা ভুল হয়েছে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ, ফৎওয়া নং ১৯১৪৯, ১৬/৪৮৯ পৃ.)*। এমতাবস্থায় করণীয় হবে যে, ওয়ারিছদের থেকে সম্মতি নেওয়া। যদি তারা সম্মতি দেয়, তবে তা গ্রহণ করা যাবে। আর যদি সম্মতি না দেয়, তবে ওয়ারিছদেরকে তাদের সম্পদ ফেরত দিতে হবে *(শায়খ বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ১৯/৪৩৭)*। উল্লেখ্য যে, দাদা-দাদী ও নানা-নানী বা অন্যান্য ওয়ারিছদের জন্য মুস্তাহাব হ'ল অসহায় নাতি-নাতনীর বা ভাতিজা-ভাতিজীর কল্যাণে মীরাছের সম্পদ থেকে তাদের জন্য অছিয়ত করা *(বাক্বারাহ ২/১৮০; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৬/১৩৭; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ, ফাৎওয়া নং ১৫০৩১, ১৬/৩২২ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩৮/১১৮) : আল্লাহ তা'আলা জিব্রীল (আঃ)-কে জান্নাত দেখতে অনুমতি দিয়েছিলেন, তিনি তার ৬০০ পাখা দিয়েও ১০ ভাগের ১ ভাগও দেখতে পারেননি। এ ঘটনার সত্যতা জানতে চাই।

-আকরাম, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তর : উক্ত মর্মে কিছু গল্প শী'আ রাফেযীদের কিতাবে পাওয়া যায়। যাতে বলা হয়েছে, ৯০০ বছর সফর করেও জিব্রীল (আঃ) জান্নাতের সামান্যতম অংশ ঘুরে শেষ করতে পারেননি। এগুলো কোন হাদীছ নয় বা আছারও নয়। আমাদের জানা মতে কোন মুফাসসির বা ঐতিহাসিকও তাদের কিতাবে এমন কাহিনী বর্ণনা করেননি। তবে জান্নাতের প্রশস্ততা হ'ল আকাশ ও যমীন সমপরিমাণ। আল্লাহ বলেন, আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও। যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীন পরিব্যাপ্ত *(আলে ইমরান ৩/১৩৩)*। তিনি আরো বলেন, 'তোমরা প্রতিযোগিতা কর তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে। যার প্রশস্ততা আকাশ ও পৃথিবীর প্রশস্ততার ন্যায় *(হাদীদ ৫৭/২১)*। অত্র আয়াতদ্বয় থেকে জান্নাতের প্রশস্ততার বিষয়টি স্পষ্ট বুঝা যায়।

‘সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে’ (বুখারী হা/১৯৫৪)। ‘[illegible]ল হ’ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা’ (আবূদাঊদ হা/৪২৬)।

সূচীপত্র

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০২২ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ জানুয়ারী	২৭ জুমাঃ উলাঃ	১৭ পৌষ	শনিবার	০৫:২০	০৬:৪০	১২:০২	০৩:০৩	০৫:২৩	০৬:৪৩
০৩ জানুয়ারী	২৯ জুমাঃ উলাঃ	১৯ পৌষ	সোমবার	০৫:২১	০৬:৪১	১২:০৩	০৩:০৪	০৫:২৪	০৬:৪৫
০৫ জানুয়ারী	০১ জুমাঃ আখেরাহ	২১ পৌষ	বুধবার	০৫:২২	০৬:৪১	১২:০৪	০৩:০৫	০৫:২৬	০৬:৪৬
০৭ জানুয়ারী	০৩ জুমাঃ আখেরাহ	২৩ পৌষ	শুক্রবার	০৫:২২	০৬:৪২	১২:০৫	০৩:০৭	০৫:২৭	০৬:৪৭
০৯ জানুয়ারী	০৫ জুমাঃ আখেরাহ	২৫ পৌষ	রবিবার	০৫:২৩	০৬:৪২	১২:০৫	০৩:০৮	০৫:২৮	০৬:৪৮
১১ জানুয়ারী	০৭ জুমাঃ আখেরাহ	২৭ পৌষ	মঙ্গলবার	০৫:২৩	০৬:৪২	১২:০৬	০৩:০৯	০৫:৩০	০৬:৫০
১৩ জানুয়ারী	০৯ জুমাঃ আখেরাহ	২৯ পৌষ	বৃহস্পতি	০৫:২৩	০৬:৪২	১২:০৭	০৩:১০	০৫:৩১	০৬:৫১
১৫ জানুয়ারী	১১ জুমাঃ আখেরাহ	০১ মাঘ	শনিবার	০৫:২৩	০৬:৪২	১২:০৮	০৩:১২	০৫:৩৩	০৬:৫২
১৭ জানুয়ারী	১৩ জুমাঃ আখেরাহ	০৩ মাঘ	সোমবার	০৫:২৪	০৬:৪২	১২:০৮	০৩:১৩	০৫:৩৪	০৬:৫৩
১৯ জানুয়ারী	১৫ জুমাঃ আখেরাহ	০৫ মাঘ	বুধবার	০৫:২৪	০৬:৪২	১২:০৯	০৩:১৪	০৫:৩৬	০৬:৫৫
২১ জানুয়ারী	১৭ জুমাঃ আখেরাহ	০৭ মাঘ	শুক্রবার	০৫:২৪	০৬:৪২	১২:১০	০৩:১৬	০৫:৩৭	০৬:৫৬
২৩ জানুয়ারী	১৯ জুমাঃ আখেরাহ	০৯ মাঘ	রবিবার	০৫:২৩	০৬:৪১	১২:১০	০৩:০৫	০৫:৩৯	০৬:৫৭
২৫ জানুয়ারী	২১ জুমাঃ আখেরাহ	১১ মাঘ	মঙ্গলবার	০৫:২৩	০৬:৪১	১২:১১	০৩:০৬	০৫:৪০	০৬:৫৮
২৭ জানুয়ারী	২৩ জুমাঃ আখেরাহ	১৩ মাঘ	বৃহস্পতি	০৫:২৩	০৬:৪০	১২:১১	০৩:০৬	০৫:৪২	০৬:৫৯
২৯ জানুয়ারী	২৫ জুমাঃ আখেরাহ	১৫ মাঘ	শনিবার	০৫:২২	০৬:৪০	১২:১১	০৩:২০	০৫:৪৩	০৭:০১
৩১ জানুয়ারী	২৭ জুমাঃ আখেরাহ	১৭ মাঘ	সোমবার	০৫:২২	০৬:৩৯	১২:১২	০৩:২১	০৫:৪৪	০৭:০২
০১ ফেব্রুয়ারী	২৮ জুমাঃ আখেরাহ	১৮ মাঘ	মঙ্গলবার	০৫:২২	০৬:৩৯	১২:১২	০৩:২২	০৫:৪৫	০৭:০২
০৩ ফেব্রুয়ারী	০১ রজব	২০ মাঘ	বৃহস্পতি	০৫:২১	০৬:৩৮	১২:১২	০৩:২৩	০৫:৪৭	০৭:০৩
০৫ ফেব্রুয়ারী	০৩ রজব	২২ মাঘ	শনিবার	০৫:২০	০৬:৩৭	১২:১২	০৩:২৪	০৫:৪৮	০৭:০৫
০৭ ফেব্রুয়ারী	০৫ রজব	২৪ মাঘ	সোমবার	০৫:০৭	০৬:৩৬	১২:১২	০৩:২৫	০৫:৪৯	০৭:০৬
০৯ ফেব্রুয়ারী	০৭ রজব	২৬ মাঘ	বুধবার	০৫:১৮	০৬:৩৫	১২:১৩	০৩:২৬	০৫:৫১	০৭:০৭
১১ ফেব্রুয়ারী	০৯ রজব	২৮ মাঘ	শুক্রবার	০৫:০৫	০৬:৩৩	১২:১৩	০৩:২৭	০৫:৫২	০৭:০৮
১৩ ফেব্রুয়ারী	১১ রজব	৩০ মাঘ	রবিবার	০৫:১৬	০৬:৩২	১২:১৩	০৩:২৭	০৫:৫৩	০৭:০৯
১৫ ফেব্রুয়ারী	১৩ রজব	০২ফাল্গুন	মঙ্গলবার	০৫:০৩	০৬:৩১	১২:১২	০৩:২৮	০৫:৫৪	০৭:১০

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

আরবী তারিখ চন্দ্র উদয়ের উপর নির্ভরশীল

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	−১	−১	−২	−২	−১
গাযীপুর	+১	০	−১	−১	০
শরীয়তপুর	০	০	+১	+১	+১
নারায়ণগঞ্জ	০	−১	০	০	০
টাঙ্গাইল	+৩	+২	+১	+১	+১
কিশোরগঞ্জ	০	−২	−৩	−৩	−২
মানিকগঞ্জ	+২	+১	+১	+১	+২
মুন্সিগঞ্জ	০	−১	০	০	০
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩	+৪	+৩
মাদারীপুর	+১	+১	+২	+২	+২
গোপালগঞ্জ	+২	+২	+৩	+৪	+৩
ফরিদপুর	+৩	+২	+২	+২	+৩

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
শেরপুর	+৪	+১	−১	−১	০
ময়মনসিংহ	+২	০	−২	−২	−১
জামালপুর	+৪	+২	০	০	+১
নেত্রকোণা	+১	−২	−৩	−৪	−৩

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৫	+৫	+৬	+৬	+৬
সাতক্ষীরা	+৫	+৫	+৭	+৭	+৭
মেহেরপুর	+৮	+৭	+৭	+৭	+৭
নড়াইল	+৩	+৩	+৪	+৫	+৪
চুয়াডাঙ্গা	+৭	+৬	+৬	+৬	+৬
কুষ্টিয়া	+৪	+৪	+৪	+৫	+৪
মাগুরা	+৪	+৪	+৪	+৪	+৪
খুলনা	+৩	+৩	+৫	+৫	+৫
বাগেরহাট	+২	+২	+৪	+৪	+৪
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৫	+৫	+৫

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
ঝালকাঠি	০	+১	+২	+৩	+২
পটুয়াখালী	−১	০	+২	+৩	+২
পিরোজপুর	+১	+২	+৩	+৪	+৩
বরিশাল	−১	০	+২	+২	+২
ভোলা	−২	−১	০	+১	০
বরগুনা	০	+১	+৩	+৪	+৩

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+৪	+৩	+২	+১	+২
পাবনা	+৫	+৪	+৪	+৪	+৪
বগুড়া	+৬	+৪	+২	+২	+৩
রাজশাহী	+৮	+৭	+৬	+৬	+৭
নাটোর	+৭	+৬	+৫	+৪	+৫
জয়পুরহাট	+৮	+৫	+৩	+৩	+৪
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+১১	+৯	+৭	+৭	+৮
নওগা	+৮	+৬	+৪	+৪	+৫

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	+১১	+৭	+৩	+২	+৪
দিনাজপুর	+১০	+৭	+৪	+৩	+৫
লালমণিরহাট	+৭	+৪	০	০	+১
নীলফামারী	+৯	+৬	+৩	+২	+৪
গাইবান্ধা	+৬	+৩	+১	০	+২
ঠাকুরগাঁও	+১১	+৮	+৪	+৩	+৫
রংপুর	+৭	+৪	+১	+১	+২
কুড়িগ্রাম	+৬	+৩	০	−১	+১

চট্টগাম বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	−৩	−৩	−৩	−৩	−৩
ফেনী	−৪	−৪	−৩	−৩	−৩
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	−২	−৩	−৩	−৩	−৩
রাঙ্গামাটি	−৮	−৭	−৬	−৫	−৬
নোয়াখালী	−৩	−৩	−২	−১	−২
চাঁদপুর	−১	−১	০	০	০
লক্ষ্মীপুর	−২	−২	−১	০	−১
চট্টগ্রাম	−৭	−৬	−৪	−৩	−৪
কক্সবাজার	−৯	−৬	−৩	−২	−৩
খাগড়াছড়ি	−৭	−৭	−৬	−৫	−৫
বান্দরবান	−৯	−৭	−৫	−৪	−৫

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	−৪	−৬	−৮	−৮	−৭
মৌলভীবাযার	−৪	−৬	−৭	−৭	−৬
হবিগঞ্জ	−৩	−৪	−৫	−৫	−৫
সুনামগঞ্জ	−২	−৪	−৬	−৬	−৫

সূত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কওমী মাদ্রাসা, দিনাজপুর

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড-এর অধিভুক্ত

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

ভর্তির তারিখ : ১লা জানুয়ারী হ'তে ২০শে জানুয়ারী ২০২২ইং পর্যন্ত।

বিভাগ সমূহ

মক্তব, নাযেরা, হিফয ও কিতাব বিভাগ

৪র্থ শ্রেণী থেকে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত।

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- শিক্ষার্থীদেরকে ছহীহ আক্বীদা ও আমল শিক্ষা দান।
- উন্নতমানের শিক্ষা ব্যাবস্থা।
- সকল বিষয়ে যোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী দ্বারা পাঠদান।
- প্রচলিত রাজনীতিমুক্ত মনোরম পরিবেশ।
- আবাসিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষক মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে পাঠদান।
- স্বাস্থ্যসম্মত খাবার ও সুন্দর আবাসন ব্যবস্থা।
- নিয়মিত খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা।

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কওমী মাদ্রাসা, লালবাগ সদর, দিনাজপুর। মোবাঃ ০১৭৩৯-৮০০৭৫১, ০১৩১৫-৪০৩৪৭০

বিঃ দ্রঃ ৫ম ও ৮ম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের সু-ব্যবস্থা রয়েছে

শিক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাঠ্য বই

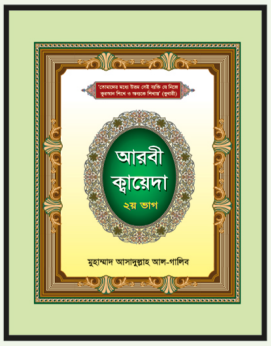

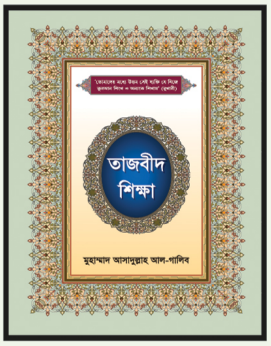

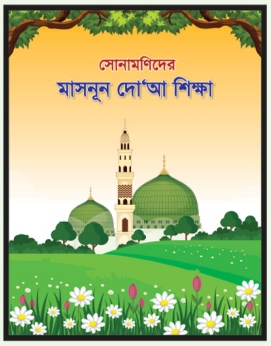

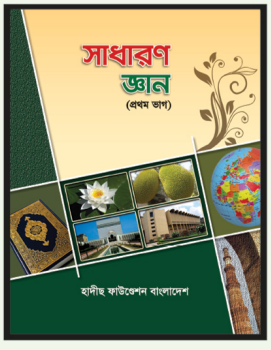

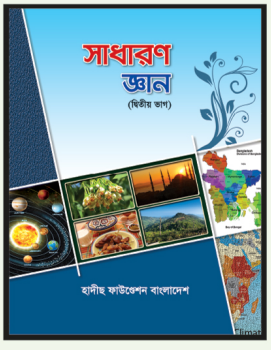

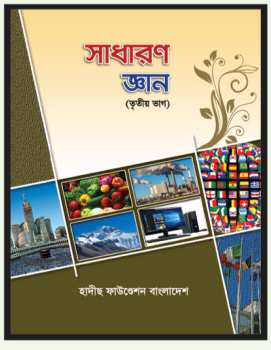

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০; ঢাকা অফিস : ২২০ বংশাল, মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 25, Issue 4, January 2022

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি।

৩২তম বার্ষিক

তাবলীগী ইজতেমা ২০২২

২৪ ও ২৫শে ফেব্রুয়ারী
বৃহস্পতি ও শুক্রবার

স্থান : নওদাপাড়া, রাজশাহী
উদ্বোধন : ১ম দিন বাদ আছর

ভাষণ দিবেন ‖ ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ -এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরাম

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৭৬০৫২৫, মোবাইল : ০১৭৯৭-৯০০১২৩, ০১৭১৫-০০২৩৮০

জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা ২০২২

সকলের জন্য উন্মুক্ত

সার্বিক যোগাযোগ | ০১৭২৩-৭৮৭৬৩৩
০১৭৭৪-৫৮৫৭৯৪

পুরস্কার

- ১ম পুরস্কার
  ১০,০০০/- (সনদসহ)
- ২য় পুরস্কার
  ৭,০০০/- (সনদসহ)
- ৩য় পুরস্কার
  ৫,০০০/- (সনদসহ)
- বিশেষ পুরস্কার (১০টি সনদসহ)
  ১,০০০/-

নির্বাচিত বই

১. ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

২. ইক্বামতে দ্বীন ঃ পথ ও পদ্ধতি
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

৩. ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ
ড. নাছের বিন সোলায়মান আল-ওমর

- পরীক্ষার ফী
  ৫০ টাকা
- প্রতিযোগিতার তারিখ
  ১৮ই ফেব্রুয়ারী, সকাল ১০-টা
- প্রশ্নপদ্ধতি
  এম সি কিউ, সময় : ১ ঘণ্টা
- প্রতিযোগিতার স্থান
  অনলাইন : www.juboshongho.org
- পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান
  তাবলীগী ইজতেমা, ২য় দিন, যুব সমাবেশ মঞ্চ

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২